সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়

অর্থাৎ

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির

অন্তরঙ্গ শিষ্য

শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামি প্রণীত

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ।

———০)-ঃ*ঃ-(০———

প্রকাশক

কাশীমবাজারাধিপতি

মহারাজ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়।

সম্পাদক

শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ।

———*———

কাশীমবাজার সত্যরত্ন যন্ত্রে

শ্রীললিতমোহন চৌধুরী

প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

——০——

১৩১২। শুভ বৈশাখ।

PDF Creation and Uploading by:
Hari Parshad Das (HPD)
on 22-May-2016.

"নানাশাস্ত্র-কুতর্ক-কর্কশধিয়াং গর্ব্বং সমাচূর্ণয়ন্
শ্রীমদ্রূপ-সনাতনাদি-বচনৈঃ সারং সমুত্থাপয়ন্।
রাধাকৃষ্ণ-রসার্ণবস্য মথনৈর্গৌরেন্দুমাদর্শয়ন্
নিত্যানন্দকৃপাভরো বিজয়তে তং কৃষ্ণদাসং নুমঃ॥"

উৎসর্গঃ।

—:০:—

লক্ষ্মীনারায়ণং বন্দে
সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনং।
গ্রন্থপ্রকাশকরণে
যৎকৃপা সম্বলং মম॥

ভগবন্!
গ্রন্থোঽয়মর্পিতো ভক্ত্যা
ভবৎপাদান্তিকে ময়া।

একান্তপ্রণতঃ শ্রীচরণসেবী দাসঃ
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি দাসঃ।

গ্রন্থের পূর্ব্বাভাষ।

অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশ করাই মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের অভিপ্রায়, সেই প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রথমতঃ এই—

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বলরত্ন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রণীত মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নের খনি। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সারসংগ্রহ। যাঁহারা চরিতামৃত গ্রন্থ আলোচনা করেন, এ গ্রন্থ খানি যে তাঁহাদের নিকট বিশেষ আদৃত হইবার বস্তু, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে নিত্যলীলা, কৃষ্ণ-গৌরতত্ত্ব, রাগভক্তি, নামমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবাচার প্রভৃতি যে কয়টী বিষয় সুন্দররূপে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, চৈতন্য-চরিতামৃত দেখিয়া যাঁহারা সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ দেখিয়া তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

আরও এক কথা। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামীর অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য, সুতরাং তিনি যে কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি আদ্যন্ত মনোযোগে পাঠ করিলেই সকল মর্ম্ম অবগত হইবেন, অতএব প্রবন্ধ বাহুল্য না করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

মুর্শিদাবাদের শিরোভূষণ পরলোকগত ৺আনন্দনারায়ণ মৈত্রেয় ভাগবতভূষণ মহাশয় নরোত্তমবিলাস গ্রন্থের শেষে "নরোত্তম বিলাস শেষ" নামে পয়ার ছন্দে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সংগৃহীত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনী ও বৈষ্ণববর্গ হইতে অধিগত ঘটনাবলী অবলম্বন পূর্ব্বক মুকুন্দের বিষয় লিখিত হইল।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনার শেষ শ্লোক এই :—

"শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যে হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

অগ্নি ৩। বিন্দু ০। বাণ ৫। ইন্দু ১। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অঙ্কের গতি বাম দিকে, এই নিয়মে ১৫০৩ হয়। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে ১৫০৩ শকাব্দে রবিবারে শুক্লপঞ্চমীতে গ্রন্থ শেষ হয়। কৃষ্ণদাসের জীবনীতে বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে যে, ১৪৯৪ শকাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে জরাতুর বৃদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণদাস গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন; ১৫০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ৯ বৎসরে, ৮৬ বৎসর বয়সে গ্রন্থ শেষ করেন। এ দিকে ভক্তদিগদর্শিনীতেও অবগত হওয়া যায় যে, ১৪১৮ শকাব্দে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫০৪ শকাব্দের আশ্বিন মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে অন্তর্ধান করেন। ইহাতেও অধিক ইতর বিশেষ দেখা যায় না, মাস ধরিয়া গণিলে প্রায় ঠিক হয়।

মুকুন্দদাস যখন কৃষ্ণদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষাই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল এবং অধ্যয়নাদিও শেষ করিয়াছিলেন, সেই সময় মুকুন্দদাসকে ন্যূনাধিক ৩৫ বৎসরের

লোক ধরিলে এবং কৃষ্ণদাসের জন্ম সময়ের হিসাবে, কম বেশী ১৪৫৩ শাকে মুকুন্দের জন্ম হয়।

মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, জাতি ব্রাহ্মণ। ইনি বিশেষ সদাচার ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কালক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া, অতিবৃদ্ধ কৃষ্ণদাসের সেবা শুশ্রূষায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং কৃষ্ণদাসের দেহান্তর ঘটিলে, অতীব দুঃখের সহিত কালাতিপাত করিতে থাকেন। বহু দিন পর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে পাইয়া মুকুন্দের গুরুবিরহজনিত দুঃখের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়।

মুকুন্দদাস নিজে অনেক গুলি লীলাগ্রন্থ আরম্ভ করিয়া নিজের শেষাবস্থায় বিশ্বনাথ দ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এই ব্যাপারের কিয়দ্দিন পরেই মুকুন্দের নশ্বর মানবদেহ অপ্রকট হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলক্ষেত্রে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে যে গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর কৃষ্ণদাস ঐ শিলার অর্চ্চনা করিতেন, তৎপরে মুকুন্দদাস তাঁহার অর্চ্চনভার গ্রহণ করেন। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীশ্রীরাধা-কুণ্ডে বাস করিতেন, তিনি মুকুন্দের বার্দ্ধক্যদশায় শুশ্রূষাদি করায় তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া গুরুপরম্পরালব্ধ গোবর্দ্ধনশিলা ঐ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সমর্পণ করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া আবার সময়ে সময়ে তাহা বিশ্বনাথকে অর্পণ করিতেন। উল্লিখিত প্রসিদ্ধ শিলা সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলা-নন্দ বিগ্রহের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রেমময়ী

ছিলেন, শিলামধ্যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, বস্তুতঃ উক্ত শিলার স্বভাবই এইরূপ। শ্রীযুত দাস গোস্বামীকেও ঐরূপে দর্শন প্রদান করিতেন। বাস্তবিক উৎকট চিন্তাপ্রবাহে বা মহাপ্রেমে কি না হইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, "মুকুন্দের ধর্ম্মমত গোস্বামিপাদ-দিগের মতের বিপরীত ছিল, কৃষ্ণদাসের মতও সুতরাং তদ্রূপ, কারণ তিনি গুরু, মুকুন্দ শিষ্য, এতৎ-সঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্যরূপ"। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কৃষ্ণদাস যদি গোস্বামিপথের বিপরীতই হইবেন, তবে তাঁহার গ্রন্থ জীবগোস্বামি-পাদ প্রভৃতি আদরের সহিত কেন গ্রহণ করিবেন, আর আবহমান কাল বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাজ্য করিবে কেন? আরও বলি, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁহার মত যে কুৎসিত, ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব। তবে এই বলিতে পারি যে, কৃষ্ণদাস যে, ভগবানের গূঢ়লীলা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার পাঠের অধিকারী অতি বিরল। অনধিকারীর হস্তে গ্রন্থ পড়িয়াছে, তাহারা উহার বিপরীত একটা মনগড়া অর্থ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকেও সেই দোষে দূষিত করিতেছে।

মুকুন্দের পূর্ব্ববাস যদিও পঞ্চাল দেশে ছিল, তথাপি তিনি সিউড়ী জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুরে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কারণ ঐ স্থান মুকুন্দদাসের পাঠ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কতিপয় বাঙ্গলা পদ্য গ্রন্থ মুকুন্দপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকল গ্রন্থাবলী কিছু নিগূঢ়ার্থে পরিপূর্ণ। তাহার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ লইয়া অনেক মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। মুকুন্দের গ্রন্থাবলী এই :—

১—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়। ২—অমৃত রত্নাবলী। ৩—রসতত্ত্বসার।

৪—রাগরত্নাবলী। ৫—আদ্যসার-তত্ত্বকারিকা। ৬—আনন্দ-রত্নাবলী। ৭—সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা এবং ৮—উপাসনাবিন্দু।

এই ৮ খানি গ্রন্থ আমি অবলোকন করিয়াছি। ইহা ভিন্ন অপর গ্রন্থ আছে কি না বলিতে পারি না। যদি কোন মহাত্মা অবগত থাকেন, আমাকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

উক্ত গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে, প্রথম সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় খানিই সুসিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়, এইজন্য ঐ খানিই প্রথমে প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণবসাহিত্যের তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদান করিলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব। ইত্যলং বাহুল্যেন।

কাশীমবাজার রাজধানী।
(মুর্শিদাবাদ)
১৩১২। শুভ বৈশাখ

বিনীত—
শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

—০—

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীরাধানাথো জয়তি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়।

-:-০-:-

প্রথমপ্রকরণং।

১। অথ স্বরূপবিচারঃ।

বন্দে কস্তূরিকাং দেবীং কৃষ্ণস্য প্রিয়বল্লভাং।
রত্যাদিগুণসংযোগাদ্রাধিকা-প্রিয়সঙ্গিনীং॥ ১॥

স্বরূপ রূপ রঘুনাথ শ্রীসনাতন।
ভট্টযুগ শ্রীজীব শ্রীগুরু গোসাঞিগণ॥
তা সভার পাদপদ্ম ধরি শির'পরি।
তা সভার গুণ গাই মনোবাঞ্ছা ভরি॥
জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তাঁহার তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাই॥

রত্যাদি গুণ সংযুক্ত থাকায় যিনি শ্রীরাধার প্রিয়সঙ্গিনী হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বল্লভা কস্তুরী দেবীকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞশিরোমণি।
শিলা দ্রবীভূত হয় যাঁর গুণ শুনি॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন।
চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন॥
ভাবতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব আর।
ক্রমে ক্রমে লিখিয়াছেন করিয়া বিচার॥
জ্ঞান, যোগ, বিধিভক্তি, রাগ-নিরূপণ।
কাঁহু নাহি দেখি শুনি এমন বর্ণন॥
হেন প্রভু মোর, মুঞি অতিভাগ্যবান্।
যাঁর কৃপালেশে মোর হইল তত্ত্বজ্ঞান॥
সূত্র বৃত্তি কোন লীলার না কৈল বিস্তার।
আচার্য্যস্বভাব কাঁহু না কৈল প্রচার॥
বিস্তারিয়া প্রচারিতে মোর চিত্ত হয়।
অতএব লিখিব "সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়"।
প্রকরণভেদ তাথে অষ্টাদশ নাম।
ক্রমে ক্রমে সব তত্ত্বের করিব বিধান॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-চরণ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের পায়ে নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ কর বাঞ্ছা পূরুক আমার॥
কবিরাজ গোসাঞি মোর ক্ষম অপরাধ।
কৃপাদৃষ্টি করি মোরে করহ প্রসাদ॥
তব কৃপাতীর্থ গ্রন্থ জানিবার তরে।
আত্মবুদ্ধি হেতু কিছু লিখি অল্পাক্ষরে॥

ক্রমভঙ্গ পুনরুক্তি এই দুই দোষ।
এই দুই ক্ষমি মোরে করহ সন্তোষ॥
কস্তূরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি সার।
প্রথমে লিখিয়ে কৃষ্ণের স্বরূপবিচার॥
বৃন্দাবনে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
গোপমূর্ত্তি মনোহর মুরলীবদন॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং। ৩০।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুজসুন্দরাঙ্গং।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ২॥

সেই কৃষ্ণ রাধিকার হয় প্রাণপতি।
রাধাসনে নিত্যলীলা করে দিবারাতি॥
বাল্য পৌগণ্ড লীলা দুই ত প্রকার।
"লীলাপুরুষোত্তম" তাহে করে অধিকার॥
যশোদাসমীপে আর গোষ্ঠে গোচারণে।
সদাই প্রকট রহে এই দুই স্থানে॥

তথাহি।

বাল্যপৌগণ্ডলীলায়াং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।
যশোদাদেঃ সমীপস্থো গোষ্ঠে গোচারণে সদা॥৩॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ৫৬ পৃঃ ১১২ নং শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য॥২॥

বাল্য ও পৌগণ্ড লীলায়, যশোদাদির নিকটে, গোষ্ঠে এবং গোচারণ কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "লীলাপুরুষোত্তম" নামে অভিহিত॥ ৩॥

মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যময় গোলোক নিত্য ধাম।
তাথে যার স্থিতি সেই স্বয়ং ভগবান্ ॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের তেঁহ করেন সহায়।
প্রকটাপ্রকট লীলা তাঁহার ইচ্ছায়

তথাহি।

গোলোকে মধুরৈশ্বর্য্যে বর্ত্ততে ভগবান্ স্বয়ং।
যস্যেচ্ছয়া ভবেল্লীলা প্রকটাপ্রকটা দ্বিধা ॥ ৪ ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ মথুরাতে জানি।
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দ্বারকাতে মানি ॥
আদি চতুর্ব্যূহ মধ্যে এই চারি জন।
কৃষ্ণের সাহায্য করে হয়ে একমন ॥
মহাবৈকুণ্ঠ পরব্যোম মহৈশ্বর্য্য ধাম।
তাঁহা নিত্যস্থিতি সেই নারায়ণ নাম ॥
বলদেব মহারূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
পরব্যোমমধ্যে করি তাঁহার গণন ॥
ইচ্ছায় সৃজয়ে ধাম গোলোকাদি সব।
যাহা হইতে হয় তিন পুরুষ উদ্ভব ॥
পরব্যোমবেষ্টিত কোটি বৈকুণ্ঠকুঠরি।
তাহাতে স্বরূপগণ ক্রমে আছে ভরি ॥
এক অঙ্গে বহুরূপ একই আকার।
শাস্ত্রে কহে প্রাভব প্রকাশ নাম তার ॥

গোলোকধাম মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য উভয়মিশ্রিত। এখানে স্বয়ং ভগবান্ অবস্থিত। ইহাঁর ইচ্ছাতে প্রকট ও অপ্রকট দ্বিবিধ লীলা হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ভিন্নাকার পৃথক্ মূর্ত্তি রূপ এক হয়।
বৈভব প্রকাশ বলি জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতারকথনে প্রাভববৈভবাঃ। ২০।

হরি-স্বরূপ-রূপা যে পরাবস্থেভ্য উনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ॥ ৫॥

দ্বারকায় বিবাহ কৈল মহিষীর গণে।
গোপী লঞা মহারাস কৈল বৃন্দাবনে॥
এই দুই স্থানে হয় প্রকাশ প্রাভব।
বর্ণভেদী বলরাম প্রকাশ বৈভব॥
বাসুদেব আদি সভার এই নিরূপণ।
দ্বারকায় মথুরায় চতুর্ব্যূহ গণ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি যার নাহি পায় পার॥
কবিরাজ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান।
যাহা হইতে স্ফুরে মোর এ সব আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে স্বরূপবিচারো নাম প্রথম-প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

যাঁহারা শ্রীহরির তুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিধারী এবং পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ হীন, শক্তির তারতম্য বশতঃ তাঁহাদিগকে যথাক্রমে প্রাভব ও বৈভব কহে॥ ৫॥

মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যময় গোলোক নিত্য ধাম।
তাথে যার স্থিতি সেই স্বয়ং ভগবান্॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের তেঁহ করেন সহায়।
প্রকটাপ্রকট লীলা তাঁহার ইচ্ছায়॥

তথাহি।

গোলোকে মধুরৈশ্বর্য্যে বর্ত্ততে ভগবান্ স্বয়ং।
যস্যেচ্ছয়া ভবেল্লীলা প্রকটাপ্রকটা দ্বিধা॥ ৪॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ মথুরাতে জানি।
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ দ্বারকাতে মানি॥
আদি চতুর্ব্ব্যূহ মধ্যে এই চারি জন।
কৃষ্ণের সাহায্য করে হয়ে একমন॥
মহাবৈকুণ্ঠ পরব্যোম মহৈশ্বর্য্য ধাম।
তাঁহা নিত্যস্থিতি সেই নারায়ণ নাম॥
বলদেব মহারূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
পরব্যোমমধ্যে করি তাঁহার গণন॥
ইচ্ছায় সৃজয়ে ধাম গোলোকাদি সব।
যাহা হইতে হয় তিন পুরুষ উদ্ভব॥
পরব্যোমবেষ্টিত কোটি বৈকুণ্ঠকুঠরি।
তাহাতে স্বরূপগণ ক্রমে আছে ভরি॥
এক অঙ্গে বহুরূপ একই আকার।
শাস্ত্রে কহে প্রাভব প্রকাশ নাম তার॥

লীলা হইয়া থাকে॥ ৪

ভিন্নাকার পৃথক্ মূর্ত্তি রূপ এক হয়।
বৈভব প্রকাশ বলি জানিহ নিশ্চয়॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতারকথনে প্রাভববৈভবাঃ। ২০।

হরি-স্বরূপ-রূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ॥ ৫॥

দ্বারকায় বিবাহ কৈল মহিষীর গণে।
গোপী লঞা মহারাস কৈল বৃন্দাবনে॥
এই দুই স্থানে হয় প্রকাশ প্রাভব।
বর্ণভেদী বলরাম প্রকাশ বৈভব॥
বাসুদেব আদি সভার এই নিরূপণ।
দ্বারকায় মথুরায় চতুর্ব্যূহ গণ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি যার নাহি পায় পার॥
কবিরাজ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান।
যাহা হইতে স্ফুরে মোর এ সব আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে স্বরূপবিচারো নাম প্রথম-প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

যাঁহারা শ্রীহরির তুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তিধারী এবং পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ হীন, শক্তির তারতম্য বশতঃ তাঁহাদিগকে যথাক্রমে প্রাভব ও বৈভব কহে॥ ৫॥

অথ দ্বিতীয়প্রকরণং।

১। অথ ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণং।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং গৌরকান্তিবিড়ম্বিতাং।
হরেরপি হৃদানন্দাং বন্দে কস্তূরিকামহং ॥ ৬ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-চরণ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ ॥
অনন্ত ঈশ্বরলীলা কে বুঝিতে পারে।
স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপে সদাই বিহরে ॥
সেই স্থূল রূপ হয় দুই ত প্রকার।
অন্তর্ভূত রূপ এক বহির্ভূত আর ॥
অন্তর্ভূত নির্ম্মায়িক ষড়ৈশ্বর্য্যময়।
স্থান পরিকর সব চিদানন্দ হয়
বহির্ভূত মায়াময় ঐশ্বর্য্য অপার।
অনন্ত কহিতে নারে যাহার বিস্তার ॥
মধ্যে সূক্ষ্ম নিরাকার শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।
জ্ঞানিভক্ত আদি সভে তাহা যাইয়া রয় ॥

তথাহি।

শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-নিরাকারং ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়প্রভং।
জ্ঞানিনাঞ্চৈব ভক্তানাং তদ্ব্রহ্ম পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥

যাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মত আভাযুক্ত, যিনি উজ্জ্বল গৌর-কান্তি শোভিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ানন্দ প্রদায়িনী, সেই কস্তূরী দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

যাহা শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, নিরাকার এবং জ্যোতির্ম্ময়প্রভ ব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত, তাহাই জ্ঞানিভক্তগণের পরমাশ্রয় ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ। ১১।৬।৪৬।

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥৮

বাহিরে সাকার মানে নিরাকার হইতে।
ভিতরে সাকার আছে না পায় দেখিতে॥
তাহার প্রমাণ দেখ সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়।
ভিতরে সাকার সূর্য্য সবিগ্রহ হয়॥
নির্ব্বিশেষ করি তারে দেখে ইতর জন।
বাহিরে সাকার নাহি সূর্য্যের কিরণ॥

তথাহি।

পদ্মপাণিস্তমোহারী রক্তবর্ণ-জবাদ্যুতিঃ।
সা মূর্ত্তির্দৃশ্যতে দেবৈরিতরৈর্নির্বিশেষতঃ॥ ৯॥

ছায়া সংজ্ঞা নামে দুই সূর্য্যের যোষিৎ।
যম যমুনা পুত্র কন্যার সহিত॥
তোত্রাদিক অশ্ব সারথি সব ধরি।
পরিকরসঙ্গী সূর্য্য রথের উপরি॥
ঐছে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।
তাঁর অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥

মৌনধর্ম্মী, দিগম্বর, শ্রমণ, ঊর্দ্ধরেতাঃ, শান্ত ও নির্ম্মলাত্মা সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মনামক পরমধামে গমন করিয়া থাকেন॥ ৮॥

সূর্য্যদেব পদ্মপাণি, তমোনাশক এবং রক্তবর্ণ-জবাপুষ্পবৎ কান্তিশালী। এইরূপ মূর্ত্তি দেবগণ দেখিতে পান, কিন্তু ইতর জনে কেবল নির্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় রূপে দেখিয়া থাকে॥ ৯॥

জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গে দেখে নিরাকার।
ইতরে না দেখে যেন সূর্য্যের আকার॥

মহাবৈকুণ্ঠ ধাম পরব্যোম খ্যাতি।
অনন্ত স্বরূপ গণের তাহা নিত্যস্থিতি॥

আদি পদে গোলোক আর শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্য পরিবার গোপ গোপীগণ॥

নিজ অঙ্গ কান্তি তাহা আচ্ছাদন করি।
সেই অঙ্গপ্রভা ব্রহ্ম শাস্ত্রেতে প্রচারি॥

তথাহি।

মহাবৈকুণ্ঠধামাদি-গোপগোপীগণাদিভিঃ।
প্রভাভিঃ স্বয়মাচ্ছন্নস্তাঃ প্রভা ব্রহ্ম উচ্যতে॥ ১০॥

দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্বয়ং আদি সর্ব্বেশ্বর পীতবসন॥

গোলোক ঐশ্বর্য্য সব স্বরূপেতে লিখে।
হেন রূপ ভক্তগণ জ্ঞানমার্গে দেখে॥

জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গে না পায় দর্শন।
অতএব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন॥

তথাহি।

দ্বিভুজং মুরলীযুক্তং পীতাম্বরধরং স্বয়ং।
স্বরূপং দৃশ্যতে ভক্তৈর্জ্ঞানিভির্নৈব দৃশ্যতে॥ ১১॥

মহাবৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবন, গোপগণ ও গোপীগণকে যিনি নিজপ্রভায় আচ্ছন্ন করিয়া নিজেও সেই সেই প্রভাদ্বারা আচ্ছন্ন আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাকেই ব্রহ্ম কহে॥ ১০॥

ভক্তগণ দ্বিভুজ মুরলীধর ও পীতাম্বরধারী স্বয়ং স্বরূপ দেখিতে পান, কিন্তু জ্ঞানিগণ সেই রূপ দেখিতে পান না॥ ১১॥

গ্রন্থ-খণ্ডন ভয়ে কিছু করিল প্রচার।
দিঙ্মাত্র জানাইল না কৈল বিস্তার॥
কস্তূরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই ব্রহ্ম-তত্ত্বাখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়-প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ তৃতীয়প্রকরণং।

১। অথ শক্তিতত্ত্বনিরূপণং।

কস্তূরিকামহং বন্দে যস্যাঃ পাদাব্জবীর্য্যতঃ।
লঘুনাপি ময়া কৃষ্ণশক্তিতত্ত্বং নিরূপ্যতে॥ ১২॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময়।
জয় জয় প্রভু মোর শচীর তনয়॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি যত ভক্তগণ।
নিজ শিরে ধরি মুঞি সভার চরণ॥
জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
যাঁহার প্রসাদে মোর এতেক বড়াই॥

যাঁহার পাদপদ্মের কৃপাশক্তিতে আমি ক্ষুদ্র হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছি, সেই কস্তূরী দেবীকে বন্দনা করি॥ ১২॥

এই কৃষ্ণশক্তি হয় অপার সমুদ্র।
তাহে প্রবেশিতে চাহোঁ মুই কীট ক্ষুদ্র॥
তথাপি কহি যে কিছু, সে কৃপা তাঁহার।
অপার অনন্ত গুণ মহিমা যাঁহার॥
কৃষ্ণ যৈছে নিত্য, তৈছে কৃষ্ণশক্তিগণ।
কৃষ্ণসঙ্গে তাঁর শক্তি হয় প্রকটন॥
ঐছে কৃষ্ণলীলা হয় বুঝিতে চমৎকার।
অবিচিন্ত্য-শক্তি কৃষ্ণ সভার আধার॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রতনয়।
বুঝিতে এ সব কথা দারুণ সংশয়॥
মাতা পিতা বন্ধুবর্গ যতেক প্রেয়সী।
সর্ব্ব ধাম সহ কৃষ্ণ একত্র প্রকাশী॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তাঁহার তনয়।
ইহাতে শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর কেমনে বা রয়॥
মন বুদ্ধি অগোচর জগতে অনুদগম।
চিন্তায় না পাইলে হয় অবিচিন্ত্য নাম॥
হেন শক্তিযুক্ত তাঁর সব শক্তিগণ।
অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
মাতা ও প্রেয়সীগণ শক্তিতে গণন।
পিতা ও বান্ধববর্গ স্বরূপলক্ষণ॥
কৃষ্ণবিগ্রহ সব বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
নিজগণ লইয়া করে যাহাতে বিশ্রাম॥
শুদ্ধ মাধুর্য্য পূর্ণানন্দ পুত্র খ্যাতি।
সেই কৃষ্ণ গোপিকার হয় প্রাণপতি॥

মহী হইতে গিরির উদ্ভব মহীধর নাম।
ঐছে নন্দনন্দন পুত্র জানিবে বিধান ॥
ইহাতে কুতর্ক করে না করে বিশ্বাস।
অধোগতি হয় তার সব ধর্ম্ম নাশ ॥
প্রথমে স্বরূপশক্তি করি নিরূপণ।
সৎ, চিৎ, আনন্দ, হয় তাহার গণন ॥
আনন্দাংশে রাধা, কৃষ্ণসুখ-প্রদায়িনী।
যাঁর প্রেমে বশ কৃষ্ণ হইলা আপনি ॥
সদংশে সন্ধিনী যোগমায়া বলি যারে।
অন্তর বাহির লীলা হয় যার দ্বারে ॥
চিদংশে সম্বিৎ কৃষ্ণজ্ঞান করি মানি।
সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা হইতে জানি ॥
একই স্বরূপ মাত্র ত্রিবিধ আকার।
তিন অংশে তিন শক্তি সর্ব্বতত্ত্ব সার ॥
স্বয়ংরূপে হ্লাদশক্তি নিত্যানন্দময়।
অন্যানন্দ সব অনুগত যার হয় ॥
সৎ শক্তির অধিকারী স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণদেহ নিত্য, যাহা হইতে হয় জ্ঞান ॥
বাসুদেব হয় জ্ঞানশক্তি-অধিকারী।
যাহা হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবারে পারি ॥
এই ত স্বরূপশক্তির কৈল নিরূপণ।
যাহার শ্রবণে হয় অজ্ঞানখণ্ডন ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্যা দুইত প্রকার।
অপ্রাকৃত রূপ এক, প্রাকৃত রূপ আর।

অপ্রাকৃত নিত্য জীব বৈকুণ্ঠাদ্যে হয়।
প্রাকৃত অনিত্য জীব ব্যাপে অণ্ডময় ॥
কর্ম্মসংজ্ঞা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নাম।
প্রাকৃত জীবের মাতা অণ্ড যার ধাম ॥
অপ্রাকৃত জীবের অন্তরঙ্গা ভগবতী।
গোলোক বৈকুণ্ঠাদ্যে হয় যার নিত্যস্থিতি ॥
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের অধিকর্ত্তা।
মহাবিষ্ণু পুরুষাদি মায়া বহুভর্ত্তা ॥
এই ত কহিল তিন শক্তি-বিবরণ।
যাহার শ্রবণে ভবসিন্ধু বিমোচন ॥
কস্তূরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
দিঙ্‌মাত্র জানাইল শক্তি-তত্ত্বাখ্যান ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শক্তিতত্ত্বনিরূপণং নাম তৃতীয়-প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ চতুর্থপ্রকরণং।

১। অথ অভিধেয়তত্ত্বনিরূপণং।

শ্রীস্বরূপং শ্রীলরূপং রঘুনাথং ততঃ পরং।
তদনু শ্রীকৃষ্ণদাসং বন্দে মৎ-প্রাণবল্লভং ॥ ১৩ ॥

শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং মদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামীকে বন্দনা করি ॥১৩॥

জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তাহা বিনে আমার সংসারে কেহ নাঞি॥
মো হেন পাপিষ্ঠ জনের যেহ অধিত্রাতা।
কত দীনে উদ্ধারিল কেবা তার জ্ঞাতা॥
এবে কহি অভিধেয়তত্ত্ব-নিরূপণ।
তার মধ্যে রাগ বৈধী দ্বিবিধ গণন॥
(১) ভক্তিশব্দে দৈন্য কহি যে জন আচরে।
শাস্ত্রে কহে সেই জন ভক্ত নাম ধরে॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ হেতু কৃষ্ণজ্ঞাতা জনে।
দৃঢ় শ্রদ্ধা সর্ব্বভাবে করে কায় মনে॥
আপনাকে হীন জ্ঞান অযোগ্যতা বুদ্ধি।
তার নাম দৈন্য কহি, জানে তত্ত্বশুদ্ধি॥
সেই দৈন্য গুরু আর ঈশ্বরেতে হয়।
সম লঘু দুই জনে হয়ত সংশয়॥
সমানে সমানে দেখি করে আলিঙ্গন।
লঘু জনে আশীর্ব্বাদ করে বিজ্ঞ জন॥
শাস্ত্র-আজ্ঞা সর্ব্বভাবে করয়ে পালন।
সেই বিধিশাস্ত্র মতে করিল ভজন॥
পরা শব্দে উৎকৃষ্ট যাতে কৃষ্ণসুখ।
নিশ্চয় সমূহ নাহি আত্মসুখ দুঃখ॥
লোভ হইতে ভক্তি হয় তারে রাগ বলি।
রাগ হইতে সেবানন্দ আস্বাদে সকলি॥

(১) ভক্তিশব্দের মুখ্যার্থ পূজ্যানুরাগ বা ঈশ্বরানুরাগ। পূজ্যব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ, তাহা নিজে দীন না হইলে ঘটে না, সুতরাং এখানে ভক্তিশব্দের দৈন্যার্থ করিয়াছেন।

প্রচুর গৌরব দেখি দাস ভক্তি করে ।
সখ্য বাৎসল্যাদ্যে ভক্তি কেমনে সঞ্চরে ॥
সখা শুদ্ধভাবে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
ভক্তিশব্দে দৈন্য পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥
বাৎসল্যে তাড়ন করে পায় পূজা মান ।
পিতার অনুগত পুত্র পাদুকা যোগান ॥
কান্তাভাবে দেহ দিয়া কান্ত করে বশ ।
অনুগত হয়ে কান্ত পায় প্রেমরস ॥
এই তিনে রাগভক্তি কেমনে পাইব ।
দৈন্য বিনে রাগভক্তি কেমনে হইব ॥
এ বড় বিরোধ দেখি, আছে যুক্তি তার ।
যেই রূপে দৈন্য কহে শুন সে বিচার ॥
গোষ্ঠে গোষ্ঠে বনে বনে সব শিশুগণ ১ ।
করপুটে সব শিশু করয়ে স্তবন ॥
ইহাতেই দৈন্য পাইল এই রাগভক্তি ।
শুনিয়া আনন্দ পাইল যশোদার আর্ত্তি ॥
কৃষ্ণের চাঞ্চল্য দেখি যশোমতি রাণী ২ ।
কৃষ্ণেরে মারিতে যায় কহে কটু বাণী ॥
পলাইয়া যায় কৃষ্ণ হয়ে স্থানান্তরে ।
কতক্ষণ না দেখিয়া কান্দয়ে অন্তরে ॥
ঘরে ঘরে নগরে করয়ে অন্বেষণ ।
দৈবযোগে কৃষ্ণ দেখি করে ওলাহন ॥
"কোথা গিয়াছিলে বাপু কঠিন হৃদয় ।
তোমার চরিত্র বাপু বুঝিতে সংশয় ॥

ঘরে ঘরে ফিরি আমি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এতক্ষণ কথি বাছা ছিলে লুকাইয়া॥
বাপের ঠাকুর তুমি নয়নের তারা।
না দেখিলে নয়নে নিমিষে হই হারা॥
কোলে আইস বাছা মোর ক্ষম অপরাধ।
কভু না বলিব তোরে দুরক্ষর বাত॥"
শুনি দ্রবীভূত হইল কৃষ্ণের হৃদয়।
ইহাতে পাইল দৈন্য রাগ-ভক্তিময়॥
কৃষ্ণ প্রতি মান করি রহে গোপীগণ ৩।
প্রীতি আত্ম-দূতী দিয়া করয়ে সাধন॥
তথাপি না যায় মান কঠিন অন্তর।
অবশেষে নিজে আসি ব্রজেন্দ্রকুমার॥
নানারূপ করি মান খণ্ডাইতে নারে।
অসম্মত হইয়া যায় আপনার পুরে॥
সেই ত মানান্তে গোপী কাতরা হইয়া।
কোন রূপে কৃষ্ণ আনে দূতী পাঠাইয়া॥
নিকটে দেখিয়া কৃষ্ণে হ'য়ে পুটাঞ্জলি।
প্রেমে আঁখি ঝর ঝর কান্দিয়া ব্যাকুলী॥
গৃহপতি ধন জন তেয়াগিনু দূরে।
তুমি সে রতন মোর এ প্রেমসায়রে॥
না বুঝি কহিনু মুঞি কঠিন বচন।
অপরাধ ক্ষম, ধরি তোমার চরণ॥
সহজে অবলা মুঞি আর তাহে দাসী।
সতত আমার দোষ হয় রাশি রাশি॥

দৈন্যবাক্য শুনি কৃষ্ণের দুঃখ দূরে গেল।
অবিচিন্ত্য রাধাপ্রেমে বিহ্বল হইল॥
এ তিনের রাগভক্তি কৈল বিবরণ।
বিস্তারি কহিব আগে করিয়া বর্ণন॥
দাসভক্তি রাগভক্তি ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত।
কেবল ঐশ্বর্য্যমাত্রে রাগ রহিত॥
পঞ্চ ভক্তের পঞ্চ গুণ নিষ্ঠা, সেবন।
অসঙ্কোচ, সেবা, আর দেহসমর্পণ॥
এই পঞ্চ গুণ ব্যাপি মধুরেতে হয়।
গোসাঞিির লিখন ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব ইহা আমি না কৈল বিস্তার।
প্রসঙ্গে কহিল ইহা নারি ছাড়িবার॥
কস্তূরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
অভিধেয়তত্ত্ব কিছু কহিল আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে অভিধেয়তত্ত্ব-নিরূপণং নাম চতুর্থপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ পঞ্চমপ্রকরণং।

১.। অথ রতিতত্ত্বনিরূপণং।

তং নৌমি কৃষ্ণচৈতন্যং কৃপালুং করুণাময়ং।
যস্যাবলোকমাত্রেণ সর্ব্বদুঃখক্ষয়ঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৪ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দীনবন্ধু ॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
পতিত পাবন জয় করুণাহৃদয় ॥
জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি মোর নাথ।
তাঁহার চরণ বন্দি, করি যোড় হাত ॥
স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ লক্ষণ।
তিন রতি পঞ্চধামে হয় প্রবর্ত্তন ॥
বৃন্দাবনে যেই রতি গোলোকে সেই হয়।
কিন্তু ভিন্ন ভাব তাথে জানিহ নিশ্চয় ॥
দ্বারকায় পরব্যোমে হয় এক রতি।
মথুরায় সাধারণী জানিহ সম্প্রতি ॥
আত্মসুখ হেতু চেষ্টা হয় সাধারণী।
পরস্পর সমঞ্জসা দ্বারকায় জানি ॥

যাঁহার কৃপাদৃষ্টি মাত্রে এই মহীমণ্ডলে সকল দুঃখের নাশ হইয়া থাকে, সেই কৃপালু, সুতরাং করুণাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণসুখ হেতু কেবল স্বসুখবর্জ্জিতা।
সমর্থাই রতিশ্রেষ্ঠ ব্রজে বিরাজিতা॥
স্বকীয়া নায়িকাগণ দ্বিবিধ প্রকার।
বস্তুরূপা এক হয় মানবরূপা আর॥
শক্তিরূপামধ্যে হয় বস্তুরূপাগণ।
অংশিনী রাধিকা লক্ষ্মী অসঙ্খ্য গণন॥
মানবী নৃপতিকন্যা মহিষী আখ্যান।
তা সভার প্রেমগুণে বশ ভগবান্॥
গোলোকাদ্যে বস্তুরূপা সমীপস্থা হয়।
দ্বারকাদ্যে বিবাহিতা জানিহ নিশ্চয়॥
নিজপতি উল্লঙ্ঘিয়া পরপতি ভজে।
বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম সব দূরে ত্যজে॥
গুরুভয় কুলভয় কিছু নাহি মানে।
পরকীয়া বলি ইহা বলে সাধুজনে॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ।

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥ ১৫॥

স্বকীয়া হইতে শ্রেষ্ঠ পরকীয়া রস।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এই প্রেমে বশ॥
বৃন্দাবনবিলাস ইহা অন্যত্র না হয়।
অতএব রাধা শ্রেষ্ঠ এই প্রেমাশ্রয়॥

যাহারা ইহলোক ও পরলোকের ধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া রাগ বা আসক্তি বশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহবিধিতে স্বীকার করা হয় নাই, সেই সকল কামিনীগণকে পরকীয়া বলা যায়॥ ১৫॥

অদ্বিতীয়রূপ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্বয়ংরূপ সুখরূপ রাধিকারমণ॥
পরকীয়ানায়ক ইহোঁ নায়কচূড়ামণি।
যাঁহার প্রেয়সী রাধা কান্তাশিরোমণি॥
স্বয়ংরূপা রাধা এই নাম ব্রজেশ্বরী।
অংশিনী রাধিকা যাঁরে স্বরূপেতে ধরি॥
অংশিনী রাধার স্থিতি গোলোকেতে হয়।
অতএব সমর্থা রতি তাহাতে বর্ত্তয়॥
আত্মসুখে সুখী নহে কৃষ্ণসুখে সুখী।
সমর্থা রতির চিহ্ন অতএব দেখি॥
কিন্তু ভিন্ন ভাব তাথে স্বকীয়াতে গণি।
পরকীয়া স্বয়ংরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
অংশিনী হইতে কান্তাগণের বিস্তার।
অসঙ্খ্য লক্ষ্মীগণ মহিষীগণ আর॥
ব্রজে গোপীগণ স্বয়ংরূপা-সহচরী।
অংশিনী হইতে সেই কহিল বিবরি॥
লীলার সহায় লাগি বহু কান্তাগণ।
বহু কান্তা বিনে নহে সুখ প্রয়োজন॥
কেহত প্রকাশ হয় কেহত বিলাস। (২)
কায়ব্যূহ রূপ কেহ করিল আভাস॥
গোলোকে নায়ক কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
অংশিনী রাধায় সঙ্গে বিলাস বিধান॥

---

(২) বহু স্থানে একদা একরূপের প্রাকট্যকে প্রকাশ কহে, ইহা স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহে। বিলাসবশে স্বয়ংরূপের যে অন্যপ্রকার দেহ প্রকাশ, তাহাকে বিলাস কহে, ইহা শক্তিবশতঃ প্রায় নিজের তুল্য। (লঘুভাগবতামৃত।)

তাঁহার স্বরূপ পরব্যোমে নারায়ণ।
তাঁহার প্রেয়সী লক্ষ্মী বিলাস কারণ॥
মথুরাতে বাসুদেব কুবুজা প্রেয়সী।
দ্বারকায় অনিরুদ্ধ রমণী মহিষী॥
নায়িকার গুণে রতিতারতম্য হয়।
উত্তমা মধ্যমা আর কনিষ্ঠা নিশ্চয়॥
উত্তমা রাধিকা হয় সমর্থাতে জানি।
মধ্যমা মহিষী লক্ষ্মী সমঞ্জসা জানি॥
কুবুজা কনিষ্ঠা তাথে সাধারণী রতি।
আত্মসুখে সুখী হইলে এই তার গতি॥
স্বয়ংরূপের দ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান্।
তাঁহার স্বরূপগণের অসঙ্খ্য বিধান॥
ঐছে স্বয়ংরূপা রাধা স্বরূপ অংশিনী।
তাঁহার স্বরূপগণের অন্ত নাহি জানি॥
মহালক্ষ্মী হইতে হয় কোটি লক্ষ্মীগণ।
সেই মহালক্ষ্মী যাঁর অংশ বিবরণ॥
লক্ষ্মীগণ মহিষীগণ গোপীগণ আর।
কৃষ্ণশক্তি-মধ্যে তিন গণের বিস্তার॥
কৃষ্ণ রাধা তত্ত্ব এই অসঙ্খ্য কথন।
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই রতিবিবরণ॥
কস্তূরীমঞ্জরি, কৃপা করহ আমারে।
তোমার কৃপায় যেন সব তত্ত্ব স্ফুরে॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে রতিতত্ত্ব-নিরূপণং নাম পঞ্চম-প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

শ্রীশ্রীরাধানাথো জয়তি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়।

:-০-:-

আদাবুদ্দীপনাদিশ্চ সাধকাদিশ্চ তৎপরং।
ক্রমাদ্বিকারসংক্ষেপৈর্ব্বিধিনৈষিধ্যপূর্ব্বকং ॥ ১ ॥
কথয়ামি তথারোপং স্থানকুঞ্জাদিনির্ণয়ং।
রতের্ভেদবিভেদৌচ ক্রমাৎ প্রাপ্তিং যথোচিতং ॥২॥
পরকীয়া স্বকীয়াচ ভাবভক্ত্যাদি লক্ষণং।
কামসম্বন্ধরূপাদি-ভাবভক্তি-নিরূপণং ॥ ৩ ॥

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি পর পর বর্ণিত হইয়াছে।

উদ্দীপন বিভাগ। আলম্বন বিভাগ। সাধক। সিদ্ধ। সাধকাবস্থা। প্রবর্ত্তসাধক। আরোপ। কৃষ্ণস্থান। কুঞ্জনির্ণয়। সমর্থা রতি। সমঞ্জসা রতি। সাধারণী রতি। রতিফল। প্রাপ্তিনির্ণয় পরকীয়া। স্বকীয়া। সঙ্কেত। ভাবভক্ত্যাদি। প্রেম। প্রেমভক্তি। উত্তমা ভক্তি। রাগভক্তি। রাগানুগা ভক্তি। কামানুগা ভক্তি। রাগবৈধী। স্থায়িভাব। গৌণভাব। সাত্ত্বিকভাব। কিলকিঞ্চিত-

স্থায়িভাবো বয়ঃসন্ধিশ্চিহ্নং ত্রাবজ্ঞ-লক্ষণং।
লঘূত্তমাদিভক্তানাং গোপীমাহাত্ম্যলক্ষণং ॥ ৪ ॥
লীলাতত্ত্ব-বস্তুতত্ত্ব-নিত্যলীলাদি-কারণং।
কৃষ্ণগৌরো যথৈকোঽপি রাধাভাবাদিসংগ্রহং ॥৫॥
নামভক্ত্যোঃ সুমাহাত্ম্যং মানবেশ্বরলক্ষণং।
সেবা ষোড়শসংখ্যেতি শক্তিতত্ত্ব-নিরূপণং ॥ ৬ ॥
কর্ম্মকাণ্ডনিষেধশ্চ বাদিনীরাস এব চ।
সর্ব্বং পরং পরং লেখ্যং সাধকানামভিশ্রুতং ॥ ৭ ॥

১। অথ আশ্রয়ালম্বনং।

আশ্রয় আলম্বন আর উদ্দীপন ত্রিধা।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ এইত ত্রিবিধা ॥
এ তিনের গুণ কহি করিয়া নির্ণয়।
নির্ণয় জানিলে চিত্তে ঘুচয়ে সংশয় ॥
সংশয় ঘুচিলে হয় ভজনাধিকারী।
অধিকারী হইলে প্রাপ্ত হয় ব্রজপুরী ॥

তথাহি।

উদ্দীপনো বৈষ্ণবঃ স্যাদ্ গুরুপাদাব্জমাশ্রয়ঃ।

ভাব। ব্যাভিচারিভাব। বয়ঃসন্ধি। চিহ্ন। লঘূত্তমাদি ভক্ত। গোপীমাহাত্ম্য। লীলাতত্ত্ব। বস্তুতত্ত্ব। নিত্যলীলা। কৃষ্ণগৌর তত্ত্ব। নামমাহাত্ম্য। যুগমাহাত্ম্য। বৈষ্ণব মাহাত্ম্য। মানবেশ্বর লক্ষণ। ষোড়শ সেবা। শক্তিতত্ত্ব কর্ম্মকাণ্ড নিষেধ। বাদিনিরাস ॥১—৭॥

বৈষ্ণব উদ্দীপন বিভাগ, কারণ বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তিভাব উদিত

আলম্বনং কৃষ্ণনাম তটস্থস্য ইতি ত্রিধা ॥ ৮ ॥

২। অথ সাধকঃ।

রত্যানুকথনং চেষ্টা সাধকস্য ইতি ক্রমাৎ।

৩। অথ সিদ্ধঃ।

প্রেম রাগস্তথা সেবা সিদ্ধস্য ত্রৈবিধং মতং ॥ ৯ ॥
সিদ্ধস্য দ্বিবিধং রূপং নিত্যং সাধনকং তথা।
প্রেমাবলম্বনং তত্র কৃষ্ণো নিত্যসমাশ্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ।

গুরুপাদাশ্রয় আর বৈষ্ণবোদ্দীপন।
কৃষ্ণনাম তটস্থের হয় আলম্বন ॥
সাধকের ক্রম রতি লীলানুকথন।
চেষ্টাত্রয় উদ্দীপন আর আলম্বন ॥
সিদ্ধের আশ্রয় প্রেম উদ্দীপন রাগ।
সেবা আলম্বন সাঁথে বাঢ়ে অনুরাগ ॥
সেই সিদ্ধ দুইরূপ নিত্য সাধন আর।
দোঁহার আশ্রয় প্রেমা দোঁহার অধিকার ॥

হয়। গুরু পাদপদ্ম আশ্রয়। কৃষ্ণনাম আলম্বন। তটস্থ অর্থাৎ উদাসীন বা অপ্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটী প্রথম সোপান ॥৮॥

কৃষ্ণানুরাগ, কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকার্য্যের চেষ্টা, এই তিনটী সাধকের যথাক্রমে হইয়া থাকে।

প্রেম, অনুরাগ ও সেবা, সিদ্ধের এই তিনটী কার্য্য। নিত্য-সিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ভেদে সিদ্ধ দুই প্রকার। ইহাতে প্রেম আল-ম্বন ও কৃষ্ণ নিত্যাশ্রয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

বংশীমুখে উদ্গিরণ ভৃঙ্গ শিখি পাখা।
মেঘ চন্দ্র নীপমূল আর সঙ্গ সখা॥
কৃষ্ণ আলম্বন তার মত লীলাগণ।
এই দুয়ে রহে সদা হইয়া মগন॥

ইতি প্রবর্ত্তনির্ণয়ঃ সম্পূর্ণঃ।

৪। অথ সাধকাবস্থা।

মহাবলী গুরুঃ কার্য্যো ন বালঃ ক্রিয়তে গুরুঃ।
যথৈব কূর্ম্মকীটেন কৃমিরেতি সরূপকং॥ ১১॥
প্রবর্ত্তঃ সাধকশ্চৈব সিদ্ধএব ত্রিধোচ্যতে।
গুরোরনুগতেঃ কিংবা সুজনস্য কৃপাবলৈঃ॥ ১২॥

৫। অথ প্রবর্ত্তসাধকঃ।

অসৎসঙ্গং পরিত্যজ্য সদা সৎসঙ্গসেবনং।
প্রচ্ছকো নূতনাং চেষ্টামিতি তাটস্থ্যলক্ষণং॥ ১৩॥

অথ সাধকঃ।

শ্রবণাদৌ গতাশ্চেত্ত্যং রুচ্যা শক্তিবিশেষতঃ।

মহাবলশালী গুরু করিবে, বালককে গুরু করিবে না। তৈল-পায়ী কীট যেমন কূর্ম্মকীট দ্বারা তৎসরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুর সরূপ প্রাপ্ত হয়েন। গুরুর আনুগত্য কিম্বা সাধুজনের কৃপাবলে প্রবর্ত্ত সাধক এবং সাধক ও সিদ্ধ হইয়া থাকেন॥১১॥১২॥

প্রবর্ত্তাবস্থার সাধকভক্ত প্রথমে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবে এবং নিত্য নূতন চেষ্টা জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাই তটস্থ-[লক্ষ]ণ॥ ১৩॥

কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিবিশেষে রুচি হয় এবং রুচি হইলে

নিত্যদেহাঃ শান্তচেষ্টা লুব্ধচিত্তাশ্চ সাধকাঃ ॥১৪॥

অথ সিদ্ধঃ।

তথাহি নিত্যং নৈমিত্তং কুরুত ইতরো যথা।
তথৈব সিদ্ধসেবায়াং কৃষ্ণে নৈপুণ্যমেবচ ॥ ১৫ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করি করে সাধুসঙ্গ।
সাধুমুখে শুনে সদা ভজনপ্রসঙ্গ ॥
পুছিতে নূতন চেষ্টা বাঢ়ে দিবানিশি।
তটস্থ লক্ষণ সর্ব্ব শাস্ত্রেতে প্রশংসি ॥

অথ সাধকঃ।

শ্রবণাদ্যে রুচি হয় আসক্তি বিশেষ।
কৈতবাদি কুটি নাটি নাহি লব লেশ ॥
নিত্য দেহ লাগি গাঢ় চেষ্টা অতিশয়।
প্রাপ্তি হেতু লুব্ধচিত্ত সাধক এই হয় ॥

অথ সিদ্ধঃ।

নিত্য নৈমিত্তিক করে যেন ইতর জন।
ভাল মন্দ নাহি জানে গৃহাদি কারণ ॥
ঐছে সিদ্ধজন কৃষ্ণসেবায় প্রচুর।
আত্মসুখ দুঃখ সব পরিহরি দূর ॥

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে মানসিক চেষ্টা হয়। এইরূপ ভক্তের দেহ নিত্য, চেষ্টা শান্ত ও চিত্ত লালসাযুক্ত ॥ ১৪ ॥

যেমন সাধারণের ন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেইরূপ সিদ্ধ সেবায় কৃষ্ণকার্য্যে নৈপুণ্যপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিনের লক্ষণ।
ক্রমেতে কহিল যার যেই নিরূপণ॥
এবে কহি যতদূর যার অধিকার।
পৃথক্ পৃথক্ লিখি করিয়া বিচার॥

তথাহি।

শ্রদ্ধাদিনৈষ্ঠিকো যাবৎ তাবত্তাটস্থ্যসম্ভবঃ।
রুচ্যাদি রতিপর্য্যন্তং ভবন্তি সাধকোত্তমাঃ॥ ১৬॥
প্রেমাদিভির্যথাভাবো মহাভাবো নিগদ্যতে।
স্বস্বভাবানুসারেণ সিদ্ধ এব ক্রমাদপি॥ ১৭॥

প্রেম আদি কহি ভাব মহাভাব সীমা।
তটস্থ সাধক সিদ্ধ তিনের মহিমা॥

তথাহি।

প্রেমাদীনাং ক্রমাৎ সিদ্ধো রতিপর্য্যন্ত-সাধকঃ।
সেবায়াং সততং যোগাঃ প্রাপ্তিচেষ্টা পুনঃ পুনঃ॥ ১৮

আদৌ শ্রদ্ধা, পরে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা গাঢ় হইলেই তাটস্থ্য বা প্রবর্ত্ত দশার সম্ভব হয়। রুচি হইতে রতি পর্য্যন্ত গাঢ় হইলে শ্রেষ্ঠ সাধক হইতে পারেন॥ ১৬॥

প্রেমাদি পরিণত হইয়া ভাব ও তাহা পরিণত হইয়া মহাভাব নামে কথিত হয়, যথাক্রমে নিজ নিজ ভাবানুসারে সকল ভক্তই প্রেম, ভাব ও মহাভাবে সিদ্ধি লাভ করেন॥ ১৭॥

ভক্ত, প্রেমাদির পরিণামে সিদ্ধ, এবং রতি অর্থাৎ অনুরাগের পরিণামে সাধক হয়েন। এই দশায় সেবাকার্য্যে সর্ব্বদা উদ্যোগ ও পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তিচেষ্টা হইয়া থাকে। এই কথাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

এক অঙ্গে দুই ভেদ পুনঃ পৃথক্ এক।
পক্কে এক মুখ্য ভেদ অপক্কে অনেক॥
পক্কে কহি প্রেমভক্তি সিদ্ধ দেহে স্থিতি।
অপক্কে সাধক দেহ যাতে জন্মে রতি॥
ঐছে রস গূঢ় পক্ক অপক্ক বিচার।
ঐছে সাধক সিদ্ধ দ্বিবিধ প্রকার॥

তথাহি।

ইক্ষুবীজং ক্রমাদ্দণ্ডো রসপূর্ণস্তদন্তরং।
তদ্রসোগুড়মিক্ষূণাং ক্রমাদ্বিধোত্তরোত্তরং॥ ১৯॥

ইক্ষুবীজ দণ্ড হইলে ক্রমে রস হয়।
রস পূর্ণ হইলে তার দণ্ডত্ব না রয়॥
সেই রস পাত্র ভেদে গুড় নাম হয়।
খণ্ড শর্করা আদি ক্রমেতে বাড়য়॥

তথাহি।

পাত্রান্তরে কৃতে পাকে রসাদ্ গুড়সমুদ্ভবঃ।
এতাবৎ সাধকাবস্থাং সিদ্ধাদিষুচ বেদয়েৎ॥ ২০॥

"সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমের প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥ ১৮॥"

প্রথমতঃ ইক্ষুর বীজ, তাহা হইতে ইক্ষুদণ্ড, তৎপরে তন্মধ্যে রস-সঞ্চার, সেই রসের পরিপাকে গুড় হয়। সেইরূপ শ্রদ্ধা, সৎসঙ্গ, ভজনোন্মুখতা, রতি, প্রেম, ভাব ও মহাভাবের ক্রম বুঝিতে হইবে॥ ১৯॥

পাত্রান্তরে পাক করিলে যেমন রস হইতে গুড় হয়, সেইরূপ সিদ্ধাদি পরিণাম দশাতে সাধকাবস্থাকে বুঝিতে হইবে॥ ২০॥

ঐছে বিশ্বাস নিষ্ঠা রুচি আসক্তি রতি।
এই সব হইলে হয় সাধকত্ব খ্যাতি॥
দেহ ভেদে সেই রতি প্রেম নাম ধরে।
সাধকত্ব যায় তবে সিদ্ধত্ব প্রচারে॥
স্নেহ মান আদি করি ক্রমে বাড়ি যায়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব পায়॥
সিদ্ধের স্বভাব পাইতে বহু বাঞ্ছা করে।
ইহাতেই লোভ চেষ্টা বাড়য়ে বিস্তারে॥

তথাহি।

বাক্যরূপো যথা মন্ত্রো মন্ত্রাধীনা চ দেবতা।
নির্জনে জলমধ্যে বা স্মৃতিধ্যানার্চ্চনে বিধিঃ॥ ২১

ধ্যানার্চ্চনে বিধি হয় কিংবা করে স্মৃতি।
বর্ত্তমান বিনে সেবা অসম্ভব :

বাক্যরূপী মন্ত্র ও মন্ত্রাধীন দেবতা। সেই দেবতাকে নির্জন স্থানে জলমধ্যে বা অন্য বস্তুতে স্মরণ পূর্ব্বক ধ্যান ও অর্চ্চনা করিবে, ইহাই বিধি। কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহাদি বর্ত্তমান না থাকিলে সেই বিধি অসম্ভব হয়, এজন্য শৈলী দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধ প্রতিমাতে সাধক অর্চ্চনা করিবেন। সিদ্ধাবস্থায় মানসসেবা স্বতই উদিত হয়। (ক)॥ ২১॥

(ক) শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥
(হরিভক্তিবিলাসে)

প্রস্তর, দারু ও ধাতু নির্ম্মিত, চিত্র পটাদি, লেখ্য পুস্তকাদি, বালুকাময়ী মনোমধ্যে কল্পিত ও শালগ্রাম। প্রতিমা এই অষ্ট প্রকার।

বাক্যরূপ যথামন্ত্র মন্ত্রাধীন দেবা।
স্মরণে সাক্ষাৎ করি করে নানা সেবা॥
অতএব মানসিক সাধন ভজন।
ঈশ্বরত্ব হইলে নহে কোন বিঘটন॥
মানস ভজন এই বড় বিপরীত।
বর্ত্তমান বিনে সেবা সব অনুচিত॥
তবে কহি গ্রন্থ শাস্ত্রে প্রমাণ বিস্তর।
কেবা কোনরূপে কহে কে বুঝে অন্তর॥
এই পুংস দেহ হয় বিষয় কেবল।
সাধু মুখে লীলা রস আস্বাদে সকল॥
তাহে দৃঢ় চিত্ত হইলে ভাবোৎপত্তি হয়।
ভাব সিদ্ধ হইলে প্রেমা জানিহ নিশ্চয়॥
আশ্রয় ব্যতীত প্রেমার না হয় উৎপত্তি।
প্রেম বিনে নাহি জানে ভজনের রীতি॥
যুবতীত্ব হইলে তবে কহিয়ে আশ্রয়।
কৃষ্ণসহ ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রিয় হয়॥

তথাহি।

বিষয়ঃ পুংসো দেহোঽয়ং রসাস্বাদোঽত্র কেবলং।
আশ্রয়-স্ত্রীত্বমাপন্নঃ কৃষ্ণেন ক্রীড়য়ন্ সহ॥ ২২॥

পুরুষের এই দেহই প্রথম আশ্রয়, অতএব এই দেহে আশ্রয় স্বরূপ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিবে এবং এই ভাবেই বর্ত্তমান দেহে কেবল রসাস্বাদ হয়॥ ২২॥

একের কহিলে ক্রম সবাকার জানি।
ইহাতেই পঞ্চ রস দেখ অনুমানি ॥
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ এইত নির্ণয়।
দিঙ্ মাত্র জানাইল বহুত আছয় ॥

তথাহি।

মানসে কুরুতে সেবাং যথা স্বপ্নেন পশ্যতি।
ভাবান্তে কুত্র সা রাধা কুত্র কৃষ্ণো ন দৃশ্যতে ॥২৩॥
অপ্রাপ্ত-নিত্যদেহস্য কথং সেবা বিধীয়তে।
সেবার্থে লালসাং কুর্য্যাৎ কদা মে সফলং ভবেৎ॥২৪
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচী তথা ॥২৫॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং ভাবপ্রাদুর্ভাবো ভবেৎ ক্রমাৎ ॥২৬॥

সাধক ভাবাক্রান্ত হইলে সিদ্ধাবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় মানসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভাবাবসানে কৃষ্ণ বা রাধা কিছুই দেখিতে পান না ॥ ২৩ ॥

নিত্য দেহ প্রাপ্ত না হইলে কৃষ্ণ সেবা হয় না। অতএব "কবে আমার সাধন সফল হইবে" এই লালসা সর্ব্বদাই করিবে ॥ ২৪ ॥

ভক্ত্যধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা বা লালসা। দ্বিতীয়তঃ সাধুসঙ্গ। তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি। তৎপরে নিষ্ঠা ও রুচির অধিকার হইবে ॥ ২৫ ॥

ইহার পর যথাক্রমে সাধক হৃদয়ে আসক্তি ও প্রেমোদয় হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

প্রেম স্নেহস্তথা মানঃ প্রলয়ো রাগ এব চ।
অথানুরাগভাবস্য মহাভাবঃ ক্রমাশ্রিতঃ ॥ ২৭ ॥
শান্তানাং ভবতি প্রেমা দাস্যানাং রাগ এব চ।
সখ্যাদীনাং তথা স্যাদিত্যনুরাগো ন সংশয়ঃ ॥২৮॥
ভাবশ্চ সুবলাদীনাং গোপীনাং ভাব উত্তমঃ।
যেষাঞ্চ ক্রমসংখ্যানাং প্রাপ্তিমেবং প্রচক্ষতে ॥২৯॥
অন্তরে প্রকৃতির্মুখ্যা বাহ্যে পুংসা প্রকট্যতে।
স্বস্ব-ভাবে সদা মগ্নঃ পুংসাচারং ন চাচরেৎ ॥ ৩০ ॥
অন্যভাবান্ পরিত্যজ্য রাধাভাবং সমাশ্রিতঃ।

ইহার পর প্রেমোদয় হইলে মান, প্রলয় (খ), রাগ ও অনু-রাগের চরম মহাভাব উপস্থিত হয় ॥ ২৭ ॥

এতন্মধ্যে শান্তের প্রেম, দাস্যের কেবল অনুরাগ, সখ্যাদির ও অনুরাগ মাত্র ॥ ২৮ ॥

সুবলাদির গোপী ভাব উত্তমভাব-মধ্যে পরিগণিত, কারণ ইঁহাদের ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অন্তঃকরণে মুখ্য প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীভাব, বাহ্যে পুরুষ ভাব। এইরূপে স্ব স্ব সিদ্ধ ভাবে মগ্ন হইবে, পুরুষাচার কদাচ আচরণ করিবে না ॥ ৩০ ॥

অন্য ভাব ত্যাগ করিয়া রাধাভাব আশ্রয় করিবে এবং রাধানুগা

(খ) প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞান-নিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥ (রসামৃতে)

সুখ ও দুঃখ বশতঃ নিশ্চেষ্টতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয়। ইহাতে ভূপতন প্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ভবেত্তদনুগারূপা মঞ্জর্য্যাখ্যাং প্রসূয়তে ॥ ৩১ ॥
তদাখ্যা চ গুরোর্দত্তা নিত্যস্যৈব প্রসিদ্ধিতঃ ।
হৃদয়ে চিন্তিতে নিত্যং ক্রমতা প্রাপ্যতে গুরৌ ॥৩২
ভজনস্য ফলেনাপি ভবন্তি ব্রজকন্যকাঃ ।
ব্রজরাজসুতং কৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তথাহি বৈষ্ণবতোষণ্যাং ।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ সুবিগ্রহং ॥৩৪
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে ।
হরিং কামেন সংপ্রাপ্য ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥৩৫॥

হইয়া মঞ্জরী-আখ্যা প্রকট করিবে ॥ ৩১ ॥

সেই প্রসিদ্ধ ভাবটী গুরুদেবের প্রদত্ত। কারণ ইহাই চিরন্তন প্রথা। ঐ গুরুদত্ত সেবাধিকারের ভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া গুরুর নিকট সিদ্ধিলাভ করা যায় ॥ ৩২ ॥

সাধক, ভজন-ফলেই ব্রজকন্যা হইয়া থাকেন এবং ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রামরূপী হরিকে দর্শন পূর্ব্বক রূপে মুগ্ধ হইয়া তদীয়রূপ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং পরে তাঁহারা সকলেই গোকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া ও কাম বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

৫। অথ আরোপঃ।

বৃন্দাবন বনকুঞ্জ করিব চিন্তিত।
নিতি নিতি কুঞ্জসেবা সখীর সহিত॥
সখীর স্বরূপ হয় সখী অনুগত।
সখী বিনু কুঞ্জসেবা না হয় বেকত॥
সিদ্ধ সাধকে সেবা সম করি মানি।
সাক্ষাৎ মানস তাহে দ্বিবিধ বাখানি॥
সিদ্ধ দেহে সাহজিক (১) সাক্ষাৎ সেবন।
মানসে করিব সেবা সাধক লক্ষণ॥
যথাস্থিত দেহে নিজ অন্তর্মনা হ'য়া।
গুরুদত্ত বর্ণ বস্ত্র প্রকট করিয়া॥
ব্রজলোক অনুগত আপনে হইব।
ব্রজ অনুসারে সেবা তবে সে করিব॥

তথাহি।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবভাবনাযুক্তা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৩৬॥

সখীর সঙ্গিনী হঞা করিব সেবনা।
চাহিয়া লইব সেবা করিয়া প্রার্থনা॥
রাধাকৃষ্ণ মনোরম্য নিজ সেবা যত।
সখীর আজ্ঞায় সেবা করিব বেকত॥

সাধকাবস্থায় যে সেবা, তাহাই সিদ্ধাবস্থায় হইয়া থাকে, তবে পার্থক্য এই যে, সিদ্ধাবস্থায় সেবা তত্তদ্ভাব ও ব্রজবাসিজনের অনুসারে করিতে হয়॥ ৩৬॥

---

(১) সাহজিক—স্বাভাবিক।

তথাহি।

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা আত্মনা বাসনাময়ী।
আজ্ঞাসেবা পরং তত্ত্বং কৃপালঙ্কারভূষিতং॥ ৩৭॥

সেবা অনুসার কাল আছয়ে নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিবেক নহে যেন ভ্রম॥
সেবা অন্তে নিজ জনে করিয়া প্রণতি।
পুনরপি বাহ্যদেহে করিবেক স্থিতি॥
বাহ্য দেহে সদা করে শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধুমুখে লীলা-কথা চর্ব্বিত চর্ব্বণ॥
তাহাতেই সুখ দুঃখ পূর্ব্বাপর মত।
সাধকে সিদ্ধের ভাব হয়-আবির্ভূত॥
ভাবিতে ভাবিতে পক্ক আপনি হইব।
পক্ক হইলে কুঞ্জ সেবা সহজে করিব॥
সাধক স্বভাবে যত করিব ভাবন।
সিদ্ধ হইলে প্রাপ্ত হয় গ্রন্থের লিখন॥

তথাহি।

সাধকস্য যথা ভাবঃ সিদ্ধে প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ।

সিদ্ধাবস্থায় নিজে স্ত্রী ভাবাক্রান্ত ও বাসনাময়ী হইয়া শ্রীরাধার সখীর সঙ্গিনীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে এবং সখীগণের কৃপারূপ অলঙ্কারে ভূষিত ও সখীগণের আজ্ঞাসেবাকে পরম তত্ত্ব জানিবে॥ ৩৭॥

প্রতিপদাদি চন্দ্রকলা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যেমন পূর্ণিমা পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধকের ভাব সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত

প্রতিপদাদি চন্দ্রস্য পূর্ণত্বং পূর্ণিমাবধি ॥ ৩৮ ॥

এই ত কহিল সেবা সাধোর নির্ণয়।
সংক্ষেপে কহিল ইহা বিস্তর আছয় ॥
শ্রদ্ধা করি যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
অচিরে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥

৬। অথ স্থান নির্ণয়ঃ।

যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে চৈব দ্বারবত্যাঞ্চ গোলোকে ॥ ৩৯ ॥
গোলোকে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ।
পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতমঃ কৃষ্ণ ইতি ত্রিধা ॥ ৪০ ॥

ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ণতম।
পুরীদ্বয়ে মথুরাদি পূর্ণতর পূর্ণ ॥

৭। অথ কুঞ্জ নির্ণয়ঃ।

শ্রীকুণ্ডের পূর্ব্ব অংশে কুঞ্জ সন্নিধান।
সকল কুঞ্জের মধ্যে কুঞ্জের প্রধান ॥
নিভৃত নিকুঞ্জ নাম রাধিকার হয়।
অদ্ভুত মাধুরী কুঞ্জ প্রেম সুধাময় ॥

ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ৩৮ ॥

ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা এবং গোলোক এই চারিটী স্থান যাঁহার বাসস্থান বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে গোলোকে পূর্ণতম মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকাতে পূর্ণ। এখানে ভক্তিশাস্ত্রানুসারে গোলোক ও বৃন্দাবন এক ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

সকল কুঞ্জের আভা পরম চিক্কণ।
আনের কা কথা দেখি মুরুছে মদন॥
রাধিকার বর্ণ বস্ত্র জগতে বিদিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে পূজিত॥
নীলবস্ত্র পরিধান রকত বসন।
গোরোচনা জিনি বর্ণ তপত কাঞ্চন॥
অষ্ট দিকে অষ্ট কুঞ্জ অষ্ট কুঞ্জেশ্বরী।
ললিতাদি সখী তাহা কহিল বিবরি॥

৮। অথ অনঙ্গমঞ্জরী কুঞ্জং।

শ্রীরাধাকুণ্ডয়োর্মধ্যে বসতেঽনঙ্গমঞ্জরী।
মারকৈশোর-কুঞ্জাখ্যে লীলোজ্জ্বল-মনোরমে ॥৪১॥
বসন্তকেতকীবর্ণা নীলবাসা বিলাসিনী।
সখীনাং পরমারাধ্যা রাধা প্রাণাধিকা প্রিয়া ॥ ৪২॥

ইতি কুঞ্জ নির্ণয়ঃ সম্পূর্ণঃ।

৯। অথ রতিনির্ণয়ঃ।

তথাহি সমর্থারতি-লক্ষণং॥

কৃষ্ণসৌখ্যে সদা চেষ্টা স্বসুখৈঃ পরিবর্জ্জিতা।

"মার কৈশোর" নামক কুঞ্জটী লীলা দ্বারা উজ্জ্বল ও মনোরম এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত, ইহাই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর বাস-স্থান। ইহাঁর বর্ণ বসন্তকালীয় কেতকীপুষ্পের ন্যায়, বস্ত্র নীলবর্ণ, নিজে বিলাসবতী, সখীগণের পরমারাধ্যা এবং শ্রীরাধার প্রাণাধিক প্রীতিপাত্র॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধাদি সমর্থা নায়িকা, ইহাঁরা আত্মসুখবিহীন এবং কৃষ্ণাদি

কৃষ্ণাদি-দর্শনাজ্জাতা সমর্থা রাধিকাদিষু ॥ ৪৩ ॥

অস্যার্থঃ।

আপনার সুখ দুঃখ না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর সম্বন্ধীয় গণ।
দেখিলে জন্ময়ে রতি সমর্থা লক্ষণ ॥
অতি গাঢ় রতি সেই রাধাতেই রয়;
রাধা বিনু তারতম্য অন্যত্র আছয় ॥

অথ সমঞ্জসারতি-লক্ষণং।

জানাতি পত্নীং কৃষ্ণস্য সুখদুঃখং পরস্পরং।
শ্রবণাদ্দর্শনাজ্জাতা রতিঃ সেয়ং সমঞ্জসা ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থঃ।

আপনাকে পত্নীভাব কৃষ্ণে পতি মানে।
সমঞ্জসা রতি জন্মে শ্রবণ দর্শনে ॥
আত্মসুখ পরসুখ সম করি লয়।
অতএব সমঞ্জসা রতি তারে কয় ॥
অত্যন্ত নিবিড় রতি রুক্মিণ্যাদি গণে।
পরস্পর সুখ দুঃখ বুঝে কৃষ্ণসনে ॥

দর্শন মাত্রে ইঁহাদের কৃষ্ণসুখ জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সমঞ্জসা নায়িকা আপনাকে কৃষ্ণপত্নী ও পরস্পরের সুখ ও দুঃখ জানিতে পারেন। এই সমঞ্জসা রতি শ্রবণ ও দর্শন মাত্রে হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

অথ সাধারণী রতিঃ।

কেবলং স্বসুখং বেত্তি রতিঃ সাধারণী মতা।
কৃষ্ণস্য দর্শনাজ্জাতা পরসৌখ্য-বিবর্জ্জিতা ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ।

রতি শান্তা নহে রতি নাম সাধারণী।
আপনার সুখ চেষ্টা অন্য নাহি জানি ॥
সাক্ষাতে দেখিলে কৃষ্ণ তাহার উৎপত্তি।
কুব্জায় সাধারণী মথুরায় স্থিতি ॥
সমর্থা কৌস্তুভ সমঞ্জসা চিন্তামণি।
সাহজিক মণি প্রায় রতি সাধারণী ॥ (গ)
বক্ষেতে কৌস্তুভ মণি কৃষ্ণ কণ্ঠহার।
তিন স্থানে তিন মণি হয় অলঙ্কার ॥
কটিতে কিঙ্কিণী চিন্তামণি শোভা করে।
পাদযুগে মণিময় নুপূর ঝঙ্করে ॥
এই ত কহিল তিন রতির লক্ষণ।
ভাব অনুসারে ভক্ত করে আস্বাদন ॥

যে রতিতে কেবল নিজসুখ মাত্র জানিতে পারা যায় তাহা সাধারণী রতি, ইহাতে পরের সুখবোধ থাকে না। এই রতিও কৃষ্ণদর্শনে হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

(গ) সমর্থা কৌস্তুভমণির মত বক্ষের ভুষণ স্বরূপা, সমঞ্জসা চিন্তামণি তুল্য হৃদয়ের আরাধ্যা বা চিন্তনীয়া, এবং সাধারণী নায়িকার রতি স্বাভাবিক বা সাধারণ মণির ন্যায়। এই তিনের মধ্যে সমর্থা শ্রেষ্ঠা, সমঞ্জসা মধ্যমা এবং সাধারণী কনিষ্ঠা বা অধমা।

উক্তং হি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ২৯—৩৮।

সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ ॥৪৬
মণিবচ্চিন্তামণিবৎ কৌস্তুভমণিবত্ত্রিধাভিমতা।
নাতিসুলভেয়মভিতঃ সুদুর্লভা স্যাদনন্যলভ্যা চ ॥৪৭
নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা ॥ ৪৮ ॥
পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।

ইহাদের লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে, তদর্থ যথা—

উল্লিখিতা রতি তিন প্রকার। সাধারণী,সমঞ্জসা ও সমর্থা। ইহার উদাহরণ স্থল যথাক্রমে কুব্জা, মহিষী ও ব্রজসুন্দরী বা গোকুল দেবী। ভেদত্রয়ের উপমান যথাক্রমে মণি, চিন্তামণি ও কৌস্তুভ মণি। তাৎপর্য্য যথা—মণি যেমন অত্যন্ত সুলভ নয়, তদ্রূপ কুব্জাদি ব্যতিরেকে সাধারণী রতি সুলভা নয় অর্থাৎ কুব্জাদিতেই সুলভা। চিন্তামণি যদ্রূপ চতুর্দ্দিকে সুদুর্লভ, তেমনি কৃষ্ণ-মহিষী ব্যতিরেকে সমঞ্জসা রতি অন্যত্র সুলভা হয় না। অপর, কৌস্তুভমণি যেমন জগদ্দুর্লভ, তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র লভ্য হয় না, তদ্রূপ গোকুলললনা ভিন্ন সমর্থা রতি কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥৪৬॥৪৭

যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায় কৃষ্ণ দর্শনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার আদি কারণ, তাহাকে সাধারণী রতি কহে॥ ৪৮ ॥

যাহাতে পত্নীত্বাভিমান হয়, যাহা গুণাদি শ্রবণে উৎপন্ন হয়, এবং যাহাতে উভয়গত সাম্যবোধ থাকায় "আমা হইতে অমুখ

ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥ ৪৯ ॥
কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে।
স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা ॥ ৫০ ॥

ইতি রতিনির্ণয়ঃ সম্পূর্ণঃ।

তোমার অধিক প্রেমবতী" ইত্যাকার ভাব উপস্থিত হওয়ায়, সম্ভোগ তৃষ্ণা এবং সময়ে সময়ে স্বাভাবিক প্রেমের পরিপাটী বশতঃ ভেদপ্রাপ্ত বা পৃথক্ হইয়া যায়, সেই রতির নাম সমঞ্জসা ॥ ৪৯ ॥

যে রতিদ্বারা সম্ভোগেচ্ছা একতা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সমর্থা। ইহা সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ।

সেই বিশেষের তাৎপর্য্য যথা—সম্ভোগ দুই প্রকার। প্রিয়জনের সুখ হইলে নিজেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বশতঃ আত্মসুখ। এই এক প্রকার। নিজের সুখ হইলে "প্রিয়জনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছে" ভাবিয়া সুখানুভব। এই দ্বিতীয় প্রকার। এস্থলে পূর্ব্বটী কামপর, কারণ তাহাতে আত্ম হিতের উন্মুখতা আছে। দ্বিতীয় ইচ্ছাটীকে রতি বলা যায়, যেহেতু ইহাতে প্রিয়জনেরই হিতের জন্য উন্মুখতা অনুভূত হয়। ললনানিষ্ঠস্বরূপ এবং কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে কোন স্বরূপ বশতঃ যাহার উৎপত্তি হয় তাহার নাম সমর্থা। ইহার উৎপত্তি মাত্রেই কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও লজ্জাদি সমুদয় ভুলিতে হয়। এই রতি এত গাঢ় যে, ইহাকে অন্য ভাবে ভেদ করিতে পারে না ॥ ৫০ ॥

১০। অথ রতিফলং।

সমর্থা রতির গন্ধে কৃষ্ণমন হবে।
আমি রাধিকার দাস জানয়ে অন্তরে॥

তথাহি।

কোটিকল্পাবধিঃ কৃষ্ণো রাধিকা-ঋণবন্ধতঃ।
জানাতি রাধিকাদাসং মন্যতে সফলং জনুঃ॥ ৫১॥

সমঞ্জসা রতি কৃষ্ণে নারে আকর্ষিতে।
মহিষীর রস কৃষ্ণ নহে কদাচিতে॥

তথাহি।

কারাগারে যথা বদ্ধো মহিষীণাঞ্চ সঙ্গমে।
বৃন্দাবন-রসোল্লাসং সর্ব্বদা হৃদি চিন্তয়েৎ॥ ৫২॥

সাধারণী রতি কৃষ্ণ স্পর্শ নাহি করে।
কৃপা জানাবার হেতু স্পর্শিল তাহারে॥

তথাহি।

যৎক্ষণাচ্চপলা মেঘে কুব্জাস্পর্শস্তু তৎক্ষণাৎ।
স্বপ্নেনাপি যথা সঙ্গমেতজ্জানাতি মাধবঃ॥ ৫৩॥

ইতি রতিফলং সম্পূর্ণং।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাঋণে বদ্ধ, এজন্য কোটিকল্প কাল নিজে শ্রীরাধার দাস ভাবিয়া জীবনকে সফল বোধ করেন॥ ৫১॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থিত মহিষীগণের সঙ্গমকে কারাগারস্থিত অপরাধীর ভোগাস্বাদের ন্যায় মনে করিয়া, সর্ব্বদা বৃন্দাবনের রস-বিলাস হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন॥ ৫২॥

শ্রীকৃষ্ণ আকাশে মেঘমধ্যে বিদ্যুতের বিলাসের ন্যায় কুব্জার সঙ্গমকে স্বপ্নদৃষ্ট বা ক্ষণিকরূপে বিবেচনা করেন॥ ৫৩॥

১১। অথ প্রাপ্তিনির্ণয়ঃ।

ভক্তির আশ্রয় হঞা জয়ে কর্ম্মকাণ্ড।
নানা যোনি ভ্রমে তার প্রাপ্তি হয় অণ্ড॥ (ঘ)
যোগমার্গে ভজে পরমাত্মা প্রাপ্ত হয়।
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী সেই মহাশয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৯।৪২।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ৫৪॥

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক ক্ষীরোদধি নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু সেই তার নিজ ধাম॥
কর্ম্ম যোগ ছাড়ি যদি করে অণ্ড ভেদ।
ক্রমে ক্রমে তার সব হয় পরিচ্ছেদ॥ (ঙ)

(ঘ) ভক্তিমার্গের পথিক হইয়াও যে ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার নানা যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাত্মক সংসার নিবৃত্ত হয় না, বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডেই গতাগতি করিতে হয়।

ভীষ্ম কহিলেন, এক সূর্য্য যেরূপ প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অনেকধা প্রতিভাতি হয়, সেইরূপ এক পরমাত্মা স্বয়ং নির্ম্মিত প্রাণিগণের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। আমি ভেদরূপ মোহজালকে অতিক্রম করিয়া সেই অজ অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি॥৫৪॥

(ঙ) কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধির কারণ, সেই চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তবে ভক্তি যোগের অধিকার জন্মে এবং তৎপরে তাহার সংসার নিবৃত্তি হয়।

যোগমিশ্রা ভক্তি করি করয়ে ভজন।
বিরজা তাহার প্রাপ্তি বিষ্ণুর চরণ॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ সেই মহাবিষ্ণু নাম।
মহৈশ্বর্য্যময় যার বিরজা নিত্যধাম॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫৫॥

জ্ঞানমার্গে ভজে প্রাপ্তি হয় নিরাকার।
কৃষ্ণ-অঙ্গ-প্রভাবলি ব্রহ্ম খ্যাতি যার॥
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই বৈকুণ্ঠ বেষ্টিত।
পরম উজ্জ্বল বেদ শাস্ত্রেতে ব্যাপিত॥
যোগমিশ্রা ভক্তি আর জ্ঞান পরিচ্ছেদি।
তবে ত বিরজা ব্রহ্ম লোক যায় ভেদি॥
বৈধী ভক্তি মার্গে ভজে নাহি জানে আন।
নারায়ণ প্রাপ্তি হয় পরব্যোম ধাম॥

যাঁহার লোমচ্ছিদ্র হইতে কত কত ব্রহ্মাণ্ডপতির জন্ম হয় এবং তাঁহারা, যাঁহার নিশ্বাস বায়ুরূপ কালকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহার নাম মহাবিষ্ণু, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলা বা অংশ বিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি॥ ৫৫॥

লক্ষ্মীর সহিত যাঁর সতত বিলাস।
সালোক্যাদি চতুর্ম্মুক্তি (১) যাঁহার প্রকাশ॥
হেন বৈধী ভক্তি যদি দূরে পরিহবে।
পরব্যোম ভেদ করি যায় অন্যান্তরে॥
রাগমার্গে ভজে, করে ঈশ্বরত্ব জ্ঞান।
গোলোকে তাহার প্রাপ্তি স্বয়ং ভগবান্॥ (চ)
স্বয়ং রূপ কৃষ্ণব যেঁহো করেন সহায়।
প্রকটাপ্রকট লীলা তাঁহার ইচ্ছায়॥
ঈশ্বরত্ব ছাড়ে শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয়।
বৃন্দাবনে রাধা প্রাপ্তি ব্রজেন্দ্র তনয়॥ (ছ)
পরম মাধুর্য্যময় স্বয়ং রূপ নাম।
যাঁহার দ্বিতীয় দেহ স্বয়ং ভগবান্॥
সুদামাদি সখা যার জ্যেষ্ঠ বলরাম।
রাধিকা প্রেয়সী যাব নন্দীশ্বর ধাম॥

(চ) রাগমার্গে কৃষ্ণ ভজন করিয়াও যিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবেন অর্থাৎ সম্বন্ধানুগা ভক্তি করেন না, তিনি ব্রজধাম লাভের অধিকারী নহেন, কিন্তু গোলোকধামে স্বয়ং ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

(ছ) ঈশ্বরত্বভাব বর্জ্জিত হইয়া সম্বন্ধানুগা বিশুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় করিলে, তবে বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধার সহিত শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনকে প্রাপ্ত হয়েন।

---

(১) সালোক্য—সমান লোকে বাস। সার্ষ্টি—সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব। সামীপ্য-নিকটে বাস। একত্ব—একরূপ হওয়া অর্থাৎ নির্ব্বাণ।

নন্দঘোষ পিতা যার মাতা যশোমতী।
নিত্যলীলা করে বৃন্দাবনে অবস্থিতি॥
হেন কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় শ্রীমতী রাধিকা।
ললিতা বিশাখা আদি যত প্রাণাধিকা॥
রাগমার্গে ভজনের বড় দেখি দায়।
মুখে মাত্র বলে কেহ অন্ত নাহি পায়॥
আধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকত্রয়।
সব তাপ হইতে আদি মুখ্য তিন হয়॥
আগে এই তিন তাপের করিব মোচন।
রাগমার্গ ভজনের এইত লক্ষণ॥ (জ)

(জ) দুঃখ তিন প্রকার। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, অধিদৈবিক। (১) বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার বৈষম্যনিবন্ধন শারীরিক এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি বশতঃ মনস্তাপ নিবন্ধন মানসিক,আধ্যাত্মিক দুঃখ এই দুই প্রকার। এইগুলি সমস্তই আন্তরিক উপায়সাধ্য বলিয়া ইহা আধ্যাত্মিক সংজ্ঞায় কথিত। (২) বাহ্য উপায়সাধ্য দুঃখ দুই প্রকার। যথা—মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদি নিবন্ধন যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক দুঃখ। (৩) যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেতাদি গ্রহাবেশ বশতঃ যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক। অবান্তর ভেদ থাকিলেও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই সমষ্টিতে তিন সংজ্ঞা। কাম ক্রোধাদি, মানুষ পশ্বাদি, যক্ষ রাক্ষসাদি দ্বারা কিরূপ ভাবে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার বিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন, তাহা স্বতই সাধারণের বোধ্য। জাগতিক যাবতীয় দুঃখ এই তিন প্রকারের অন্তর্গত।

সাধু শাস্ত্র গুরুকৃপা যদি ভাগ্যে হয়।
শ্রবণ দর্শনে তিনে উপজায় ক্ষয়॥
কর্ম্মাদ্যুপশাখা রাগভক্তি কল্পবৃক্ষ।
ভক্তি নিষ্ঠা অস্ত্রে কাটি করিব নির্লক্ষ॥
তবে যথোচিত বৃক্ষে করিব পালন।
ফলিলে সে প্রেমফল করিবে ভক্ষণ॥
এই ত কহিল মুক্তি প্রাপ্তির উপায়।
এমতি ভজিলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পায়॥
শ্রদ্ধা করি যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ব্যাধি হয় বিমোচন॥ (ঝ)
কস্তুরীমঞ্জরী (২) পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রাপ্তির আখ্যান॥

ইতি প্রাপ্তিনির্ণয়ঃ সংপূর্ণঃ।

১২। অথ স্বকীয়া।

কান্তং প্রিয়ং স্বয়ং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরা।

উল্লিখিত তিন প্রকার দুঃখই অন্তঃকরণ-বর্ত্তিনী চেতনা শক্তির প্রতিকূল এবং সেই প্রতিকূল ভাবে সম্বন্ধ স্থির করাই দুঃখের নিবৃত্তি।

(ঝ) ভক্তিযোগে পূর্ণাধিকার হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ নিষ্প্রয়োজন হয়, সুতরাং তাহা ব্যাধিতুল্য।

যে নায়িকা প্রিয় কান্তকে স্বয়ং অর্থাৎ দূতী প্রভৃতির সহায়তা ভিন্নও লাভ করিতে পারেন, পতির আদেশ যাহার শিরোধার্য্য, যিনি

(২) গ্রন্থকর্ত্তার গুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধ নাম কস্তুরী-মঞ্জরী, এখানে সেই সিদ্ধ নামের উল্লেখ করা হইয়াছে।' কৃষ্ণদাস মুকুন্দের গুরু।

পাতিব্রত্যাদবিচলা স্বকীয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৬ ॥

১৩। অথ পরকীয়া।

পতিং কুলভয়ং ত্যক্ত্বা গুরূণামপি গৌরবং।
পরভর্ত্তৃরতা যা সা পরকীয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৭ ॥

১৪। অথ সঙ্কেতং।

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো-
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো-
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী॥৫৮

(পদ্যাবল্যাং।)

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত, তাহাকে স্বকীয়া নায়িকা কহে ॥ ৫৬ ॥

পতি, কুলভয় এবং গুরুগৌরব এ সমস্তকেই ত্যাগ করিয়া যে পরপতিতে রত হয়, তাহাকে পরকীয়া নায়িকা কহে ॥ ৫৭ ॥

পরকীয়া নায়িকা বিষয়ক কান্তের সঙ্কেতসূচক ভাব পদ্যাবলী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে :—

"কোকিলের ন্যায় শব্দ সঙ্কেত করিলেই আমার আগমন অবগতা হইবে" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া এক দিন শ্রীরাধার দ্বারদেশে উপস্থিত। শ্রীরাধা অভ্যন্তর হইতে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছেন এবং উদ্‌ঘাটনকালে হস্তের শঙ্খবলয় চঞ্চল হওয়ায় সেই বলয়ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণ বার বার শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময়ে "এ কে ? এ কে ?" জরতী অর্থাৎ বৃদ্ধার এই প্রগল্‌ভ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অনুতাপগ্রস্ত হইল। অথচ অন্তর্গৃহের

১৫। অথ ভাব ভক্ত্যাদি।

(হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভাবভক্তৌ ১। ১)

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
সম্যগ্মস্থণিতস্বান্তরুদসৌ ভাব উচ্যতে॥

অথবা।

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ ৫৯॥

প্রবেশ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার প্রাঙ্গণের কোণস্থিত বদরীবৃক্ষের আড়ালেই শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত রহিলেন। শর্ব্বরী প্রভাতা হইয়া গেল॥ ৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থল ঠিক্ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নিখিল বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য এবং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান রূপ জ্ঞান ও স্মৃত্যাদ্যুক্ত নিত্ত নৈমিত্তিক ও সাংখ্যোক্ত বৈরাগ্য যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত হইবে। যেহেতু ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান রূপ জ্ঞান ও ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যা রূপ কর্ম্ম অবশ্যই গ্রাহ্য কিন্তু ত্যাজ্য নহে। এই অবস্থার পর প্রাতিকূল্যে ভক্তির অসিদ্ধি হয় বলিয়া আনুকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্তক অনুশীলন করিবে। এইরূপ অনুশীলনের নাম উত্তমা ভক্তি।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব, উত্তমা ভক্তির আত্মা বা নিত্য প্রিয়াধিষ্ঠান হয়, এবং উক্ত ভক্তি অচিরে উদয়িষ্যমান সূর্য্য তুল্য অর্থাৎ প্রথমচ্ছবি বা অঙ্কুররূপ প্রেমের সদৃশী হয়, অপিচ সূর্য্যকিরণে যেমন কঠিন করকা দ্রবীভূত হয় এবং তৎসদৃশ প্রেমাঙ্কুরও প্রাপ্ত্যভিলাষ জনক সৌহার্দ্দের অভিলাষ দ্বারা চিত্তকে আর্দ্র করে। ঈদৃশী উত্তমা ভক্তিকে ভাব বলা যায়। সংক্ষেপে কথায়, প্রেমের প্রথমাবস্থাই ভাব॥ ৫৯॥

অস্যার্থঃ।

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা ভাবের লক্ষণ।
প্রেম সূর্য্য কিরণের কয়য়ে ভজন॥
দীপ্তিতে কঠিন চিত্ত করে দ্রবীভূত।
এইত কহিল ভাব গ্রন্থের সম্মত॥ (ঐ)

১৬ অথ প্রেম।

(হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ প্রেমভক্তৌ ১।১)

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥৬০

গ্রন্থের সম্মত অর্থাৎ ভক্তি গ্রন্থের অভিপ্রেত। কারণ অন্য প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে উক্ত আছে ঃ—

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥" (দর্পণঃ ৩)

অর্থাৎ জন্মাবধি নির্ব্বিকার মানস মধ্যে উদ্বুদ্ধমাত্র (অস্ফুট প্রতীয়মান) যে প্রথম বিকার বা সম্ভোগেচ্ছার প্রথম স্বভাব-বিপর্য্যাস, তাহাকে ভাব বলে। এ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মত বিশুদ্ধ সত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, সাধারণ নায়ক নায়িকা গত ভাব ও লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রের ক্রম স্বতন্ত্র, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইল। (ঐ)

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতা বা ভালবাসা সম্পন্ন, এরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই, পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

তাৎপর্য্য—সাধন ভক্তি যাজন করিতে করিতে রতির উদয় হয়, রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। চৈতন্যচরিতামৃতেও ছন যথা—

অম্ল যোগে দুগ্ধ যেন ঘন দধি হয়।
ভাবেতে মমতা যুক্ত তারে প্রেম কয়॥

১৭। অথ প্রেমভক্তিঃ। (ঐ। ১। ২)

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥ ৬১॥

১৮। অথ উত্তমা ভক্তিঃ। (ঐ। ১। ৯)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ৬২॥

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনে চ।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥ ৬৩॥

"সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়"॥ ৬০॥

শ্রীকৃষ্ণেতর সমূহ বস্তুর প্রতি মমতাশূন্য হইয়া ভগবানে যে মমতা বা "আমার তিনি, তাঁহার আমি" এই মদীয়তা বা তদীয়তা জ্ঞান, ইহাকেই প্রেম বলে। এই প্রেমকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ প্রভৃতি মহাত্মগণ ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥৬১॥

৫৯ শ্লোকার্থপ্রসঙ্গে উত্তমা ভক্তির অর্থ করা হইয়াছে॥ ৬২॥

অথবা, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কর্ম্মাদি সমস্ত উপাধিশূন্য হইয়া তৎপর অর্থাৎ অনুকূল ও নির্ম্মলভাবে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেও উত্তমা ভক্তি কহে॥ ৬৩॥

১৯। অথ রাগাত্মিকা ভক্তিঃ। (তত্রৈব। ১৩১)

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।
সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা ॥ ৬৪ ॥

অথ রাগানুগা ভক্তিঃ। (তত্রৈব)

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥

অথবা।

ব্রজানুসারিণী সেবা-প্রাপ্তিলোভাদিজা ভবেৎ।
তদা রাগানুগা ভক্তীরসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬৫ ॥

অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে।

সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা-ভেদে দুই প্রকার ॥ ৬৪ ॥

অথ রাগানুগা ভক্তি।

ব্রজবাসি জনগণের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি তাহাই পূর্ব্ব লক্ষণোক্ত রাগাত্মিকা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের অনুসারিণী ভক্তিই রাগানুগা নামে বিখ্যাতা।

অথবা ভিন্ন লক্ষণ যথা।

সেবা প্রাপ্তির লোভে যাহার উৎপত্তি এবং যাহা ব্রজজনের অনুসারিণী, সেই ভক্তিকে রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ রাগানুগা ভক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

কামরূপা।

তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহর্য্যাং ১৪২—৭।

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তে স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥ ৬৬॥

সম্বন্ধরূপা।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ॥
যদৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা॥ ৬৭॥
কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্রস্বরূপিকে।

কামরূপা যথা।

যে ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে স্বতা অর্থাৎ প্রেমময়ীরূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি। যে হেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখা যায়। (কৃষ্ণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইঁহা ভক্তিপদ-বাচ্য, নচেৎ সাধারণ কাম সম্বন্ধে ভক্তিত্ব হয় না)॥ ৬৬॥

সম্বন্ধরূপা যথা।

গোবিন্দের প্রতি "আমি গোবিন্দের পিতা বা মাতা" ইত্যাদি সুদৃঢ় মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি। বৃষ্ণি অর্থাৎ যাদবগণ সম্বন্ধমাত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে বৃষ্ণিশব্দ উপলক্ষ্য মাত্র, গোপগণকেও বুঝিতে হইবে, কারণ ঈশ্বরত্ব জ্ঞান না থাকায় গোপগণের রাগাত্মিকা ভক্তিতে পূর্ণাধিকার বা প্রাধান্য আছে॥ ৬৭॥

প্রেমমাত্র স্বরূপ কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তিদ্বয়, তাহা নিত্যসিদ্ধ নন্দ যশোদাদিকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া এই স্থলে (অর্থাৎ হরি-

নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্র সম্যগ্ বিচারিতে ॥ ৬৮ ॥

তত্র কামানুগা তদ্ভেদশ্চ।

কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের সাধন ভক্তি প্রকরণে) তাহাদের সম্যক্ বিচারের কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৬৮ ॥

কামানুগা ও তাহার ভেদ যথা।

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি। ইহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগা, এবং তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা, এই দুই প্রকার। এতন্মধ্যে নিজ নিজ অভীষ্ট ব্রজদেবী-দিগের ভাববিষয়িণী ইচ্ছা, যে রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তিকা, তাহাকেই মুখ্য কামানুগা ভক্তি বলা যায়।

এস্থলে কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া মাত্রেই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য্য, অতএব কেলি-বিষয়ক তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি, তাহার নাম সম্ভোগেচ্ছাময়ী, আর নিজ নিজ যূথেশ্বরীদিগের ভাবমাধুর্য্যকামনা-কেই তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা ভক্তি কহে।

উল্লিখিত দুই প্রকার কামানুগা ভক্তিতে পুরুষগণেরও ইচ্ছাধিকার আছে, ইহা পুরাণ শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়। যথা বৈষ্ণবতোষণীধৃতং হরিবংশবচনং—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং কামেন সংপ্রাপ্য ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপ সন্দর্শন করিয়া উপভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন,

কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা ॥৬৯॥

২০। অথ রাগবৈধী ভক্তিঃ।

বেদানাং বিহিতা বৈধী চতুঃষষ্টিক্রমেষু চ।
ব্রজস্থানে স্বস্বভাবঃ স রাগঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ ৭০ ॥

ইতি তু বৈধীভক্তিলক্ষণং।

পরে তাঁহারা সকলেই স্ত্রীদেহ লাভ করতঃ গোকুলে উদ্ভূত হইয়া কামবশে হরিকে প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎপরে তাঁহাদের ভবার্ণব হইতে মুক্তিলাভ হয়।

অপিচ, যে সকল পুরুষ রাগমার্গের পথিক হইতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাও স্বস্ব গুরুপ্রণালিকা মতে সাধকাবস্থাতেই সেই সিদ্ধ আখ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণের সখীভাব চিন্তা করিবে, নিজ গুরুদেবকেও সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণসখী ভাবিয়া তদনুগামী হইবে। শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ইহা সম্যক্ বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

"গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব ॥"

ইত্যাদি বিষয় সকল প্রকৃত উপাসক শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তিমান্ জনের সংবেদ্য ॥ ৬৯ ॥

বেদবিহিত চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তিতে যথাক্রমে আচরণ থাকিলে বৈধী হয়, ব্রজজনের অনুসারে ভক্তি হইলে রাগ হয়, উভয়ের মিলনে রাগবৈধী বলা যায়। রাগের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অনুরাগ উৎপন্ন হয় নাই, কেবল শাস্ত্রের শাসন ভয়েই যথায় প্রবৃত্তি

অন্বয়ার্থঃ।

বেদের বিহিত বৈধী ভক্তি চতুঃষষ্টি।
কোন কোন অঙ্গ লঞা রাগে করে পুষ্টি॥
সেহ শুদ্ধ নহে তারে মিশ্রা করি বলি।
স্বভাব ছাড়িয়ে নাকি ভাঙ্গিল শিকলি॥
অন্য বৃক্ষের ফল যৈছে অন্যে নাহি লাগে।
তৈছে বিধিভক্তি-অঙ্গ না মিশায় রাগে॥
ভক্ত বিনু বিধি ভক্তি কে করে আচার।
আচরিলে রাগভক্তি রতি রহে তার॥
দৃষ্টান্তে কহিয়ে যদি তবে লোকে জানে।
বিধিভক্তি বারণের আছয়ে প্রমাণে॥

চতুঃষষ্টি ভক্তিরস, যাতে কৃষ্ণে হয় রস,
তার মধ্যে নববিধ সার।
বৈধী ভক্তি আচরণ, বৈষ্ণবের ভূষণ,
যুবতীর যৈছে অলঙ্কার॥
রমণাদি ক্রিয়া যত, তাতে হয় ব্যগ্রত,
ভূষাদিতে নাহি রহে মন।
ঐছে শুদ্ধ ভক্তি ভাবে, সদাই হিয়ায় জাগে,
বৈধী ভক্তি হয় নিবারণ॥

তথাহি।

সালঙ্কারাং রময়তি ন দৃষ্টিস্তত্র ভূষণে।

জন্মিয়া থাকে তাহাকে বৈধী ভক্তি কহে। যদি রাগ প্রাপ্ত হইয়াও শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে প্রবৃত্তি হয়, তবে আংশিক বৈধী ভক্তি বুঝিতে হইবে। (ইহা বৈধী ভক্তির লক্ষণ)॥ ৭০॥

সালঙ্কারা রমণী দর্শনে প্রথমে দৃষ্টি তথায় মুগ্ধ হয়, পরে অলঙ্কারে

স্তনাদিমুখনেত্রেষু গাঢ়দৃষ্টিঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭১ ॥

বৈধী ভক্তি আচরণ সংক্ষেপে কহিল।
গ্রহণ বারণ দুই ক্রমে জানাইল ॥

২১। অথ রাগানুগা-ভক্ত্যধিকারী।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥৭২॥

ব্রজবাসি জনের স্বভাব ধর্ম্ম রাগ।
অতি সুনির্ম্মল তাহে নাহি কোন দাগ ॥
সংসার সম্বন্ধে দুঃখ যত ইতি হয়।
সুখের বিধান তৈছে জানিহ নিশ্চয় ॥
হর্ষ বিষাদাদি চিত্তে না হয় উদগত।
প্রণয়ের সমুৎকর্ষ রাগ ধর্ম্ম মত ॥

তথাহি।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব বর্ত্ততে।
যদস্তু প্রণয়োৎকর্ষঃ স রাগ ইতি কথ্যতে ॥ ৭৩ ॥

মন না হইয়া স্তন, মুখ ও নেত্রাদি অঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাঢ় দৃষ্টি পতিত হয় ॥ ৭১ ॥

কেবল ব্রজবাসিগণই রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিষ্ঠা বা চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই ব্রজবাসিদিগের ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধচিত্ত, তিনিই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী ॥ ৭২ ॥

যথায় অধিক দুঃখও মনোমধ্যে দুঃখ বলিয়া গণ্য হয় না, পরন্তু সুখ রূপেই বর্ত্তমান হয় এবং যথায় প্রণয়ের সম্যক্ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়, তাহার নাম রাগ ॥ ৭৩ ॥

নীলিমা রক্তিমা দুই রাগের বরণ।
কেহ ছোট বড় নহে দুই এক সম॥

তথাহি।

নীলঃ শ্যামভরো রাগো নীলিমা কথ্যতে বুধৈঃ।
নীলিমা রক্তিমা চেতি রাগোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ॥৭৪

রাগেতেই আত্মা যার সেই রাগাত্মিকা।
সর্ব্ব সাধনের মূল হয় সর্ব্বাধিকা॥
সদাই দীপিত করে ব্রজবাসি জনে।
তার অনুগত হইলে রাগানুগা নামে॥

তথাহি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণং।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্হৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ ৭৫॥

অস্যার্থঃ।

এক রাগাত্মিকা-নিষ্ঠ ব্রজবাসী জন।
আদি পদে কোকিল ভ্রমর পশুগণ॥
তা সভার প্রাপ্তি হেতু লুব্ধ চিত্ত যার।
রাগানুগা ভজনের তার অধিকার॥

পরিপূর্ণ শ্যাম অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বর্ণ নীল, রাগ তাহারই ভাব বলিয়া রাগকে নীলিমা বলা যায়। সুতরাং রস ও রাগ এই দ্বিবিধাংশের সমষ্টিতে রাগকে নীলিমা ও রক্তিমা দুই বলা যাইতে পারে॥ ৭৪॥

রাগানুগার লক্ষণার্থ ৬৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে॥ ৭৫॥

তথাহি পূর্ব্বোক্তং।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥৭৬॥

বিধি ভক্তি, রাগ, রাগানুগা বিবরণ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু অসংখ্য বর্ণন॥

ইতি রাগবৈধীভক্তিনিরূপণং সম্পূর্ণং।

২২। অথ স্থায়িভাবঃ।

শান্তদাস্যে ক্রমাৎ সখ্যবাৎসল্যমধুরাস্তথা।
পঞ্চৈতে স্থায়িনো ভাবা ভবন্তি সর্ব্বমুত্তমাঃ ॥৭৭॥

২৩। অথ গৌণাঃ সপ্ত।

হাস্যাদ্ভুতবীররৌদ্র-বীভৎসকরুণং ভয়ং।
শান্তাদিপঞ্চভাবেষু গৌণাঃ সপ্ত ভবন্তি হি ॥ ৭৮ ॥

২৪। অথ অষ্ট সাত্বিক ভাবাঃ।

স্বেদকম্পাশ্রুবৈবর্ণ-রোমাঞ্চ-স্বরভেদকঃ।

অধিকারির লক্ষণার্থ ৭২ নং শ্লোকার্থে উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচটি ভাবকে যথাক্রমে স্থায়ি ভাব বলা যায়। ইহারা সকলের মধ্যে উত্তম ॥ ৭৭ ॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, করুণ, ভয়। এই সাতটী ভাবকে শান্ত প্রভৃতি পঞ্চ ভাবের মধ্যে গৌণ ভাব বলা যায় ॥ ৭৮ ॥

স্বেদ (ঘর্ম), কম্প, অশ্রু (নেত্র জল), বৈবর্ণ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (অঙ্গকম্পন) এবং প্রলয় এই আটটীকে সাত্বিক ভাব কহে।

বেপথুঃ প্রলয়শ্চৈব ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৭৯

২৫। অথ সপ্ত কিলকিঞ্চিতানি।

ভয়াহঙ্কারসংক্রোধা হাস্যং রোদনমেব চ।
নিদ্রা বিলাস এবৈতে সপ্তৈব কিলকিঞ্চিতং ॥ ৮০ ॥

প্রলয়ের লক্ষণ ও তদর্থ যথা—

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥
(রসামৃতে)

সুখ দুঃখ নিবন্ধন নিশ্চেষ্টতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমি পতনাদি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

ভয়, অহঙ্কার, ক্রোধ, হাস্য, রোদন, নিদ্রা ও বিলাস এই সাতটীকে কিলকিঞ্চিত ভাব কহে। যদিও সাতটী মাত্র উল্লেখ করা হইল, তথাপি বহু ভাবের পরস্পর সংমিশ্রণ অবস্থাই কিলকিঞ্চিত ভাব বলিয়া উক্ত আছে। যথা—

গর্ব্বাভিমানরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥

অর্থাৎ গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধ, হর্ষ বশতঃ ইহাদের সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত ভাব কহে ॥

অথবা।

ক্রন্দত্যবাপ্পমভয়ে ভয়মাতনোতি।
ক্রোধঞ্চ নাটয়তি তৎক্ষণমেব হাস্যং ॥
আলম্ব্য হর্ষমবলা কিলকিঞ্চিতাখ্যং।
ভাবং প্রকাশয়তি পুণ্যবতোঽঙ্ঘ্রিকেষু ॥

২৬। অথ পঞ্চ ব্যভিচারিণঃ।

দৈন্য-নির্ব্বেদ-বৈশাদ্যং হর্ষঃ সঞ্চার্য্য ইত্যপি।
দৈন্যাদ্যে কারণং হর্ষো ব্যভিচারীতু পঞ্চকঃ ॥ ৮১ ॥

এতদর্থ শ্লোকৌ।

গোষ্ঠযুদ্ধে বীররসস্ত্বদ্ভুতঃ শৈলধারণে।
বীভৎসঃ সঙ্গমাপ্তে চ চাঞ্চল্যে রৌদ্রদর্শনং ॥ ৮২ ॥
বিচ্ছেদে ভয়মাপন্নং রহস্যাদ্ধাস্যমুদ্ভবেৎ।
বিরহে করুণায়াতি ইত্যাগন্তুকলক্ষণং ॥ ৮৩ ॥

ইতি ব্যভিচারী সম্পূর্ণঃ।

নেত্রে জল নাই রোদন (কাট্‌কান্না বা ঠাটের কাঁদন), ভয়ের কারণ নাই অথচ ভয়, যখন ক্রোধ তখনি হাস্য, রসিকা নায়িকা পুণ্যবান্ নায়কের নিকটে সহর্ষে এইরূপ কিলকিঞ্চিত ভাব প্রকাশ করেন ॥ ৮০ ॥

দৈন্য, নির্ব্বেদ (ঔদাসীন্য), বৈশাদ্য (সরলতা), হর্ষ ও সঞ্চারী, এই গুলি ব্যভিচারী ভাব। ইহার মধ্যে হর্ষ, দৈন্যাদি তিনটীর কারণ ও সঞ্চারী, এই ভাবটী পঞ্চক অর্থাৎ পাঁচের পূরক। (যে ভাব, সকল রসে থাকিতে পারে, তাহাকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী কহে) ॥ ৮১ ॥

গোষ্ঠ কালে সখাদিগের সহিত যে বাল্য যুদ্ধ তথায় বীররস, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণে অদ্ভুত রস, সঙ্গম লাভের পর বীভৎস রস, এবং বাল্য চাপল্য কালে রৌদ্র রস পরিদৃষ্ট হয়, বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিয়োগে ভয়, রহস্য বশতঃ হাস্য এবং বিরহে কারুণ্য উপস্থিত হয়। এই গুলি আগন্তুক বা ব্যভিচারীর লক্ষণ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

২৭। অথ বয়ঃসন্ধিঃ।

বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে ॥
কৌমারং পঞ্চ বর্ষাণি তদেব ত্রিবিধোদিতং।
আদ্যং মধ্যং তথা পূর্ণং পৌগণ্ডাদিরিতি ক্রমাৎ ॥৮৪
কৌমারত্রিগুণশ্চৈব কৈশোরন্তু বিধীয়তে।
তদেকাঙ্গবিহীনন্তু পৌগণ্ডং বয় উচ্যতে ॥ ৮৫ ॥
বাল্যাদিবৎ পরীমাণং যৌবনং ষোড়শক্রমং।
দ্বাদশং পুনরত্যেতি যৌবনান্তং পুনর্দশং।

বাল্যের শেষ যে পৌগণ্ড তাহা দশবৎসর কাল এবং কৈশোরের শেষ পনর বৎসর। ইহার পর সন্ধি অর্থাৎ প্রথমকৈশোরকে বয়ঃ-সন্ধি বলে। পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কৌমার, তাহা তিন প্রকার, আদ্য, মধ্য ও পূর্ণ। পৌগণ্ড অর্থাৎ দশমবর্ষ পর্য্যন্ত কাল, সেই কালকে পূর্ণ কৌমার কহে। ফলিতার্থ—এক হইতে চারি বৎসর আদ্য কৌমার, চারি হইতে আট বৎসর মধ্য কৌমার, আট হইতে দশবৎসর পূর্ণ কৌমার ॥ ৮৪ ॥

পাঁচ বৎসর কৌমার, তাহার তিন গুণে অর্থাৎ পনর বৎসরে কৈশোর হয়। তাহার একাঙ্গ হীন অর্থাৎ দশবৎসরে পৌগণ্ড বয়স্ হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

"আ ষোড়শাদ্ভবেদ্ বালঃ" ইত্যাদি মতান্তরীয় বচনে যেমন ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য কাল তিন ভাগে অর্থাৎ বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এই ত্রিবিধ অবস্থায় পরিগণিত হয়, তদ্রূপ যৌবনের পরিমাণও তিন ভাগে বিভক্ত। সেই যৌবন স্থলবিশেষে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া আরব্ধ হয়। পুনর্দশ অর্থাৎ দ্বাদশের পর

পুনর্বিংশতিরত্যেতি বয়স্তু কথিতং নৃণাং।
তৎপরং বার্দ্ধকঞ্চোক্তং বৎসরাশীতিসংখ্যয়া ॥ ৮৬ ॥
পঞ্চবিংশতিপর্য্যন্তং নারীণাং যৌবনং বলং।
দ্বাত্রিংশৎসংখ্যকানান্তু যৌবনং নষ্টশক্তিকং ॥ ৮৭ ॥
ততো বৃদ্ধাতিবৃদ্ধে চ ষষ্টেরশীতিসংখ্যয়া।
ইতঃ পরং ন গণ্যন্ত আয়ূংষ্যেব যথাবলং ॥ ৮৮ ॥
প্রকারভেদে সামান্যে যৌবনাদিতি কথ্যতে ॥
অপ্রাকৃতনিত্যভেদে কৈশোরত্বে স্থিতং বয়ঃ ॥৮৯॥

ইতি বয়ঃসন্ধিঃ সম্পূর্ণঃ।

দশ অর্থাৎ দ্বাবিংশতি অথবা বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের যৌবনের অন্ত হয়। তৎপরে সপ্ততির পর অশীতি বৎসর পর্যান্ত বার্দ্ধক্যদশা। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোকের যৌবন পঞ্চবিংশতি অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত সবল। কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোক বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন ভাব ধারণ করে, সেই যৌবন ভাব শেষে আর তত শক্তিসম্পন্ন থাকে না, প্রায়শঃ শক্তি লোপ ঘটিয়া থাকে। স্থলবিশেষে সংখ্যানুসারে ষষ্টির পর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধা ও অতিবৃদ্ধা হইয়া থাকে। ইহার পর প্রায় পরমায়ুর দশা গণিত হয় না। তবে বলানুসারে বৃদ্ধা ও অতিবৃদ্ধারও পরমায়ু দীর্ঘকালব্যাপী হয় ॥ ৮৬—৮৮ ॥

যৌবন কাল অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ প্রকারভেদ গুলি কথিত হইল। ভগবদ্‌বিগ্রহ অপ্রাকৃত ও নিত্যভেদসম্পন্ন অর্থাৎ সাধারণ প্রাণির মত গুণময় নহে এবং সর্ব্বদাই ভেদসম্পন্ন অর্থাৎ

২৮। অথ চিহ্ন চতুষ্কং।

কুন্দপুষ্পসমো হাসো বর্ণশ্চম্পকতুল্যকঃ।
পাদাদিষু জবাপুষ্পং মুখং পদ্মচতুষ্কুলং॥ ৯০॥
কুন্তলা ঋষ্যপুচ্ছাভা বাহূ করিকরাকৃতী।
মৃগেন্দ্রকটিবন্মধ্যং মৃগাক্ষী চ সুচাতুরী॥ ৯১॥
শুকচঞ্চুসমা নাসা ভাষা কোকিলবাক্‌সমা।
গৃধ্রকর্ণসমৌ কর্ণৌ হংসস্যেব গতির্ভবেৎ।
এতে চতুষ্খগাঃ সম্যগ্‌বর্ণসারূপ্যমাগতাঃ॥ ৯২॥
জম্বূ করাঙ্গুলিশ্চৈব কুচঃ শ্রীফলসম্ভবঃ।
দন্তা দাড়িম্ববীজাভা বিম্বাভাবধরৌ মতৌ।

যিনি বালক, তিনিই যুবা ইত্যাদি। কিন্তু ব্রজোপাসনার উপাস্য নিত্যকৈশোর অর্থাৎ পঞ্চদশ বৎসরের মূর্ত্তি॥ ৮৯॥

সুচতুরা শ্রীরাধার হাস্য কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র, চম্পক পুষ্পতুল্য বর্ণ গৌর, চরণ ও হস্ততল জবাপুষ্পের মত রক্তাভ, সুন্দর প্রস্ফুটিত পদ্মের তুল্য বদন, কেশচয় চমরীমৃগের পুচ্ছ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, করি-করের ন্যায় বাহুযুগল সুডোল, সিংহকটির ন্যায় মধ্যদেশ ক্ষীণ, এবং লোচনদ্বয় মৃগ লোচনের তুল্য, শুকপক্ষির চঞ্চুর মত নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র, বাক্য কোকিল ধ্বনিবৎ সুশ্রাব্য, গৃধ্র পক্ষির কর্ণের মত কর্ণদ্বয় রক্তাভ ও সুদৃশ্য এবং হংসের মত গমনভঙ্গী। শুক, কোকিল, গৃধ্র ও হংস, এই চারিটী পক্ষী শ্রীরাধার অঙ্গের বর্ণ-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। জম্বূফলের ন্যায় অঙ্গুলি সকল, বিল্বফলের ন্যায় কুচদ্বয়, দাড়িম্ব বীজের মত দন্তপঙ্‌ক্তি এবং ওষ্ঠযুগল বিম্ব

এতচ্চতুষ্ফলশ্চৈব প্রকারে সদৃশং মতং ॥ ৯৩ ॥
ইতি ষোড়শ চিহ্নানি ফলপুষ্পখগাদিষু।
ধ্যায়ন্তি সাধকা এতৎ রাধাঙ্গে পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৯৪ ॥

২৯। অথ একাঙ্গ ভক্তি লক্ষণং।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণুস্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ৯৫ ॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে হয় প্রেমের তরঙ্গ ॥

তথাহি গ্রন্থান্তরে একাঙ্গা।

শ্রীবিষ্ণুশ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।

অর্থাৎ তেলাকুঁচো ফলের মত। জম্বূ, বিল্ব, দাড়িম্ব ও বিম্ব এই চারিটী ফল শ্রীরাধার চারিটী অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সদৃশ বলিয়া বিখ্যাত। সাধকগণ উল্লিখিত ফল, পুষ্প পক্ষী প্রভৃতিতে রাধাঙ্গের ষোড়শ চিহ্নের তুলনা করিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৯০—৯৪ ॥

একাঙ্গা ভক্তি যথা।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন। এই নয়টী ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গকে একাঙ্গা ভক্তি কহে ॥ ৯৫

শ্রীবিষ্ণু-শ্রবণ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণ-

অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥৯৬

অনেকাঙ্গা ভক্তিঃ। শ্রীমদ্ভাগবতে। ৯। ৪ ১৮—২০

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্র-স্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমঃ।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

সেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে কপি-পতি হনূমান্, সখ্যে অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে অসুররাজ বলি। ইহাঁরা সকলেই এক এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥

অনেকাঙ্গা ভক্তি যথা।

শুকদেব কহিলেন, হে ভারত! সেই মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে মন অর্পন করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য সকলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরিমন্দিব মার্জ্জনাদি কার্য্যে করদ্বয়কে ব্যাপৃত রাখিয়া ছিলেন, এবং অচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে কর্ণ যুগলকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। নয়নদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সমূহের আলয় দর্শনে, অঙ্গ সকলকে ভগবদ্ ভৃত্য সকলের গাত্র-সংস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎ পাদপদ্ম সংযুক্ত তুলসীর সৌরভ

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৯৭॥

৩০। অথ উত্তমাদি ভক্তলক্ষণং।

ভাগবতে ১১।২।৪৫—৪৭ বিদেহরাজং প্রতি হরেরুক্তিঃ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৯৮॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

গ্রহণে, এবং রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে তৎপর করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণদ্বয় ভগবৎক্ষেত্র গমনে, এবং তাঁহার মস্তক কৃষ্ণচরণাভিবন্দনে নিযুক্ত হইয়া ছিল। অপিচ তিনি কাম অর্থাৎ স্রক্ চন্দনাদি বিষয় ভোগকে যাহাতে ভগবদ্ভক্তাশ্রয়া অভিরুচির উদয় হয় তদ্রূপ ভাবে ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ স্রক্ চন্দনাদি সেবনকে ভগবৎ প্রসাদ স্বীকারার্থ গ্রহণ করিতেন কিন্তু বিষয় ভোগেচ্ছায় নহে॥ ৯৭॥

যে ব্যক্তি, ব্রহ্মাদি মশক পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণিতে নিজের (আত্মার) ব্রহ্মভাব বা ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন এবং আত্মায় ব্রহ্ম বা ভগবান্কে সর্ব্বব্যাপী অথবা বিতত ভাবিয়া তাহাতে নিখিল প্রাণির অধিষ্ঠান বিবেচনা করেন, তাঁহাকে ভাগবতোত্তম বা উত্তম ভক্ত বলা যায়॥ ৯৮॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বর, তদধীন (ঈশ্বর ভক্ত), বালিশ (অজ্ঞ) এবং শত্রুর প্রতি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপাও উপেক্ষা অর্থাৎ ঈশ্বরে

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৯৯
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥১০০॥

অথবা।

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স্বভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ সতু মধ্যমঃ ॥

প্রেম, ঈশ্বর ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা এবং শত্রুতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি ভাগবতের মধ্যে মধ্যম বা মধ্যম ভক্ত বলিয়া গণ্য ॥৯৯

যে ব্যক্তি ভগবদ্ বিগ্রহকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকেন কিন্তু ভগবদ্ ভক্তগণকে বা অন্য প্রাণিকে অর্চ্চনা করেন না তাদৃশ ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ॥ ১০০ ॥

লক্ষণান্তর যথা রসামৃতে।

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ব বিচার, সাধন বিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয় এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়তর ও শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বা অটল হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম বা উত্তম ভক্ত।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যম বা মধ্যম ভক্ত। এখানে অনিপুণ শব্দে নিপুণসদৃশ, কারণ, শাস্ত্র বিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপাস্য দেবের প্রতি দৃঢ়তর নিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত তাহাকে মধ্যমাধিকারী

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥

(৯৮ক, ৯৯খ, ১০০গ)

ইতি উত্তমাদিভক্তলক্ষণং সম্পূর্ণং ॥

৩১। অথ গোপীমাহাত্ম্যং।

গোপীর মাহাত্ম্য কহি অতি চমৎকার।
যাঁর গুণে বশ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার ॥
যা সবার পদধূলি ব্রহ্মার দুর্লভ।
অন্যের কা কথা বাঞ্ছা করেন উদ্ধব ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবোক্তিঃ। ১০। ৪৭। ৬১।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥ ১০১ ॥

কহে। যিনি শাস্ত্রও শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে অনিপুণ এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস যুক্ত অথচ সেই বিশ্বাসকে শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাদৃশ ব্যক্তিকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভক্ত কহে ॥ (৯৮ক, ৯৯খ, ১০০গ)

উদ্ধব মহাশয় কহিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের গুল্ম, লতা এবং ওষধি সকলও গোপবালাদিগের চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি যদি এই সকল গুল্মাদির মধ্যে কোন একটী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমার মহাভাগ্য বলিতে হইবে। যে সকল গোপবালা দুস্ত্যজ আত্মীয় এবং আর্য্য পথ (কুল গৌরবাদি) অনায়াসে ত্যাগ করিয়া বেদগণেরও অন্বেষণীয় মুকুন্দ পদবী লাভ

তত্রৈব ১০। ৪৭। ৫৮।

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো-
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ১০২ ॥

গোপীভাবে যেবা মোরে করে উপাসন।
তাহারে সন্তুষ্ট আমি সেহ গোপী সম ॥

তথাহি।

গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেব সমুপাসতে।
তেষু তাস্বিব তুষ্টোঽহং সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥১০৩

করিয়াছেন, তাদৃশ গোপবালাগণের চরণ রেণু লাভ মহাভাগের কথাই বটে ॥ ১০১ ॥

অপিচ, এই সকল গোপবধূ নিখিলাত্মা গোবিন্দের প্রতি সমধিক প্রেমবতী, সুতরাং ভূমণ্ডলে ইঁহাদিগেরই জন্ম সফল। কারণ, এই গোপবধূ দিগের প্রেমকে ভবভয়াক্রান্ত মুমুক্ষু, মুনি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ এবং আমরাও বাঞ্ছা করিয়া থাকি। অতএব ইহাই বোধ হইতেছে যে, ভগবৎকথায় যাঁহাদিগের অনুরাগ হইয়াছে তাঁহাদিগের শৌক্র, সাবিত্র বা যাজ্ঞিক রূপে ব্রাহ্মণ জন্ম বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্ম লাভেরও কোনই ফল নাই, অর্থাৎ যে কোন স্থলে জন্ম হউক না কেন, যিনি ভগবৎকথায় অনুরাগী তিনিই সর্ব্বোত্তম ॥ ১০২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যে সকল ভক্ত গোপীভাবে একমাত্র আমাকে উপাসনা করেন, আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে— সেই সকল গোপীর ন্যায় আমি তাঁহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকি ॥ ১০৩ ॥

নিজ অঙ্গ দিয়া গোপী করে উপকার।
গোপী হইতে প্রেম পাত্র কে আছে আমার॥

তথাহি।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মামেব সমুপাসতে।
ততঃ পরং নমে পার্থ নিগূঢ়ং প্রেমভাজনং॥ ১০৪ ॥

গোপিকা সহায় মোর গোপিকা বান্ধব।
গোপী গুরু গোপী শিষ্য গোপী প্রিয় সব॥

তথাহি।

সহায়-গুরু-শিষ্যাশ্চ ভুজিষ্যা বান্ধবশ্চ সা।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥
১০৪ক।

আমার মহিমা গুণ গোপী জানে যত।
গোপী বিনে অন্যে তাহা নাহি জানে তত॥

তথাহি।

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥১০৫

হে পার্থ! যে সকল গোপাঙ্গনাগণ নিজ দেহকেও শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া উপাসনা করেন, সুতরাং গোপীগণ হইতে আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কিছুই নাই॥ ১০৪ ॥

হে পার্থ! গোপীগণই আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, দাসী এবং বান্ধব; সুতরাং সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপীগণ আমার কি না হইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহারাই আমার সর্ব্বস্ব॥ ১০৪ ক॥

হে পার্থ, আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা এবং

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যাতে বৃন্দাবন
তাতে বৃন্দাবন ধন্য যাতে গোপীগণ ॥
গোপীগণ ধন্য যাতে রাধা শিরোমণি ।
তাঁহার তুলনা দিতে নাহিক অবনি ॥

তথাহি ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং
তত্রাপি গোপিকা ধন্যা যত্র রাধা শিরোমণিঃ ॥ ১০৬

কোটি সিন্ধু জিনি হয় গোপীর মহিমা ।
মুঁই ছার কি করিব গুণের গরিমা ॥
ব্রজে কৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ প্রকার ।
নিত্যসিদ্ধা সাধনসিদ্ধা কৃপাসিদ্ধা আর ॥
নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা যুথেশ্বরী যত ।
শ্যামলা পালিকা ভদ্রা আদি পঞ্চ মত ॥
সাধনসিদ্ধা শ্রুতিকন্যা মুনিকন্যাগণ ।
এই মুখ্যা হয় আর অসংখ্য গণন ॥
কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী কৃষ্ণকৃপা পাঞা ।
কৃষ্ণে নিজ দেহ দিল কৃপাধীন হঞা ॥
সেই সাধনসিদ্ধা হয় দুইত প্রকার ।
ব্রত পরায়ণা এক রাগানুগা আর ॥

আমার মনোগত ভাব গোপীগণই সম্যক্ জানিয়া থাকেন, অপরে কেহই জানেন না ॥ ১০৫ ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পৃথিবী এই ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, কারণ সে পৃথিবীতে শ্রীবৃন্দাবন পুরী বর্ত্তমান। সেই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীগণ ধন্য কারণ, শ্রীরাধা যাঁহাদিগের শিরোমণি ॥ ১০৬ ॥

রাগানুগার শ্রীরাধিকাভাবে অনুগতি।
ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ যা সবার পতি ॥
ব্রতপরায়ণা লইয়া যাহা মহারাস।
ভগবান্ আস্বাদিলা রসের নির্য্যাস ॥
যজ্ঞপত্নীগণ লঞা লীলাপুরুষোত্তম।
রস আস্বাদিয়া কৈল বাঞ্ছিত পূরণ ॥
শ্রদ্ধা করি যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
অচিরে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥

ইতি গোপীমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং।

৩২। অথ বস্তুতত্ত্বং।

বস্তুতত্ত্বে কৃষ্ণ হন স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥
সর্ব্ব অংশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের পর।
অচিন্ত্য অনাদি আদি পরম ঈশ্বর ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ১মঃ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ (নিখিল বস্তুর আকর্ষণকারী), তিনি ঈশ্বর (সকল বস্তুর অধিপতি ও সর্ব্বশক্তিমান্), পরম (পরাৎপর), তাঁহার বিগ্রহ সৎ=নিত্য অর্থাৎ জন্মাদি বা বাল্যাদি পরিণামশালী নহে এবং সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ শূন্য, চিৎ=জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ=অর্থাৎ নিত্যানন্দময়, অনাদি—কারণ রহিত অথচ আদি অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুর মূল, গোবিন্দ অর্থাৎ বস্তু মাত্রের অন্তর্যামী সর্ব্ব বস্তুর কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কারাদি যে সমস্ত

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের হেতু।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ রূপ ধর্ম্ম সেতু॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১। ২। ১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১০৮

জগন্নির্ম্মাণের কারণ আছে, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদায়েরও কারণ। উল্লিখিত ভেদ ত্রয়ের অর্থ যথা—

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভিঃ॥

পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির সহিত যে বৃক্ষের ভেদ তাহা স্বগত বা আত্মগত ভেদ। "এটী আম্রবৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ নহে" এইরূপ এক বৃক্ষের সহিত অপর বৃক্ষের যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ, কারণ— বৃক্ষত্ব পুরস্কারে আম্রবৃক্ষ ও বিল্ববৃক্ষ এক বস্তু। "এটী বৃক্ষ, প্রস্তর নহে" এইরূপ প্রস্তরের সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ, দুইটাই বস্তু, কিন্তু, একটী বৃক্ষ, অপরটী প্রস্তর, এখানে বস্তুত্ব পুরস্কারে এক হইলেও আখ্যা ও গুণক্রিয়া রূপ ধর্ম্ম পৃথক্। ঈশ্বরে এই ত্রিবিধ ভেদ নাই। কারণ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানস্বরূপ ঈশ্বরেই সকল বস্তুর অধ্যাস হইয়া থাকে, জ্ঞান যৎকালে সর্ব্বব্যাপী হয় তখন কোন জাগতিক বস্তুরই বস্তুত্ব থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। সহজ কথায়— জগৎ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা চরমকালে থাকে না, তবে তাহা অবিদ্যাজনিত, একমাত্র ব্রহ্মেরই রজ্জুতে সর্পবৎ পরিণাম মাত্র॥১০৭

যাহা অদ্বয় জ্ঞান, তাহাকেই তত্ত্ববেত্তৃগণ তত্ত্ব বস্তুরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং সেই তত্ত্ব বস্তুই জ্ঞানির নিকট ব্রহ্ম, যোগীর

সংক্ষেপে কহিল কিছু ভিতরে আছে আর।
উপাসনা তত্ত্ব হেতু না করি বিস্তার॥
অতএব কহি কিছু দিগ্‌দরশনে।
না কহিলে তত্ত্ববস্তু জানিবে কেমনে॥
কৃষ্ণের স্বরূপ পরব্যোমে নারায়ণ।
যাহার দ্বিতীয় দেহ মহা সঙ্কর্ষণ॥
সঙ্কর্ষণের মহা অংশ মহাবিষ্ণু নাম।
বিরজার জলে যেঁহ করেন বিশ্রাম॥
অপার ঐশ্বর্য্য যাঁর নাহিক তুলনা।
প্রতি লোমকূপে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড গণনা॥
ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি অণ্ড কর্ত্তৃগণ।
যাঁহার নিশ্বাসে করি কালাবলম্বন।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১০৯॥

নিকট পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১০৮॥

কালরূপী মহাভূত যাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ, যাঁহার লোমচ্ছিদ্র-সমুৎপন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ উক্ত কালকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন, এই বিশ্বে তিনি মহাবিষ্ণু এবং সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার অংশ বিশেষ, তাদৃশ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ১০৯॥

সেই বিষ্ণুর এক অংশ গর্ভোদকশায়ী।
যাঁহার মহিমা বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে গাই॥
অণ্ডগর্ভে শুতিয়াছে অনন্ত শয়নে।
যাঁর নাভিনাল মধ্যে চৌদ্দ ভুবনে॥
তাঁর অংশ ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্।
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী পরমাত্মা নাম॥
সংক্ষেপে কহিল স্বরূপ আত্ম বিবরণ।
কৃষ্ণঅঙ্গ প্রভা কান্তি ব্রহ্ম নিরূপণ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১১০॥

এই ত কহিল তত্ত্ব বস্তু নিরূপণ।
যাহা হইতে জানি কৃষ্ণের মহিমা কথন॥
বস্তুতত্ত্ব বিচারিতে পরম ঐশ্বর্য্য।
লীলাতত্ত্ব বিচারিতে কেবল মাধুর্য্য॥

যে জগৎকারণ গোবিন্দের প্রভাকে ব্রহ্ম বলা যায় এবং সেই ব্রহ্মই কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্বকীয় মায়ার অধ্যাস বশতঃ পৃথিব্যাদি বিভূতিরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ যে ব্রহ্ম নিষ্কল (অংশহীন), অনন্ত (অসীম), সুতরাং অশেষভূত অর্থাৎ অসীম-স্বরূপ, ঈদৃশ প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করিয়া থাকি॥ ১১০॥

তথাহি।

বস্তুতত্ত্ববিচারেণ মহৈশ্বর্য্যং পুনঃ পুনঃ।
তদেব লীলয়া তত্ত্বে পূর্ণমাধুর্য্যমেব চ ॥ ১১১ ॥

ইতি বস্তুতত্ত্বং সম্পূর্ণং।

৩৩। অথ লীলাতত্ত্বং।

সেই কৃষ্ণ লীলাতত্ত্বে করে গোচারণ।
গোপপুত্র গোপবেশ মুরলীবদন ॥
লোহিত অম্বুজ নেত্র নীলাম্বুজ অঙ্গ।
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
কোটি কামদেব জিনি কমনীয় মূর্ত্তি।
সাধকের হৃদয়ে সতত সেই স্ফূর্ত্তি ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুজসুন্দরাঙ্গং।
কন্দর্পকোটিকমনীয়কিশোরবেশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১২ ॥

বস্তুতত্ত্বের বিচার করিতে গেলে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ মহৎ ঐশ্বর্য্যই আসিয়া পড়ে, কিন্তু সেই বস্তুতত্ত্বকে লীলারসে বিচার করিলে কেবল পূর্ণ মাধুর্য্যই তত্ত্বাংশে পরিস্ফুট হয় ॥ ১১১ ॥

যিনি সর্ব্বদা বেণু বাদ্যে রত, যাঁহার লোচনযুগল পদ্মপলাশবৎ আয়ত, ময়ূর পিচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ নীলোৎপল তুল্য সুন্দর এবং যাঁহার কিশোর বেশ কোটি কন্দর্পের বাঞ্ছনীয়, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১১২ ॥

সহজ মানুষ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
লোকের সহিত করে লোক ব্যবহার॥
দাস সখা মাতা পিতা শয্যা বন্ধুগণ।
ভাব অনুসারে সুখ করে আস্বাদন॥
রাত্রে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ক্রীড়া করি।
সখী আগে সেই কথা কহয়ে বিবরি॥ (ট)
অন্তরে আনন্দধারা বাহিরে লজ্জিত।
প্রফুল্ল সকল অঙ্গ নয়ন মুদ্রিত॥
দেখি হরষিত কৃষ্ণ প্রেমেতে প্রবল।
কিশোর বয়স্ বেশ করয়ে সফল॥

তথাহি হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধৌ (দক্ষিণে। ১২৪)

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।

নৈশ বিলাসে শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলের চিত্র লেখা সকল বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া এবং পরিহাস করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা লিখিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধা সখী সমক্ষে তাহা করাইতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। এই ভাব সন্দর্শন করিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা গত রজনীতে রতিকলা বিষয়ে যে বিশেষ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল বৃত্তান্ত সখীগণের সাক্ষাতেই বর্ণন করিতে লাগিলেন, এই ব্যাপারে শ্রীরাধা-লজ্জায় লোচনযুগল মুদ্রিত করিলে, তাঁহার বেশ

(ট) কহয়ে উগারি। পাঠান্তর।

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ
॥ ১১৩ ॥

এই লীলা তত্ত্ব ভক্ত করে উপাসন।
বস্তুতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব দুই এক সম ॥
ইতি লীলাতত্ত্বং সম্পূর্ণং।
৩৪। অথ নিত্যলীলা।
নিত্য লীলা কৃষ্ণের নাহিক পারাপার।
অবিশ্রাম বহে লীলা যেন গঙ্গাধার ॥
প্রকটাপ্রকট আর নিত্য লীলা ক্রমে।
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন রাত্রি দিবা ভ্রমে ॥
সুমেরু শিখর (ঠ) তার মধ্যে ব্যবস্থিত।
তাহাতেই রাত্রি দিবা হয় নিয়মিত ॥
ঐছে কৃষ্ণ লীলাগণ ভ্রমে সূর্য্য প্রায়।
এক অণ্ড ছাড়ি লীলা আর অণ্ডে যায় ॥
তাহাতেই প্রকটাপ্রকট লীলা হয়।
নিত্য লীলা বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥

অবকাশ হইল, তিনি নির্ব্বাধে তাঁহার স্তনযুগলের উপরি বিচিত্র কেলীনিপুণা একটী মকরিকা লিখিয়া দিলেন, চিত্রলেখন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল, অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই কুঞ্জে বিহার করিয়া কৈশোর কাল সফল করিয়া থাকেন ॥ ১১৩ ॥

(ঠ) সুমেরু পর্ব্বত। পাঠান্তর।

তথাহি।

উদয়াস্তে যথা সূর্য্যে প্রকটাপ্রকটা হরৌ।
ব্যবধা বর্ত্মসানুশ্চ তথাণ্ডানাং ক্রমক্রমাৎ॥১১৪

সপ্তদ্বীপে নবখণ্ড সূর্য্যের গমনে।
ষাটি দণ্ড হয় তার চক্রাদি ভ্রমণে॥
ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তরে লীলা করেন ঈশ্বর॥
বৈবস্বত স্বারোচিষ সত্য ত্রেতা কলি।
সব যুগে সব অণ্ডে ব্যাপে লীলাবলি॥
সওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট বিহার।
সব অণ্ডে এইরূপ নিয়ম তাহার॥
ব্রহ্ম দিবা রাত্রি মানে যত সংখ্যা হয়।
ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ জানিহ নিশ্চয়॥
উদয়াস্তে সূর্য্যে যেন কেহ কিছু বলে।
ঐছে কৃষ্ণ প্রকটাপ্রকট মহীতলে॥
বৃন্দাবনে অপ্রকট নহেন কখন।
সদাই প্রকট কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

যেমন সূর্য্যদেবের উদয় হইলে তাহার প্রকট ও অস্ত হইলে অপ্রকট হয়, বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্বের ব্যাঘাত হয় না, এবং সূর্য্যের ভ্রমণ পথের পার্ব্বতীয়সানু প্রদেশ দ্বারা কেবল সাধারণের দৃষ্টিপথের ব্যবধান হয় মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণলীলা এক স্থানে প্রকট অন্য স্থানে অপ্রকট মাত্র, ইহাই যথাক্রমে বুঝিতে হইবে॥ ১১৪॥

কারো ইচ্ছায় সেই লীলা হয় অপ্রকট।
বুঝিতে দুরন্ত বড় আছয়ে নিকট॥

তথাহি।

স্বয়ংরূপস্য যা লীলা প্রাকট্যং গোকুলে সদা।
কস্যেচ্ছয়া ভবেদপ্রাকট্যন্তু মহিমণ্ডলে॥ ১১৫ ॥

পুনরপি সূর্য্য তাতে দিয়েত প্রমাণে।
অন্ধকার দুর হয় সূর্য্যের কিরণে॥ (ড)

তথাহি।

কাশ্যপেয়ঃ স্থিতো যত্র তমস্তত্র ন তিষ্ঠতি।
এতাবৎ কৃষ্ণপ্রাকট্যং নিত্যলীলাক্রমাদপি॥ ১১৬॥

বৃন্দাবন নাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
বৃন্দাবন ছাড়া কাঁহা না করে গমন॥

তথাহি বিষ্ণুযামলে।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।

স্বয়ংরূপ ভগবানের যে লীলা, তাহাই যখন গোকুলে প্রাকট্য বলিয়া বিখ্যাত, তখন এই মহীমণ্ডলে কাহার ইচ্ছায় অপ্রাকট্য হইবে? ॥ ১১৫ ॥

যথায় কাশ্যপেয় সূর্য্যদেব অবস্থিতি করেন তথায় যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না। সেইরূপ কৃষ্ণের নিত্য লীলা ক্রমে ইহাই কৃষ্ণের প্রাকট্য, অর্থাৎ যে ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ প্রকট তথায় কখনও অপ্রকট নহেন॥ ১১৬॥

যদুসম্ভূত বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ অন্য অর্থাৎ ভিন্ন রসের নায়ক, বস্তুতঃ যিনি গোপেন্দ্র নন্দ মহারাজের পুত্র তিনি কখনও বৃন্দাবন

(ড) অন্ধকার দুর হয় সূর্য্য যেই স্থানে। পাঠান্তর।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥

আজ্ঞাকারী ধাম সে আপনে নহে গত।
কৃষ্ণেচ্ছায় বৃন্দাবন হয় অণ্ড-গত ॥ (ঢ)

তথাহি।

সর্ব্বধামাধিকং শ্রেষ্ঠং বৃন্দারণ্যং মহোত্তমং।
ব্রহ্মাণ্ডানামন্তরস্তু স্বেচ্ছায়াং স্যাদ্ধরেরপি ॥ ১১৮ ॥

নিত্য কৈশোর কৃষ্ণ নিত্য সুবিহারী।
যোগমায়া বলে জন্মাদিক লীলাকারী ॥
আবির্ভাব তিরোভাব প্রকটাপ্রকটে।
উদয়াস্তে দিবাকর দেখহ নিকটে ॥
প্রকাশাপ্রকাশে সূর্য্যের নিত্যত্ব না যায়।
রাত্রি দিবা সেই সূর্য্য আছে নিত্য প্রায় ॥
বাল্য পৌগণ্ড সূর্য্যের প্রত্যহ গমন।
ঐছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণলীলার জানিহ কারণ ॥

পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র মথুরা দ্বারকাদিতে গমন করিতে পারেন না, অর্থাৎ সেরূপ হইলে তাহাতে রসগত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ কৃষ্ণ দুই নহে, রসানুসারে পার্থক্য মাত্র ॥ ১১৭ ॥

বৃন্দারণ্য সর্ব্ব ধাম হইতে অধিক, শ্রেষ্ঠ এবং মহোত্তম। তবুও বৃন্দারণ্যকে যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ ভূলোকে দেখা যায় তাহা কেবল হরির স্বেচ্ছা মাত্র, অন্য কোন কারণ বশতঃ নহে ॥ ১১৮ ॥

(ঢ) শ্রীবৃন্দাবন ধামকে যে আমরা পৃথিবীর অন্তর্গত দেখি, তাহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা মাত্রে, নচেৎ তাহা জড় জগতের অন্তর্গত নহে, বস্তুতঃ চিন্ময় পদার্থ।

রথ ছাড়ি সূর্য্য কভু না করে গমন।
ঐছে কৃষ্ণ বৃন্দাবন না ছাড়ে কখন॥

তথাহি।

প্রকাশে যদ্বিধঃ সূর্য্যস্ত্বপ্রকাশে চ তদ্বিধঃ।
রথমুৎস্যজ্য সূর্য্যোঽসৌ কুত্রাপি নৈব গচ্ছতি॥১১৯

নিত্য স্থানে রহি কৃষ্ণ করে নিত্য লীলা॥
লীলা সহ সব ধাম অণ্ডে প্রবেশিলা॥
পুনঃ অপ্রকট হয় স্থানের সহিতে।
অবিচিন্ত্য শক্তি তাঁর কে পারে বুঝিতে॥
যাবৎ স্বরূপ তাঁর না হয় দর্শন।
তাবৎ না দেখে কেহ শ্রীবৃন্দাবন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

ভূমি চিন্তামণি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।

সূর্য্যদেব প্রকাশকালে অর্থাৎ দিবাভাগে যেরূপ, অপ্রকাশে অর্থাৎ নিশাভাগেও সেইরূপ। কারণ স্বকীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যদেব কোথাও যাইতে পারেন না। (এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে প্রকট অপ্রকট উভয় কালেই সমান জানিবে)॥ ১১৯॥

বহু বহু চিন্তামণি নির্ম্মিত ভবনগুলি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২০ ॥

ভজনিক জন দেখে ভজনের বলে।
অদ্যাপিহ কৃষ্ণ ক্রীড়া করিছে গোকুলে ॥

তথাহি।

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভি র্ভাগবতোত্তমৈঃ।
যদ্যপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥১২১॥

সংক্ষেপে কহিল নিত্য লীলার কথন।
বিস্তার আছয়ে কৈল দিগ্‌ দরশন ॥

ইতি নিত্যলীলা তত্ত্বং সম্পূর্ণং।

৩৫। অথ কৃষ্ণগৌর তত্ত্বং।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
শ্রীচৈতন্য রূপে কৈল প্রেম বিতরণ ॥

তথাহি স্মরণ বন্দনে।

যোঽসৌ নন্দসূতঃ কৃষ্ণঃ স এব ভগবান্ হরিঃ।

আচ্ছাদিত, সেই ভবনে যিনি সুরভি অর্থাৎ দেবধেনুগণকে পালন করিতেছেন, এবং বিলাসসম্পন্ন অনন্ত লক্ষ্মীদেবীগণ যাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১২০ ॥

কোন কোন শ্রেষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্তগণ ভগবৎ প্রেমে বিবশ হইয়া এখনও শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া থাকেন ॥ ১২১ ॥

যিনি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ, সেই ভগবান্ হরিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ

শ্রীচৈতন্যস্বরূপেণ প্রেমানন্দভরাকুলঃ ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণ যদি গৌর বৃন্দাবন রহে কতি ।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ জানিহ সম্প্রতি ॥
গোপ গোপীগণ এবে যত স্বাঙ্গোপাঙ্গ ।
এ সকল লইয়া লীলা করেন গৌরাঙ্গ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং লোকনিস্তারকারণং ।
বৃন্দাবনং নবদ্বীপং স্বাঙ্গোপাঙ্গং যথাক্রমং ॥ ১২৩ ॥

অতএব এইরূপে চৈতন্য বিহার ।
অষ্টচল্লিশ বৎসর নিয়ম তাহার ॥
যুগধর্ম্ম হেতু এই প্রেম বিতরণ ;
এই দুই লাগি হইল শচীর নন্দন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ।

কলি যুগে যুগধর্ম্ম নাম পরচার ।
ইথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

তথাহি তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ ।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে ।
আমা বিনে আনে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥
কৃষ্ণ হইতে প্রেম দাতা কে আছে ভুবনে ।
অন্যের কা কথা প্রেম দিল নৃগগণে ॥

ধারণ করিয়া, প্রেমানন্দভরে আকুল হইয়াছেন ॥ ১২২ ॥

সত্য সত্যই কেবল কলিকলুষিত জীবের রক্ষার জন্য ভগবান্ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন । বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ সুতরাং এক এবং স্বাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণও যথাক্রমে ব্রজের সখা ও সখী ॥ ১২৩ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলঃ।

সন্ত্ববতারা বহবঃ, পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা, লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥১২৪

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন যত ইতি হয়।
বাসুদেবের কর্ম্ম সব জানিহ নিশ্চয়॥
স্বয়ং ভগবান্ যবে করে অবতারে।
বাসুদেবের অঙ্গ আসি মিলয়ে তাহারে॥
জলে জল মিলে যৈছে না হয় বারণ।
কৃষ্ণ অঙ্গে রহি করে দৈত্য সংহারণ॥

তথাহি।

মিলেজ্জলং জলেনৈব ন তত্র বারণং ভবেৎ।
লীনো নন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥১২৫

আশ্রয় জাতীয় ধর্ম্ম হয় রাধিকার।
আচরিতে চাহে তাহা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
দেখি চমৎকার হয় আপন মাধুরী।
রাধিকা স্বরূপ বিনে আস্বাদিতে নারি॥

পদ্মনাভ হরির সর্ব্ব মঙ্গলময় বহু বহু অবতার থাকুক, কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণাবতার ব্যতীত অন্য কোন্ অবতারী লতাপ্রভৃতিতেও প্রেম দান করিয়াছেন? অর্থাৎ কেহই নহে। তাৎপর্য্য, বৃন্দাবনের তরুলতাদি জড় প্রাণীও কৃষ্ণপ্রেম অনুভব করিয়াছিল॥ ১২৪॥

যেমন স্বভাবের গুণে মেঘমধ্যে সৌদামিনী লুক্কায়িতা হয় এবং জলে জল মিশাইয়া যায়, তাহাতে কোনই বাধক নাই, হে রাজন্! সেইরূপ, অংশিভূত স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অংশভূত বাসুদেবাদি নির্বাধে লীন হইয়া থাকেন॥ ১২৫॥

নিজেন্দ্রিয় ত্যাগ এই গোপীর ভজন।
এই তিন লাগি হইলা শচীর নন্দন॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামিনোক্তং।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ব্বসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥১২৬॥

পাষণ্ড দলন আর ধর্ম্ম সংস্থাপন।
বাহ্যদশায় সাধে প্রভু যুগ প্রয়োজন॥
অন্তর্দ্দশা অর্দ্ধবাহ্য আর তিন সুখ।
তাহা আস্বাদিতে প্রভু সদাই উন্মুখ॥

তথাহি।

অন্তর্গতো যদা ভাব আস্বাদয়তি স্বং সুখং।
ফেন-হর্ষ-বিষাদশ্চ অশ্রুকম্পাদি রোদনং॥ ১২৭॥

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ? মদীয় অদ্ভুত মধুরিমাকেই বা এই শ্রীরাধা কিরূপ আস্বাদন করিয়া থাকেন? এবং মদীয় রসাস্বাদে শ্রীরাধার সুখানুভবই বা কেমন হয়? এই তিনটী ভাবের লালসায় হরিরূপী সুধাকর শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীমতী শচীমাতার গর্ভসাগরে উদিত হইয়াছেন॥ ১২৬॥

মহাপ্রভু অন্তর্গতভাবে বিভোর হইয়া আত্মাতে স্বীয় সুখ আস্বাদ করিয়া থাকেন এবং শ্রীঅঙ্গ হইতে ফেনোদগম, হর্ষ, বিষাদ, অশ্রুপাত, কম্পন ও রোদনরূপ সাত্ত্বিক ভাবাবলী প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ১২৭॥

অপিচ।

কিঞ্চিদ্ভাববিভঙ্গেন ত্বন্তর্বাহ্যদশা ভবেৎ।
সম্বোধনবিধানেন প্রলাপয়তি তত্ত্বতঃ ॥ ১২৮ ॥
ইত্যাস্বাদ-দশায়াঞ্চ গৌরস্য মূলকারণং।
বাহ্যাবস্থা যদা ভাতি তদা যুগপ্রয়োজনং (ণ) ॥১২৯

অন্তরে কেবল কৃষ্ণ বাহিরে গৌরাঙ্গ।
এ সকল জানে যত নিজ স্বাঙ্গোপাঙ্গ ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে।

অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥১৩০

কহিয়ে রাধার বর্ণ করিয়া প্রকাশ।
অন্তরে আস্বাদে প্রেম জানে নিজ দাস ॥

যৎকালে প্রভুর ভাবের কিঞ্চিৎ ভঙ্গ হয়, তখনই অন্তর্বাহ্য দশা উপস্থিত হয় এবং নানা ভক্তকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃত ভাবময় প্রলাপ করিয়া থাকেন ॥ ১২৮ ॥

এই রসাস্বাদ দশাতেই গৌরাঙ্গের অবতারের মূল কারণ প্রকাশ পায়। যখন বাহ্যাবস্থা প্রকাশ পায় তখন কেবল যুগপ্রয়োজন অর্থাৎ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন ॥ ১২৯ ॥

যাঁহার অন্তরে কৃষ্ণভাব, বাহিরে গৌরভাব, এবং অশ্রুকম্পাদি আঙ্গিক বৈভব যাঁহার প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হয়, সেই কৃষ্ণরূপী চৈতন্য প্রভুকে কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমরা আশ্রয় করি ॥ ১৩০ ॥

(ণ) "প্রহ্রেবা" ইতি পিঙ্গলসূত্রং। প্র এবং হ্র পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ণের বিকল্পে গুরুত্ব হয়। এখানে গুরুত্ব হয় নাই হ্রস্বত্ব হইয়াছে।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর কাছে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
সম্মুখে দেখিয়ে তোমার কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥ (ত)

তথাহি শ্রীচৈতন্যদেবস্য শ্রীমুখবাক্যং।

গৌরকান্তি নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু না স্পর্শে অন্য জন॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হিত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১৩১॥

যিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কোন প্রণয়িজনগণের (ব্রজজনের) অসীম রসরাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন একটী (শ্রীরাধা সম্বন্ধীয়) মধুর রস উপভোগ করিবার জন্য নিজের দেহকান্তিকে আবরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার (শ্রীরাধার) দেহকান্তিকে বাহিরে প্রকট করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদিগের প্রতি সমধিক কৃপাকটাক্ষ করুন॥ ১৩১॥

(ত) সম্মুখে দেখিয়ে তোমার কাঞ্চন প্রতিমা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে ঢাকা তোমার স্বরূপ মহিমা॥
(পাঠান্তর)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
তিন সুখ আস্বাদিতে কৈল অবতার॥
কৃষ্ণ গৌররূপ আর ভাবাদি গ্রহণ।
সংক্ষেপে কহিল ইহা দিগ্ দরশন॥

ইতি কৃষ্ণগৌরতত্ত্বং সম্পূর্ণং॥

৩৬। অথ নামমাহাত্ম্যং।

নামের মহিমা কিছু কহিতে না পারি।
দিগ্ দরশন হেতু কহি দুই চারি॥
সঙ্কেত করিয়া যেবা লয় কৃষ্ণ নাম।
উপহাস করি কিংবা শ্রদ্ধার বিধান॥
তা সভার যত পাপ হয় সব নাশ।
কৃপা করি ভাগবতে কহিয়াছে ব্যাস॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৬। ২। ১৪

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ১৩২॥
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥ ১৩৩॥

সঙ্কেত করিয়া, পরিহাস করিয়া, ছল করিয়া বা অবহেলা করিয়াও যদি বৈকুণ্ঠ হরির নাম গ্রহণ করা যায়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাতেও অশেষ কলুষ দূর হইয়া থাকে॥ ১৩২॥

"কৃষ্ণ" এই মঙ্গলময় নাম যাঁহার বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হয়, হে রাজেন্দ্র! তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতক তখনই ভস্মীভূত হইয়া

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনো হপরে ॥১৩৪
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিশ্চিতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃতং পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনং।

বেপন্তে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে
সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তে শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী।

যায়। (ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুকন্যা গমন, এই চারিটী মহাপাতক এবং এই চারিটীর অনুষ্ঠাতার যে সঙ্গ করে সেও মহাপাতকী) ॥ ১৩৩ ॥

চৌর, সুরাপায়ী, মিত্র দ্রোহকারী, ব্রহ্মঘাতক, গুরুদারগামী, স্ত্রীহন্তা, রাজহন্তা, পিতৃহন্তা গোহন্তা এবং অপর যে কোন মহাপাতকী আছে, তৎসমুদয় পাতকিগণের এই একমাত্র সুনিশ্চিত উপায় অর্থাৎ বিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের পাতকোদ্ধারের কারণ। যেহেতু ভগবন্নামোচ্চারণে ক্রমে ক্রমে ভগবদ্বিষয়া মতির উদয় হয়, কুমতি দূরে পলায়ন করে ॥ ১৩৪-৫ ॥

হে জগদীশ! কোন ব্যক্তি যদি আপনার নাম উচ্চারণ করিবার অভিলাষ করেন, তবে অভিলাষ মাত্রেই তাঁহার পাপসকল ভয়ে কম্পিত হইয়া দূরে পলায়ন করে, মোহ মহিমা সম্যক্ মুগ্ধভাব অবলম্বন করে, কার্য্যনিপুণ শ্রীচিত্রগুপ্ত যে ব্যক্তির নাম পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভগবন্নামোচ্চারণের অভিলাষ জানিয়া সভয়ে নখরঞ্জনী অর্থাৎ নরুন্ দ্বারা সেই নাম কাটিয়া উত্তোলন করেন, বিধাতা আনন্দের সহিত তাঁহার পূজা করিবার

সানন্দং মধুপর্কসংভৃতিবিধৌ বেধাঃ করোত্যুদ্যমং
বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎ পরং॥
১৩৬ ॥

তদুক্তং।

কৃষ্ণস্মরণমাত্রেণ নরো যাতি নিরাপদং।
যে স্মরন্তি সদা কৃষ্ণং কে বা জানন্তি তৎফলং॥ ১৩৭

তথাহি।

বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দনামকীর্ত্তনাৎ॥১৩৮॥

জন্য মধুপর্কাদির আয়োজন ব্যাপারে উদ্যম করেন অর্থাৎ "যিনি ভগবন্নামোচ্চারণ করেন তিনিত ব্রহ্মলোকেও থাকিবেন না, মুক্ত হইয়া ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করিবেন, অতএব নামোচ্চারণের ইচ্ছা মাত্রে যদি তিনি ব্রহ্মলোকে আসিয়া আমার ভাগ্যবলে ক্ষণকালও অবস্থিতি করেন, তবে তৎকাল মধ্যেই তাঁহার পূজা করিব" এই চেষ্টা করেন। নামোচ্চারণের অভিলাষের যখন এই ফল, তখন নামোচ্চারণ করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ১৩৬ ॥

মানব একবার মাত্র কৃষ্ণস্মরণ করিলে সকল আপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণস্মরণ করেন, তাঁহার ফল কে জানিতে পারে ? ॥ ১৩৭ ॥

যে পাপ বর্ত্তমান, যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা পরে হইবে, তৎসমস্ত ত্রৈকালিক পাপ একমাত্র গোবিন্দ নাম উচ্চারণে ভস্মীভূত হয় ॥ ১৩৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই যেবা বলে তিন বার।
ঘোর নরক হইতে তার হয়ত উদ্ধার॥ (থ)

তথাহি পদ্মপুরাণে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥ ১৩৯॥

বাহিরের ধন ধান্য চোরে চুরি করে।
অন্তর্গত দ্রব্য চোরে লইতে না পারে॥
কৃষ্ণ নাম হইতে চোর নাহিক ভুবনে।
শ্রদ্ধা নাহি তবু যদি প্রবেশে শ্রবণে॥
অনেক জন্মের পাপ হয়ত সঞ্চিত।
শ্রুতিমাত্র সর্ব্বপাপ হয় বিমোচিত॥

তথাহি গীতায়াং।

নারায়ণো নাম পরং নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌরং কথিতং পৃথিব্যাং।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং
হরত্যশেষং শ্রুতিমাত্রকেবলং॥ ১৪০॥

ভগবান্ কহিলেন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" এই বলিয়া তিনবার মাত্র যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, অগাধ জলমধ্য হইতে পদ্ম যেমন উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমিও সেই ব্যক্তিকে অসীম নরক হইতে উদ্ধার করি॥ ১৩৯॥

নারায়ণের নাম নরমাত্রের একমাত্র পরাৎপর বস্তু, কারণ যে নাম বহুজন্মের সঞ্চিত কলুষরাশিকে একবার শ্রুতমাত্রেই হরণ

(থ) নরক হইতে কৃষ্ণ করেন উদ্ধার। পাঠান্তর।

বহুজন্মার্জ্জিতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু।
তৎক্ষণাৎ ক্ষয়মাপ্নোতি ভগবন্নামকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৪১॥

কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি জ্ঞান রসময়।
যাহা হইতে প্রেম ভক্তি করয়ে উদয় ॥
নিত্য সিদ্ধ পূর্ণ মুক্ত নাম অবতার।
নাম নামী অভিন্নাত্মা তারিতে সংসার ॥

তথাহি।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ১৪২

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে।
বহুতুণ্ড বাঞ্ছা কৈল নাম আস্বাদিতে ॥
দুই কর্ণে কিবা নাম করিব শ্রবণ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণ করিল বাঞ্ছন ॥
এই মোর অল্প চিত্ত প্রাঙ্গণসম হয়।
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ তাহা বিলাসয় ॥

করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ চোর যেমন বহুদিনের সঞ্চিত ধনও হরণ করে, নারায়ণ নামও তদ্রূপ, সুতরাং পৃথিবীতে নারায়ণ নামকে চোর বলিলেও বলা যায় ॥ ১৪০ ॥

ভগবন্নাম কীর্ত্তন মাত্রে স্বল্পই হৌক্ আর অনেকেই হৌক্ বহুজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি স্বরূপ, এবং কৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানরসের বিগ্রহ। উভয়েই পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত স্বরূপ, কারণ নাম ও নামীতে কোন প্রভেদ নাই ॥ ১৪২ ॥

কি অমৃতে জন্মিয়াছে এই দুই বর্ণ।
তাহাতে করিল তৃপ্ত মোর মন কর্ণ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে। ১। ৩৩

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়করম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥
১৪৩॥

তথাহি আগমে।

গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশী-
র্মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী।

"যখন শ্রীরাধা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করেন, তখনই রোমাঞ্চিতা হইয়া কোন এক রমণীয় ভাব প্রাপ্ত হয়েন" নান্দীমুখীর মুখে শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী কহিলেন:—"কৃষ্ণ" এই দুইটী বর্ণ যে কত অমৃত দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে তাহা আমি কিছুই জানি না, কারণ—উচ্চারণ মাত্রে মুখে যেন নৃত্য করিয়া উঠে এবং অসঙ্খ্য মুখের জন্য বাসনা জন্মায়, কর্ণে প্রবেশ মাত্রে কর্ণদেশ ব্যাপ্ত করিয়া অর্ব্বুদ কর্ণ লাভের স্পৃহা জন্মায় এবং চিত্ত-প্রাঙ্গণে (মনোমধ্যে) চিন্তা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা লোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয়॥ ১৪৩॥

বহু বহু গ্রহণকালে কোটি কোটি গোদানের যে ফল, কাশীধামে ও প্রয়াগধামে মাঘ মাসে কল্পকাল বাসের যে ফল এবং সুমেরু

মেরুপ্রমাণঞ্চ সুবর্ণদানং
গোবিন্দনাম্নঃ সদৃশং ন জাতং ॥ ১৪৪ ॥

উপরাগ সময়ে গোকোটি করে দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান ॥
যে জন কহয়ে নামের মহিমা আমি জানি।
তাহাকে কহিয়ে মাত্র অধমেতে গণি ॥

ইতি নামমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং।

৩৭। অথ যুগমাহাত্ম্যং।

সত্যযুগে ধ্যান পূজা করে ভক্তগণ।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, ধর্ম্ম প্রাপ্তির কারণ ॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা পূজন বিধানে।
এই রূপে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ভক্তগণে ॥ (দ)
কলিযুগের ধর্ম্ম কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যাহা হইতে সর্ব্ব সুখ হয় আস্বাদন ॥

তথাহি।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥১৪৫॥

পর্ব্বতের সমভাগ সুবর্ণ দানের যে ফল, একবার মাত্র গোবিন্দ-নামোচ্চারণের ফলের সহিত উক্ত সমস্ত ফলের কিছুতেই তুলনা হয় না ॥ ১৪৪ ॥

সত্যযুগে ধ্যান ধারণা করিয়া যে ফল হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ সমূহে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া যে ফল হয়, এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা করিয়া

(দ) এই রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে। (পাঠান্তর)

কত "এব" দিয়া পুনঃ কহে ব্যাস মুনি
কলিযুগে হরিনাম পুরাণে বাখানি ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১৪৬॥

ইতি যুগমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং।

৩৮। অথ বৈষ্ণবমাহাত্ম্যং।

বৈষ্ণবে সকল বর্ণ হয়েত প্রবিষ্ট।
সর্ব্ববর্ণ হইতে বৈষ্ণব হয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ॥

প্রবিশন্তি সর্ব্ববর্ণা বৈষ্ণবত্বেঽপি বৈষ্ণবাঃ।
অপি শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণবশ্চ সর্ব্ববর্ণে মহৎ পদং ॥১৪৭॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
বৈষ্ণব হইলে সভার হয় মহোন্নতি ॥
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি কারু সভেই সমান।
সাধুর বচন ইথে আছয়ে প্রমাণ ॥

যে ফল হয়, কলিযুগে একমাত্র হরি কীর্ত্তনে উল্লিখিত ত্রিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪৫ ॥

হরিনামই সুনিশ্চিত কৈবল্য বা মুক্তির উপায়, অথবা হরিনামই কেবল জীবের সম্বল। কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত অন্য উপায় নাই, নাই, নাই ॥ ১৪৬ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি সর্ব্ব বর্ণই বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণবাখ্যা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থচ বৈষ্ণব সর্ব্ব জাতির শ্রেষ্ঠ, এবং বৈষ্ণব একটী মহৎ পদ ॥ ১৪৭ ॥

সামান্য উদক কিংবা আর তীর্থজল।
গঙ্গায় পড়িলে গঙ্গা হয়ত নির্ম্মল॥

তথাহি।

অন্যতীর্থোদকঞ্চৈব সামান্যমুদকং তথা।
গঙ্গায়াং পতিতং গঙ্গা ভ্রসতে ন বিশেষতাং॥১৪৮॥

তার সাক্ষী ভানুসুতা, বহু নদীগণ।
গঙ্গার সহিত আসি হইল মিলন॥
সর্ব্বত্র জাহ্নবী খ্যাতা কারু নাম নাই।
তীর্থ শিরোমণি গঙ্গা সর্ব্ব শাস্ত্রে গাই॥

তথাহি।

ভানুজা বহুনদ্যেব ত্রিস্রোতাশ্চ সমন্বিতা।
সর্ব্বত্র জাহ্নবী খ্যাতা সর্ব্বতীর্থময়ী পরা॥ ১৪৯॥

বৈষ্ণব মহিমা হয় অগাধ সমুদ্র।
অনন্ত কহিতে নারে কিবা ব্রহ্মা রুদ্র॥
জগৎ পবিত্র হয় যার নাম শুনি।
তার আগে তীর্থ পদবী কিবা গণি॥

গঙ্গাভিন্ন অন্যতীর্থের জল এবং সাধারণ জল, এ সমস্তই গঙ্গাতে পতিত হইলে গঙ্গাত্ব লাভ করে, তাহাতে গঙ্গার ন্যূনতা বা কোন বিশেষত্ব হয় না॥ ১৪৮॥

ভানুজা যমুনা ও ত্রিস্রোতা গঙ্গা এই উভয়ে মিলিত হইয়া এবং বহুতর নদীর সহিত সমন্বিতা হইয়াও সর্ব্বত্র জাহ্নবী অর্থাৎ গঙ্গা বলিয়াই বিখ্যাতা এবং সর্ব্ব তীর্থ শিরোমণি হইয়াছেন, কিন্তু বহু নদীর সংমিশ্রণেও গঙ্গাত্ব লোপ পায় নাই॥ ১৪৯॥

কৃষ্ণদাসের অবশিষ্ট নাহি কোন কর্ম্ম। (ধ)
যদ্যপি না ভজে তভু জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৭। ৫। ১৬

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১৫০॥

সর্ব্ব পাপাশ্রিত তীর্থ পাপি স্থানে হয়।
সাধু স্থানে সেই তীর্থ হয় তীর্থময়॥

তথাহি:

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরে।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥১৫১॥

অন্তঃস্থিত হয় তার স্বয়ং ভগবান্।
অতএব তীর্থগণের করি পরিত্রাণ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১। ১৩। ১০

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভোঃ।

যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে পুরুষ মাত্রেই নির্ম্মল বা নিষ্পাপ হয়, সেই তীর্থাস্পদ ভগবানের দাসগণের আর কোন্ কার্য্য অবশেষ থাকে? অর্থাৎ ভগবানের দাস হইবামাত্র তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষ হয়॥ ১৫০॥

হে হরে! গঙ্গা পাপ হরণ করেন, চন্দ্র তাপ হরণ করেন, কল্পবৃক্ষ দৈন্য হরণ করেন, কিন্তু সাধুসমাগম পাপ, তাপ ও দৈন্য এই তিনটীকেই তৎক্ষণাৎ হরণ করিয়া থাকেন॥ ১৫১॥

যুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিলেন—হে বিদুর! ভবাদৃশ ভগবদ্-ভক্তগণের তীর্থ পর্য্যটন স্বার্থের জন্য নহে বস্তুতঃ তীর্থ সকলকে

(ধ) কৃষ্ণ ভক্তের। পাঠান্তর।

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ১৫২ ॥

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকয়ে সতত।
কৃষ্ণ বিনে ভক্ত নাহি জানে অন্য মত ॥
পরস্পর কৃষ্ণ ভক্ত জানিহ নিশ্চয়।
নিশ্চয় করিয়া ইহা ভাগবতে কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৯। ৪। ৬৮।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥১৫৩॥

অকিঞ্চনা ভক্তি ভক্তের দেখি দেবগণ।
সর্ব্বগুণ সহ আসি লইল শরণ ॥
হরিতে অভক্ত জনের মহদ্গুণ কোথা।
অসদ্ বিষয়ে সেই ধাবয়ে সর্ব্বথা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৫। ১৮। ১২

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

অনুগ্রহ করার জন্যই। কারণ আপনারা স্বয়ং হরির পবিত্র বস্তুস্বরূপ; এজন্য পাপিজনের সম্পর্কে যে সকল তীর্থ অতীর্থ হইয়াছে আপনাদের অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ গদাধর ভগবানের বাস তদ্দ্বারা সেই সকল কলুষিত তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকেন ॥১৫২॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুগণের হৃদয়, সাধুগণ আমা ভিন্ন কিছু জানেন না এবং আমিও সেই সাধুগণ ব্যতীত আর কিছু জানিনা ॥ ১৫৩ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার অকি-

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা-

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১৫৪ ॥

দৈবাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে ভক্তজন।

প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার শাস্ত্রের বচন (ন)॥

তথাহি।

নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নৈব তৎ।

ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতং ॥ ১৫৫

নিষিদ্ধ আচার করি যদি ভক্ত হয়।

তথাপি সর্ব্বদা শুচি জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১১। ৫। ৪২

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য

ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

ঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তি হয় তাঁহার দেহে দেবগণ বশীভূত হইয়া ধর্ম্মাদি সমস্ত গুণের সহিত নিত্য অবস্থিতি করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না অর্থাৎ যে গৃহাদিতে আসক্ত, তাহার জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি মহদ্গুণ কিরূপে হইবে? সে কেবল অসৎ বিষয় সুখের প্রতি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ধাবিত হয়, তাহার কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না ॥ ১৫৪ ॥

একান্ত ভক্তের দৈবাৎ নিষিদ্ধাচার ঘটিলে তাহার পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্র সমূহের মত, এবং সেইমত বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞদিগের সম্মত ॥ ১৫৫ ॥

করভাজন কহিলেন রাজন! যিনি অন্য দেবতায় বা দেহাদিতে

(ন) তথাপি সর্ব্বদা শুচি পতিত পাবন। (পাঠান্তর)

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৫৬ ॥

হরিভক্তিবিলাসে। ১০। ৭ ধৃতং স্কান্দবচনং।

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপাণাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥১৫৭॥

তথাহি।

মদর্থে ক্রিয়তে পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥১৫৮

আমার ভক্তের দোষ দেখে যেই জন।
জন্মে জন্মে করে সেই নরক ভোজন ॥

উপাস্যভাব ত্যাগ করিয়া পরম ঈশ্বর হরির পাদমূল ভজনা করেন তিনি হরির একান্ত প্রীতিনিকেতন হয়েন, যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ ঘটিয়া উঠে, তাহার নিষ্কৃতি জন্য পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, হৃদয়স্থ হরি সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। (শ্রুতি স্মৃতি ভগবদাজ্ঞা, তাহার লঙ্ঘনে একান্ত-ভক্তের দোষ হয় না, কারণ তিনি পাপক্ষয়ের জন্য ভজন করেন না) ॥ ১৫৬ ॥

হে কেশব! যিনি আপনার ভক্ত তিনি সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হে অচ্যুত! যে আপনার ভক্ত নহে, সে সকল পাপেরই অনুষ্ঠাতা ॥ ১৫৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, আমার জন্য যদি পাপও অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ধর্ম্মের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে, কিন্তু আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সে ধর্ম্মও আমার প্রভাবে পাপ হইয়া যায় ॥১৫৮॥

তথাহি।

নিষিদ্ধাচারকারী চ মদ্ভক্তঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
তদ্দোষদর্শিনো লোকাস্তে বৈ নরকগামিণঃ ॥ ১৫৯॥

যে জানে আমার ভক্তে সে জানে আমারে।
অসুর স্বভাবে আমা জানিতে না পারে ॥

তথাহি।

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমঃ প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
সাক্ষাৎ তদৈব পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥ ১৬০ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্ত প্রাকৃত কভু নয়।
দেহের স্বভাব দোষে বিকারাদি হয় ॥
তার সাক্ষী গঙ্গাজল হয় সম ব্রহ্ম।
বুদ্বুদাদি ফেন পঙ্ক নীরের স্বধর্ম্ম ॥

আমার ভক্ত নিষিদ্ধাচার করিলেও সর্ব্বদা পবিত্র, কিন্তু সেই ভক্তের দোষদর্শী লোক সকল নিশ্চয় নরকগামী হয় ॥ ১৫৯ ॥

হে ভগবন্। আপনার স্বভাব, রূপ, চরিত্র, সত্ত্বগুণ, সাত্ত্বিক-ভাব, প্রবল শাস্ত্রজ্ঞান এবং পরমার্থবেত্তাদিগের মত, এই সকল প্রশস্ত কারণে যাহার পরমজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রকৃষ্ট ভক্ত অবিলম্বে আপনাকে জানিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু অসুর প্রকৃতি অভক্ত লোক কিছুতেই জানিতে পারে না ॥ ১৬০ ॥

তথাহি উপদেশামৃতে।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ ১৬১॥

এই ত মনুষ্যলোকে দেবাসুর সৃষ্টি।
সেই ত অসুরমতি যার নাহি দৃষ্টি॥
আমাতে প্রপন্ন যেই তারে কহি সুর।
পুরাণে প্রমাণ ইহার আছয়ে প্রচুর॥

তথাহি গীতায়াং ১৬। ৬।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ১৬২॥

অন্যত্র চ।

সৃষ্টিস্তদ্দ্বিবিধা প্রোক্তা সুরাসুরবিভেদতঃ।
হরিভক্তো যতো দৈবী তাং বিনা চাসুরীঙ্গণা॥১৬৩

বুদ্‌বুদ, ফেন ও পঙ্কদ্বারা যেমন, গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব অপগত হয় না কারণ তাহা জলের স্বভাব, সেইরূপ ভক্তজনের দেহে, দেহ-স্বভাব বশতঃ কোন দোষ দেখিয়া তাহাকে সাধারণ প্রাকৃত বোধ করিবে না॥ ১৬১॥

এই সংসারে প্রাণিগণ দুই প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে, দৈব ও আসুর। তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্ত দৈব এবং তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিষ্ণুর অভক্ত ব্যক্তি আসুর॥ ১৬২॥

সুর ও অসুর ভেদে সৃষ্টি দুই প্রকার। তন্মধ্যে হরিভক্ত দৈবী সৃষ্টি, তদ্ব্যতীত অর্থাৎ হরির অভক্ত আসুরী সৃষ্টি। ১৬৩॥

ভক্তের মহিমানন্ত সংক্ষেপে কহিল।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে দিগ্ দেখাইল॥
ইতি বৈষ্ণবমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং।

৩৯। অথ মানবেশ্বর লক্ষণং।

পর পূর্ব্ব নাহি জানে মনুষ্যের ধর্ম্ম।
বর্ত্তমান বিবেচক এই তার কর্ম্ম॥
বাল্য পৌগণ্ড আর যৌবনাদি যত।
কাল অনুসারে ক্রমে ক্রীড়া অনুরত॥
এই ত কহিল শুদ্ধ মানব লক্ষণ।
এই সব চিহ্ন ধরে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

তথাহি।

পরং পূর্ব্বং ন জানাতি বর্ত্তমানবিবেচকঃ।
বাল্যাদিক্রীড়য়াসক্তঃ শুদ্ধমানবলক্ষণং॥ ১৬৪॥

লোকের চরিত রীতি লোকের আচার।
ভক্ত অনুগ্রহ হেতু লোক ব্যবহার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৩১। ৩৬।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

মানব পর ও পূর্ব্ব অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয় অবগত নহে, কেবল বর্ত্তমান বিষয়েরই বিবেচনা করিয়া থাকে এবং বাল্য হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কেবল ক্রীড়ারসে উন্মত্ত থাকে, ইহাই শুদ্ধ মানব লক্ষণ॥ ১৬৪॥

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই নরদেহ ধারণ করিয়াছেন এবং সেই নর-

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥
১৬৫ ॥

দুর্ঘট ঘটিকা শক্তি সেই সে ঈশ্বর।
ত্রৈকালিক নিত্য প্রপঞ্চের অগোচর ॥

তথাহি।

দুর্ঘটঘটিকা শক্তিরস্তি যস্য স ঈশ্বরঃ।
ত্রিকালে সত্যরূপোঽসৌ প্রপঞ্চানামগোচরঃ ॥১৬৬

ঈশ্বর হইতে কৃষ্ণে দেখিয়ে সামান্য।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে সভে কবে ধন্য ধন্য ॥
সেই নহে কৃষ্ণ হয় সকলেব শ্রেষ্ঠ।
কোটীশ্বর হয় যদি কবে এক দৃষ্ট ॥
মানব লক্ষণ এই ঐশ্বর্য্য গন্ধ হীন।
অসম্ভব নাহি করে সকল প্রবীণ ॥

দেহোচিত কার্য্যাবলীও আচরণ করিয়া থাকেন। অথচ সেই সকল আচরণ তাঁহার লীলা, তাহাব শ্রবণে ভগবৎপর হওয়া যায়। অতএব পরদারাভিমর্শনরূপ নিন্দিত কার্য্যে সেই আপ্তকাম ঈশ্বরের কখনই প্রবৃত্তি হইতে পারে না কেবল অতি বহির্ম্মুখ অথচ শৃঙ্গার-রসে যাহাদিগের মন আকৃষ্ট তাহাদিগকে ভগবৎপব করাই উদ্দেশ্য ॥ ১৬৫ ॥

যাহার দুর্ঘট বস্তুর ঘটনাশক্তি আছে, তিনিই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তিন কালেই সত্য এবং প্রপঞ্চের অগোচর ॥ ১৬৬ ॥

তথাহি।

যদি বা সর্ব্বমুৎকৃষ্টং কিন্তু মানবলক্ষণং।
ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনঞ্চ নকৃতাসম্ভবং তথা ॥ ১৬৭ ॥

কৃষ্ণ হইতে হয় কোটি ঈশ্বর উৎপত্তি।
প্রমাণে প্রবেশ করি দেখহ সংপ্রতি ॥
মৃত্তিকা স্বরূপা পৃথ্বী তাতে জন্মে মণি।
ঝল মল করে অতি কোটি সূর্য্য জিনি ॥
রত্ন রাশি প্রসবয়ে সেই মণি গণ।
কেবা কোথা দেখিয়াছে স্বরূপ কেমন ॥

তথাহি।

মৃত্তিকাস্বরূপা পৃথ্বী মণিরেব তদুদ্ভবঃ।
কোটিসূর্য্যসমশ্চৈব রত্নরাশিং প্রসূয়তে ॥ ১৬৮ ॥

ঐছে মণি স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
নারায়ণ আদি সর্ব্ব স্বরূপ প্রধান ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ আদি।
বিষ্ণু রুদ্র মৎস্যাদিক অনন্ত অবধি ॥

নরদেহধারী ভগবানে যদিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানব লক্ষণ পরিস্ফুট এবং তাহাতে ঐশ্বর্য্য শক্তির গন্ধও নাই, তথাপি তাহাতে কৃত-কার্য্যের অসম্ভব হইতে পারে না। অর্থাৎ মানবরূপী হইলেও তাহাতে প্রচ্ছন্ন ঐশী শক্তি সময়ে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া লোকাতীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া দেয় ॥ ১৬৭ ॥

পৃথিবী মৃণ্ময়ী বটে, কিন্তু তাহাতে মহামূল্য মণির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই মণি আবার কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং রত্নরাশি প্রসব করিতে পারে, কিন্তু মূল সেই মৃত্তিকা ॥ ১৬৮ ॥

আনের কা কথা বলদেবের প্রধান।
অতএব কৃষ্ণ হয় স্বয়ং ভগবান্॥

তথাহি।

যঃ সত্যরূপঃ কৃষ্ণোঽসৌ ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ স্বয়ং।
নারায়ণাদীশ্বরাণামত এব সমুদ্ভবঃ॥ ১৬৯॥
মহৈশ্বর্য্যস্য যোনিশ্চ বিশ্বেষামাত্মরূপকঃ।
ঈঙ্গিতৈঃ কুরুতে নাশং কোট্যণ্ডং সৃজতে পুনঃ॥১৭০
মানবাশ্চেশ্বরাজ্জাতাঃ কোটিশঃ পৃথিবীতলে।
পৃথিব্যাং জায়তে কিন্তু মণিঃ ক্বাপি ন জায়তে॥১৭১

মানুষে ঈশ্বর জন্ম মানে অসম্ভব।
রসিক ভকত সব জানয়ে এ সব॥

তথাহি।

গুহ্যগুহ্যাতিবাক্যেন মন্যতে কোঽপ্যসম্ভবং।

যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই সত্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মূল নারায়ণ এবং তাহা হইতেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই বাসুদেবাদি মহৈশ্বর্য্যের যোনি ও বিশ্বের আত্মা হইয়া কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ এবং পুনশ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ১৬৯॥ ১৭০॥

এই ধরাতলে ঈশ্বর হইতে কোটি কোটি মানবের জন্ম হইতেছে। মণির উৎপত্তি যেমন পৃথিবী ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব, তদ্রূপ মানব হইতেই ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপী ঈশ্বরের জন্ম, অন্যত্র নহে॥ ১৭১॥

মানব দেহে যে ঈশ্বরের উৎপত্তি, তাহা কোন, কোন ব্যক্তি

অন্তরঙ্গং বিনা কোঽপি বহিরঙ্গো ন বেত্তি চ ॥১৭২

শাস্ত্রং কিং বদতে সত্যমসত্যং কিং হৃদুদ্গমং।
সত্যং হি কিন্তু কৃষ্ণস্য লীলাসিন্ধুর্ন গম্যতে ॥
অতএব নরাণাঞ্চ ন দোষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যদ্যপি কথয়েদ্ভক্তো মহদ্দুঃখং প্রজায়তে ॥ ১৭৩ ॥

ইতি মানবেশ্বর লক্ষণং সম্পূর্ণং।

৪০। অথ ষোড়শ সেবাঃ ॥

তথাহি।

তাম্বূলে ললিতা দেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসনসেবনে ॥ ১৭৪ ॥
অঙ্গরাগে রঙ্গদেবী সুদেবী জলসেবনে।
নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চ নর্ত্তনে ॥ ১৭৫ ॥

অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কারণ মানব লীলার বাক্য সকল গুহ্য হইতেও অতি গুহ্য। সুতরাং ইহা অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত কোন বহিরঙ্গ ভক্ত জানিতে পারেন না ॥ ১৭২ ॥

শাস্ত্র কি মানসিক সত্য প্রকাশ করে কিংবা অসত্য প্রকাশ করে অর্থাৎ অবস্থাভেদে শাস্ত্রে সত্যাসত্য উভয়ই প্রকাশ পায়। কিন্তু কৃষ্ণের লীলাসিন্ধু শাস্ত্রাদির অগম্য ইহা ধ্রুবসত্য, মানবের যে অগম্য, তাহা বলাই বাহুল্য। অগম্য হইলেও অসত্য নহে, সাধারণ মানব অসত্য বলিলে তত দোষের কারণ হয় না, কিন্তু যদি ভক্তলোকে অসত্য বলে, তাহাই মহৎ দুঃখের কারণ হয় ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুলে ললিতা, কর্পূরাদিতে বিশাখা, চামরে চম্পকলতা, বস্ত্রসেবায় চিত্রা, অঙ্গরাগে রঙ্গদেবী, জলসেবায় সুদেবী, নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা, নৃত্যকার্য্যে ইন্দুরেখা, দর্পণদানে

দর্পণে শশিরেখা চ বিমলা পাদসেবনে।
পালিকা পুষ্পশয্যায়াং (ন) বেশে চানঙ্গমঞ্জরী॥১৭৬
শ্যামলা চন্দনাদৌ চ গানে মধুমতিস্তথা।
ধন্যা রত্নবিভূষায়াং মঙ্গলা মাল্যসেবনে॥ ১৭৭॥

ইতি ষোড়শ সেবাঃ সম্পূর্ণাঃ॥

৪১। অথ শক্তিতত্ত্বং॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥১৭৮॥

অস্যার্থঃ।

পরা শব্দে চিচ্ছক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হয়।
অন্তরঙ্গা বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
অপরা শব্দে জীবশক্তি তটস্থা আখ্যান।
সর্ব্ব অণ্ডে ব্যাপিয়াছে নাহি পরিমাণ॥
অবিদ্যা শব্দে মায়াশক্তি বহিরঙ্গা বলি।
কৃষ্ণেচ্ছায় প্রসবিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি॥

শশিরেখা, চরণসেবায় বিমলা, পুষ্পশয্যা রচনাদিতে পালিকা, বেশবিন্যাস কার্য্যে অনঙ্গমঞ্জরী, চন্দনাদিতে শ্যামলা, গানে মধুমতি, রত্নভূষণে ধন্যা এবং মাল্যসেবায় মঙ্গলা সখী নিযুক্তা॥ ১৭৪-৭॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। পরা, অপরা, অবিদ্যা। পরা শব্দে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অর্থাৎ জীবনাম্নী শক্তি; তৃতীয়া অবিদ্যা শক্তি, ইহার নামান্তর কর্ম্ম॥ ১৭৮॥

(ন) পালী কুসুমশয্যায়াং। ইতি পাঠান্তরং।

অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত আখ্যান।
সর্ব্ব শক্তি হইতে হয় এ তিন প্রধান॥
সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রজেন্দ্র কুমার।
একই চিচ্ছক্তি তার ত্রিবিধ প্রকার॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ এই তিন হয়।
আনন্দাদি তিন অংশে এই তিন কয়॥

তথাহি।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১৭৯॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী রাধিকা আখ্যান।
যাব গুণে বশ কৃষ্ণ দেখ বিদ্যমান॥
সদংশে সন্ধিনী যোগমায়া বলি যারে।
যত ইতি লীলা কৃষ্ণ করে যার দ্বারে॥
চিদংশে সম্বিৎ জ্ঞান কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি।
ব্রহ্মজ্ঞান আদি করি জ্ঞান শিরোমণি॥

তথাহি।

হ্লাদাংশসম্ভবা রাধা কৃষ্ণসৌখ্যপ্রদায়িনী।
সদংশে সন্ধিনী খ্যাতা যোগমায়া প্রকীর্ত্তিতা॥১৮০

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বাধার, আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি বর্ত্তমান। এক মাত্র হ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রা শক্তি আপনাতে থাকে না, কারণ আপনি গুণবর্জ্জিত বা গুণাতীত, উল্লিখিত মিশ্রা শক্তি সগুণা॥ ১৭৯॥

শ্রীরাধা হ্লাদাংশসম্ভবা হইয়া কৃষ্ণসুখ প্রদান করেন, সদংশে সন্ধিনী নামে খ্যাত, তাঁহাকেই যোগমায়া বলা যায়॥ ১৮০॥

চিদংশে সম্বিতা জ্ঞানং কৃষ্ণতত্ত্বং বিধানতঃ।
এতদ্ধি স্বরূপে তত্ত্বং ত্রিবিধং তত্র ভণ্যতে ॥ ১৮১ ॥

আনন্দ চিন্ময় রস প্রেম নাম যার।
প্রেমের স্বরূপ রাধা প্রেমের বিকার ॥
প্রেমেতে ভাবিত রাধা প্রেমময়ী তনু।
ক্ষণেক না জীয়ে প্রা[illegible] রস বিন্দু ॥
নিজ শক্তি শ্রীরাধিকা লঞা নন্দসুত।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করয়ে অদ্ভুত ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৮২ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ যৈছে হয় নারায়ণ।
রাধার স্বরূপ তৈছে হয় লক্ষ্মীগণ ॥

সম্বিৎ শক্তি দ্বারা চিদংশে জ্ঞান হয়, তাহাই বিধানতঃ কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং এই হেতু স্বরূপবিষয়ে তত্ত্ব তিন প্রকার ॥ ১৮১ ॥

যাঁহারা আনন্দ ও চিন্ময় বা জ্ঞানময় রসে প্রতিভাবিত (পরিপূর্ণ), এবং যাঁহারা কৃষ্ণের নিজরূপ এবং এই জন্য সাক্ষাৎ ফল স্বরূপা, ঈদৃশ নিত্যপ্রেয়সী বা শক্তিগণের সহিত যে অখিলাত্মস্বরূপ গোবিন্দ গোলোকেই বাস করেন সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৮২ ॥

কৃষ্ণের বিভূতি অংশ দ্বারকামণ্ডলে।
রাধিকার অংশ বিভু মহিষী সকলে॥
কৃষ্ণের স্বরূপ নিজ যৈছে গোপগণ।
রাধিকার কায়ব্যূহ তৈছে গোপীগণ॥

তথাহি।

গোপী-লক্ষ্মী-মহিষীণাং রাধিকা স্বয়মংশিনী।
কৃষ্ণোহংশী চ স্বরূপাণাং গোপানাং পরিকীর্ত্তিতঃ॥১৮৩

তথাহি।

সদংশে বলদেবশ্চ বাসুদেবশ্চিদংশকে।
চিচ্ছক্তিরূপঃ শ্রীকৃষ্ণো ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ স্বয়ং॥১৮৪॥

সংক্ষেপে কহিল রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ।
তথি মধ্যে জানাইল শক্তি তিন রূপ॥

ইতি শক্তিতত্ত্বং সম্পূর্ণং।

৪২। অথ কর্ম্মকাণ্ডনিষেধঃ।

তথাহি।

অযাচ্যা মহতী ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা চ মধ্যমা।
বিষয়িণাং গৃহে ভিক্ষা সামান্যাপি বরাটিকা॥১৮৫॥

যেমন গোপী, লক্ষ্মী ও মহিষীগণ শ্রীরাধার অংশ, স্বয়ং শ্রীরাধা অংশিনী, সেইরূপ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা অংশ শ্রীকৃষ্ণ অংশী॥ ১৮৩॥

সৎ, চিৎ, এই দুই শক্তির মধ্যে বলদেব সদংশ, বাসুদেব চদংশ, আর স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিৎ বা জ্ঞানশক্তি স্বরূপ॥ ১৮৪॥

অযাচক ভিক্ষা মহতী বা উত্তমা ভিক্ষা, মুষ্টিমেয় ভিক্ষা মধ্যমা

সামান্যায়াং মহত্যাঞ্চ ভিক্ষায়াং ন চ হীনতা।
যোগাদিনা ক্রিয়াভুক্তং বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥১৮৬॥
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী গ্রহোপরাগ এব চ।
শুভং বাপ্যশুভং কর্ম্ম চেতি যোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৮৭
পূজানিষ্পত্তিমাত্রেণ (প) গৃহিণাপি চ মিত্রতা।
চিকিৎসায়াং বটং গ্রাহ্যং বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৮৮

তথাহি।

রাজসেবা কৃষীকর্ম্ম বাণিজ্যং ক্রিয়তে যদি।
অনল্পবিভবধ্যানং বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৮৯ ॥

ভিক্ষা, আর বিষয়াসক্ত জনগণের গৃহে যে ভিক্ষা, তাহা সামান্যা বরাটিকা অর্থাৎ অধমা ভিক্ষা ॥ ১৮৫ ॥

সামান্যা বা মহতী ভিক্ষাতে হীনতা নাই, কিন্তু কোন যোগকালে বা ক্রিয়াকাণ্ডে ভিক্ষালব্ধ বস্তুর যে ভোজন করা, তাহাতে বৈষ্ণবতা থাকে না ॥ ১৮৬ ॥

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণকাল, বিবাহাদি শুভকার্য্য এবং শ্রাদ্ধাদি অশুভ কার্য্যকে যোগ কহে ॥ ১৮৭ ॥

"গৃহী ব্যক্তি আমার বিশেষ পূজা করিবে" এই ভাবিয়া গৃহির সহিত মিত্রতা অথবা স্ত্রীলোক স্পর্শ এবং কোন ব্যক্তির চিকিৎসা করিয়া তাহার নিকট চিকিৎসার মূল্য স্বরূপ ধনাদি গ্রহণ, এই সকল কার্য্যেবৈষ্ণবতা থাকে না ॥ ১৮৮ ॥

রাজসেবা, কৃষীকর্ম্ম, বাণিজ্য ও বহুতর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চিন্তা, এই সকল কার্য্যে বৈষ্ণবতা থাকে না ॥ ১৮৯ ॥

(প) প্রকৃতিস্পর্শমাত্রেণ। ইতি পাঠান্তরং।

কর্ম্মাদৌ ভয়গ্নানিত্বং গুরুবাদে প্রয়োজনং।
নিষিদ্ধাচরণে লজ্জা বৈষ্ণবত্বং বধূরিব॥ ১৯০॥
কর্ম্মীব কর্ম্মকার্য্যেব বৈষ্ণবো যো নিমন্ত্রিতঃ।
উভয়োর্ধর্ম্মহানিঃ স্যাদ্বহ্নৌ পত্রমসির্যথা॥ ১৯১॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমানসং।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥১৯২
সসঙ্কল্পমর্ঘদানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং।
বিষ্ণুমণ্ডপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কুশধারণং॥ ১৯৩॥

কর্ম্মাদিতে ভয়গ্নানিত্ব অর্থাৎ সভয়ে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে, গুরুতর লোকের বাক্য পালনকে প্রয়োজনীয় বোধ করিবে, নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণে লজ্জা বোধ করিবে, সুতরাং বৈষ্ণবতাকে কুলবধূর ন্যায় বুঝিতে হইবে॥ ১৯০॥

পত্রমসি অর্থাৎ কাগজের লেখা যেমন অগ্নিতে পড়িলে কাগজ ও কালী দুই নাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্ম্মী বা কর্ম্ম সম্পাদক বলিয়া গৃহি কর্ত্তৃক যদি বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হয়েন, তবে গৃহী ও বৈষ্ণব উভয়েরই ধর্ম্ম হানি হয়॥ ১৯১॥

নিত্য, নৈমিত্তিক, সঙ্কল্প মনে কাম্য দান, দৈবকর্ম্ম ও পৈতৃক কর্ম্ম, এই গুলি গৃহী বৈষ্ণব করিবেন না॥ ১৯২॥

গৃহী বৈষ্ণব সঙ্কল্প পূর্ব্বক অর্ঘ দান, পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চন এবং বিষ্ণুমঠাদি প্রতিষ্ঠা তথা কোন কার্য্যে কুশধারণ করিবেন না॥ ১৯৩॥

ন যাতি বৈষ্ণবত্বং হি স্ত্রীতৈলামিষসেবনৈঃ।
কিন্তু যাত্যন্যনির্ম্মাল্যৈঃ শ্রাদ্ধাদিষু নিমন্ত্রণৈঃ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সুরাপানে যথা ভবেৎ।
বৈষ্ণবানাং তথা কর্ম্ম-দেবনির্ম্মাল্যধারণাৎ ॥১৯৪॥

কৃষ্ণ ভক্ত জনের কিছু না বুঝিয়ে মর্ম্ম।
তোমাতে বাসনা যার যজে অন্য কর্ম্ম (ফ)॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১১। ২০। ৯।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥১৯৫॥

ইতি কর্ম্মকাণ্ডনিষেধঃ সম্পূর্ণঃ।

বিশেষ কারণে স্ত্রী, তৈল ও আমিষ সেবন করিলে ও বৈষ্ণবতা নষ্ট হয় না, কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবের নির্মাল্য ভোজন ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের নিমন্ত্রণ পালনে বৈষ্ণবতা নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সুরাপান রূপ মহাপাপে যেমন পাতিত্য জন্মে সেইরূপ বৈষ্ণবেরও কর্ম্মকাণ্ডে ও অন্যদেবের নির্ম্মাল্যধারণে পাতিত্য হইয়া থাকে ॥ ১৯৪ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যত কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য বা প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি না জন্মে, অথবা যত কাল পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, তত কাল পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৯৫ ॥

(ফ) "যার" কথার পরিবর্ত্তে "করি" পাঠান্তর।

৪৩। অথ বাদিনিরাসঃ।

হরিভক্তিবিলাসে। ১০। ১১২ ধৃতং পাদ্মবচনং।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেতু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥১৯৬॥

তথাহি।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী
ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
এবং হি বিপ্রাঃ শ্রুতিবেদপূর্ণা-
মদ্ভক্তিহীনাঃ খরবদ্বহন্তি ॥ ১৯৭ ॥

চণ্ডালোঽপি মুনে শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ১৯৮ ॥

ভগবদ্ ভক্তগণকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না, তাঁহারা ভাগবত বলিয়া গণ্য। সমস্ত জাতির মধ্যে তাহারাই শূদ্র অর্থাৎ হীন, যাহারা জনার্দ্দন হরিকে ভজন করে না ॥ ১৯৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন—যেমন গর্দ্দভ চন্দনভার বহন করিলেও তাহার ভার বোধই হইয়া থাকে কিন্তু চন্দন বোধ হয় না, এইরূপ ব্রাহ্মণগণ বেদ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াও যদি আমার প্রতি ভক্তি-হীন হয়েন, তবে তাহার সেই বেদ জ্ঞান কেবল গর্দ্দভের ভার বহনের তুল্য ॥ ১৯৭ ॥

হে মুনে! চণ্ডালজাতিও যদি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হয়েন তবে তিনিও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণও যদি বিষ্ণু ভক্তিতে বিমুখ হয় তবে সে শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল হইতেও অধম ॥ ১৯৮ ॥

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহং॥১৯৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৩। ৩৩। ৭।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মাণমূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ২০০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৭। ৯। ১০।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠং।

চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও আমার ভক্ত না হইলে প্রিয় হয় না, কিন্তু আমার ভক্ত হইলে চণ্ডালও প্রিয় হয়েন এবং সেই মদীয় ভক্ত চণ্ডালকেই দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে আমি গ্রহণ করি। এইরূপ চণ্ডালই আমার ন্যায় সর্ব্বপূজ্য॥ ১৯৯ ॥

দেবহূতি কপিলদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাঁহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও অতীব গুরুতর, কারণ যাঁহারা আপনার নামোচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগকেই তপস্যাকারী, হোম-কারী এবং বেদাধ্যয়নকারী ও সদাচার বলিয়া জানিতে হয়, অথবা জন্মান্তরে তপস্যা, হোম ও বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের ভবদীয় নামোচ্চারণে মতি জন্মিয়াছে॥ ২০০ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে প্রভো! আমার বোধ হয় যে, দ্বাদশ গুণ ভূষিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের পদার-

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ ॥ ২০১ ॥
বিপ্রো ব্রহ্মপদং রাজা মহীমুদধিমেখলাং।
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধীশ্চ শূদ্রঃ সদ্গতিমাপ্নুয়াৎ(ব)॥২০২॥

বিন্দে বিমুখ হয়, তবে তাঁহা অপেক্ষা সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যে হেতু তাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত, কারণ ঐ প্রকার চণ্ডালসকলও কুল পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু ভূরি গর্ব্বান্বিত উক্ত বিপ্র আপনার আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারেন না, কুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থই হয়, আত্মশোধনার্থ হয় না, সুতরাং সে চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন।

ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ যথা, শ্রীধর স্বামিধৃত মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্বে সনৎসুজাতোক্তিঃ—

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, মাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥

অথবা—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জববিরক্ততাঃ।
মৌনবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্ গুণাঃ ॥

অর্থঃ—শম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সারল্য, বিরক্তি, মৌন, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য এই ১২টী ব্রাহ্মণের গুণ ॥ ২০১ ॥

হরিভক্ত হইলে বিপ্র ব্রহ্মপদ, রাজা সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী, বৈশ্য বিপুল ধনসমৃদ্ধি এবং শূদ্র সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২০২ ॥

(ব) বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাং।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥
(ইতি তু শ্রীমদ্ভাগবতীয়ঃ পাঠঃ। ১২। ১২। ৬৫।

অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বিতং।
তস্য বাক্যং ন গৃহ্ণীয়াৎ শুনা লীঢ়ং হবির্যথা॥২০৩॥
অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যৎ।
বৈষ্ণবাস্তন্ন সেবন্তে সর্পোচ্ছিষ্টং হবির্যথা ॥ ২০৪ ॥

ইতি বাদিনিরাসঃ সম্পূর্ণঃ।

ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং নাম
ষষ্ঠপ্রকরণং সম্পূর্ণং।

অথ সপ্তমপ্রকরণং।

১। প্রীতিনির্ণয়ঃ॥

প্রীতিস্বভাবকথনং সাধকানাং মনোরমং।
যতশ্চ চিত্তং সরসং কথয়ামি যথাক্রমং ॥ ২০৫ ॥

ভক্ত সুখ হইলে কৃষ্ণ নিজ সুখ মানে।
ভক্তের স্বভাব সুখ নিজ করি জানে॥

অবৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য সর্ব্ব শাস্ত্র সমন্বিত হইলেও কুক্কুরোচ্ছিষ্ট ঘৃতের ন্যায় তাহার বাক্য অগ্রাহ্য ॥ ২০৩ ॥

অবৈষ্ণবের মুখোচ্চারিত ভাগবত শাস্ত্রও বৈষ্ণবগণ শ্রবণ করিবেন না, কারণ তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট ঘৃতের ন্যায় পরিণাম-বিরস ॥ ২০৪ ॥

সাধকদিগের মনোরম প্রীতির স্বভাববর্ণন যথাক্রমে নিরূপণ করিতেছি, ইহার শ্রবণে চিত্ত সরস হয় ॥ ২০৫ ॥

তথাহি।

ভক্তস্যৈব সুখাৎ কৃষ্ণো মন্যতে স্বসুখং সদা।
তদ্‌গুণং স্বগুণং বেত্তি তৎস্বভাবং স্বকীয়কং ॥২০৬

আমার নিমিত্তে কিম্বা নিজ সুখ হেতু।
করয়ে যে সব কার্য্য সেই ধর্ম্ম সেতু ॥
ভক্তের যে সব কার্য্য সে কার্য্য আমার।
বিধি বৈদিক হৈলে তাহে নাহি অধিকার ॥
অতি সুনির্ম্মল কর্ম্ম সকলি নির্দ্দোষ।
সামান্য বিশেষ কিম্বা আমার সন্তোষ ॥

তথাহি।

স্বসুখং মৎসুখার্থে যো বিধিবৈদিকবর্জ্জিতং।
যদ্যপি ক্রিয়তে কার্য্যং ন কোঽপি দোষ উদ্ভবেৎ
॥ ২০৭ ॥

নিষিদ্ধ আচার কর্ম্ম করে ভক্তগণ।
তথাপি সর্ব্বদা শুচি পতিতপাবন ॥
তার দোষ যেবা দেখে সে নরকে যায়।
জন্মে জন্মে যম তাকে নরক ভুঞ্জায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের সুখেই সর্ব্বদা আত্মসুখ, ভক্ত গুণকে নিজ-গুণ এবং ভক্তের স্বভাবকে নিজের স্বভাব মনে করেন ॥ ২০৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভক্ত যদ্যপি আমার সুখের জন্য বিধি বৈদিক বর্জ্জিত নিজ সুখ অনুষ্ঠান করেন তাহাতে কোন দোষের উদ্ভব হয় না ॥ ২০৭ ॥

নিষিদ্ধাচারকারী চ মদ্ভক্তঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
তদ্দোষদর্শিনো লোকাস্তে বৈ নরকগামিণঃ ॥২০৮॥

ভক্ত সুখে কৃষ্ণ সুখী ইথে নাহি আন।
ভক্ত রক্ষা হেতু কৃষ্ণ সদা সাবধান॥
সাধু মুখে শুনিয়াছি অপূর্ব্ব কথন।
জগন্নাথের পড়িছা আছিল একজন॥
জগন্নাথে স্নান করায় করে নানা বেশ।
জগন্নাথ পাদপদ্মে বিশ্বাস বিশেষ॥
বেশ্যাসঙ্গ করে বিপ্র করে কৃষ্ণসেবা।
এইরূপে মহানন্দে যায় রাত্রি দিবা॥
এক দিন রাজপুত্র প্রত্যূষে আইলা।
বাসি প্রসাদ লৈয়া পড়িছা মিলিলা॥
সেই বিপ্র ছিলা রাত্রি বেশ্যার সঙ্গতি।
কি লৈয়া যাইব ভাবি হৈলা ক্লিষ্টমতি॥
জগন্নাথের মালা ছিল বেশ্যার লোটনে।
মাগিয়া লইল মালা করিয়া যতনে॥
সেই মালা লৈয়া বিপ্র নৃপতিরে দিলা।
মালা পাইয়া নরপতি প্রণাম করিলা॥
শিরে বক্ষে নেত্রে মুখে করায় স্পর্শন।
ঘ্রাণ লয় সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত নয় মন॥

আমার ভক্ত নিষিদ্ধাচার করিলেও সর্ব্বদা পবিত্র, কিন্তু সেই ভক্তের দোষদর্শী লোকসকল নিশ্চয় নরকগামী হয়॥ ২০৮॥

মালা দিয়া সেই বিপ্র নিজঘরে গেলা।
সেই মালা নরপতি দেখিতে লাগিলা॥
সার্দ্ধ দুই হস্ত তাথে জড়িত কুন্তল।
দেখিয়া রাজার মন হইলা চঞ্চল॥
এই মালা ছিল জগন্নাথের গলাতে।
ইহাতে কাহার চুল আইলা কেমতে॥
পড়িছা সকলে কহে কহিতে করি ভয়।
না কহিলে তোমার আগে প্রাণ নাহি রয়॥
যেই বিপ্র মালা দিল সেই দুষ্টমতি।
সমস্ত রজনী ছিলা বেশ্যার সঙ্গতি॥
বেশ্যার লোটনে বুঝি এই মালা ছিল।
সেই মালা লইয়া বিপ্র তোমা আনি দিল॥
শুনিয়া হইল রাজা অত্যন্ত পাবক।
এখনি কাটিব মুণ্ড কে হবে বাধক॥
কৃষ্ণসেবা করে বিপ্র করে বেশ্যাসঙ্গ।
পুরীর মাঝারে হয় এই সব রঙ্গ॥
একলোক ধাওয়াইতে দশ লোক গেল।
কটু ভাষা বলি বিপ্রে ধরিয়া আনিল॥
রাজা কহে শুন হের পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
এখনি তোমার মুণ্ড করিব ছেদন॥
জগন্নাথের কণ্ঠে ছিল এই পুষ্পমাল।
ইহাতে কাহার চুল হইল মিশাল॥
বিপ্র কহে এই কেশ জগন্নাথের হয়।
মালাতে জড়িত ছিল ইথে কি সংশয়॥

হাসিতে লাগিলা শুনি পড়িছার গণে।
চাহিতে লাগিলা রাজা পাবক নয়নে॥
জগন্নাথের কেশ যদি মোরে দেখাইবা।
তবে সে আমার ঠাঞি নিস্তার পাইবা॥
আইস আইস বলি বিপ্র তখনি চলিল।
আগে পাছে দশ লোক ঘেরিয়া লইল॥
জগন্নাথে প্রণাম করি কহিছে ব্রাহ্মণ।
আজি মোরে রক্ষা কর দেব জনার্দ্দন॥
তোমার সেবা করি প্রভু করি বেশ্যা সাঁত।
এই অপরাধে রক্ষা কর জগন্নাথ॥
মালাতে বেশ্যার চুল জড়িত আছিল।
জগন্নাথের কেশ বলি রাজারে কহিল॥
সেই কেশ নিজ শিরে ধরহ আপনি।
তবে রক্ষা পাই আমি শুন চক্রপাণি॥
এত শুনি জগন্নাথ ঈষৎ হাসিলা।
বিপ্র বিনে সেই হাসি কেহ না দেখিলা॥
জগন্নাথের শিরে দোলে সেই কেশভার।
দেখিয়া রাজার মনে হইল চমৎকার॥
বিপ্রের চরণে রাজা করে প্রণিপাত।
জগন্নাথ তোমার বশ তুমি জগন্নাথ॥
অপরাধ ক্ষমা কর আমি দুরাচার।
বুঝিতে নারিল কিছু চরিত্র তোমার॥
জগন্নাথের স্তব করি কহিছে রাজন্।
তুমি সে ভক্তের বশ জানিল কারণ॥

বেশ্যার মাধুরী দেখি আপনি আছিলা।
ভক্তরূপে সে মাধুরী তুমি আস্বাদিলা॥
তোমাতে ভকতি ভেদ করে যেই জন।
জন্মে জন্মে করে সেই নরকে গমন॥
এত বলি নরপতি কান্দিতে কান্দিতে।
নিজ গৃহে গেলা রাজা ভাবিতে ভাবিতে॥
দেখি চমৎকার হইলা জগন্নাথবাসী।
বিপ্রের উপরে তবে বর্ষে পুষ্পরাশি॥
এই ত কহিল মুঞি ভক্তের মহিমা।
আপনে করেন কৃষ্ণ ভক্তের গরিমা॥
বেদের নিন্দিত কর্ম্ম ব্রাহ্মণে করিল।
তার দোষ আচ্ছাদিয়া আপনে লইল॥
অবশেষে আত্মসাৎ কৈল জগদ্বন্ধু।
অপার করুণাময় করুণার সিন্ধু॥
বেশ্যাসঙ্গ করি বিপ্র পাইল জগন্নাথ।
কৃষ্ণনিষ্ঠা হৈলে তাঁর কি করে উৎপাত॥
এই এক অধিকারী পুন কহি আর।
পীরিতির বশ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার॥
তাহার দৃষ্টান্ত কহি পূর্ব্ব কবিগণ।
নিজ সুখে কৃষ্ণসুখ করিলা বর্ণন॥
তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডিদাস।
আস্বাদিলা প্রেম সুখ রসের নির্য্যাস॥
তারার রূপের কথা না যায় বর্ণন।
আনের কা কথা দেখি মুরুছে মদন॥

কাঞ্চন বরণ তনু বিদ্যুৎ বরণী।
ঈষৎ মধুর হাসি বঙ্কিম চাহনি॥
কনক রচিত অঙ্গে নানা অলঙ্কার।
কটাক্ষে হরয়ে চিত্ত বৈধী জাড্য যার॥
সহজে হরিতে পারে রসিকের মন।
জ্ঞানী যোগী বৈধীজাড্য না ধরে জীবন॥
তাহার যতেক গুণ যতেক চরিত।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে করিলা বিদিত॥
এক দিন চণ্ডিদাস সঙ্কেত করিয়া।
মেঘের আড়ম্বে নিশি রহিল জাগিয়া॥
নিয়ম করিয়াছিল দশদণ্ড রাতি।
সময় বহি গেল তবু না আইল যুবতী॥
সহচরী সঙ্গে করি আছয়ে সদনে।
নিরবধি ঝরে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে॥
হেন কালে চণ্ডিদাস রহিতে নারিল।
ভাবিতে ভাবিতে পুন সঙ্কেতে আইল॥
তাহা না দেখিয়া হইল অত্যন্ত কাতর।
কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর॥
নিভৃত আঙ্গিনা এক মিলনের তরে।
দাড়াঞা রহিলা তথা বাক্য নাহি সরে॥
নিজ সহচরী বিনে অন্য যদি হয়।
জানিয়ে সকল নাশ পাইবে পরিচয়॥
হেন কালে রজকিনী সখীরে কহিল।
কেন বা আমার প্রাণ চমকি উঠিল॥

ঠাকুর বুঝি আসিয়াছে সঙ্কেতের স্থানে।
একবার যাহ সখী আমার বচনে ॥
সখী দেখি কহিলেন নাহিক ঠাকুর।
কান্দিয়া ব্যাকুল হইল বিরহে আতুর ॥
কি করিব কথি যাব অন্ধকার রাতি।
কেমনে হইবে দেখা প্রভুর সংহতি ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাগা বাহিরে আইল।
প্রদীপ লইঞা করে দেখিতে লাগিল ॥
আঙ্গিনার এক ভিতে আছয়ে ব্রাহ্মণ।
মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন ॥
সব তনু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে।
অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে ॥
ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিলাপ করিঞা ॥
এ ঘোর মেঘের ঘটা কেমনে আইলা।
আমার লাগিয়া তুমি এত দুঃখ পাইলা ॥
কি করিব কিবা হবে আমি একাকিনী।
দুরন্ত শাশুড়ী আমার ননদী বাঘিনী ॥
আজিকার দুঃখ তুমি সুখ করি মান।
আমার মনের কথা সব তুমি জান ॥
এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী।
ঘরে আসি চণ্ডিদাস করিল গাঁথনি ॥

তত্র পদং।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, বন্ধু কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গা খানি তিতিঞাছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে

নহি স্বতন্তর গুরুজনার বিলম্বে বাহির হনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া এতেক যন্ত্রণা দিনু॥
বন্ধুর পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ যেমন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিঞা অনল ভিজাব ঘরে॥
আজিকার দুঃখ সুখ করি গান যৌবন মোর দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডিদাসে বলে বন্ধুর পীরিতি ভাবিতে জগৎ সুখী॥ ইত্যাদি।

চণ্ডিদাসের কহিলাম এই বিবরণ।
বিদ্যাপতি ঠাকুরের শুনহ কারণ॥
শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমা সুন্দরী।
বিদ্যাপতি আস্বাদিলা সে রস মাধুরী॥
একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতি লইয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
"রাধা দেখি কৃষ্ণ যেন এখনি আইল।
প্রিয়নর্ম্ম সখাগণে কহিতে লাগিল॥"
এই মতে এক পদ করিয়া বর্ণন।
আমারে শুনাও শুনি জুড়াক শ্রবণ॥
লছিমারে না দেখিলে না পারে বর্ণিতে।
সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে॥
কোন ছলে গোধূলী সময়ে কবিবর।
প্রবেশ করিলা গিয়া মহল ভিতর॥
সুবেশা হইয়া সেই লছিমা সুন্দরী।
দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী॥
হেন কালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিল।
ইঙ্গিত করিয়া বামা অভ্যন্তরে গেল॥

মদনে পীড়িত কবি না পাইয়া দর্শন।
নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন ॥
সেই পদ নৃপতিরে আসি শুনাইল।
শুনিয়া রাজার মনে সন্তোষ পাইল ॥

তত্র পদং।

গোধূলী সময়ে পেখিনু বালা, যব ধনী মন্দির বাহির ভেলা।
থোরি দরশনে আশ না পুরল বাঢ়ল দ্বিগুণ জ্বালা ॥
সে যে অলপবয়সী বালা।
যার গাঁথনি পুহুপ মালা।
নবজলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়ায়ে গেলা।
সে যে গোরি কলেবর নুনা।
যার আঁচরে উজর সোণা।
কেশরী জিনিয়া, মাজা অতি ক্ষীণ, দোলায় লোচন কোণা।
ধনী রসের সন্ধান জানে।
যাকো হানল নয়ন বাণে।
চিরজীবী রহু রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ ইতি।

এবে কহি শ্রীলীলাশুকের বিবরণ।
যে মতে করিলা চিন্তামণিতে সঙ্গম ॥
চিন্তামণি নামে বেশ্যা পরম রূপসী।
শচী তিলোত্তমা রূপে মেনকা উর্ব্বশী ॥
তাহার সহিতে লীলাশুক মহাশয়।
আস্বাদিলা প্রেম সুখ কহন না যায় ॥
পিতৃবাসর দিনে ব্রাহ্মণ ভুঞ্জাঞা।
অন্ন ব্যঞ্জন থালি কোটরা ভরিয়া ॥

বেশ্যার লাগিঞা সব করিঞা সাজন।
কথক্ষণ চিন্তা মোর করিবে ভোজন ॥
নদী তীরে আসি দেখে নাহি পারাপার।
কিরূপে যাইব আমি কিসে হবো পার ॥
অন্তরে নিবিড় চেষ্টা বাহ্য নাহি জানে।
বেশ্যার নিকটে যাব এই মাত্র জানে ॥
সকল ছাড়িঞা বেশ্যা তারে সার কৈল।
অন্য পুরুষের মুখ স্বপ্নে না দেখিল ॥
এক মৃত শরীর আছিল জল মাঝে।
তারে লক্ষ্য করি পার হৈল দ্বিজরাজে ॥
কদলীর স্কন্ধ বলি টানিঞা রাখিল।
বেশ্যার মন্দিরে আসি উপনীত হইল ॥
হইয়াছে অনেক রাত্রি বেশ্যা নিদ্রাগত।
উত্তর না পাইল বিপ্র ডাকিলেক কত ॥
কৃষ্ণ ভুজঙ্গম এক লোকশব্দ পাইয়া।
প্রাচীরের গর্ত্তে অঙ্গ রহিল লুকাঞা ॥
রজ্জু জ্ঞান করি তারে টানিয়া ধরিল।
প্রাচীর উপরে চড়ি লাফিয়া পড়িল ॥
দ্বার খুলি অন্ন লইয়া প্রবেশিলা ঘরে।
চেতন পাইয়া রামা উঠিলা সত্বরে ॥
অঙ্গের দুর্গন্ধ পাইয়া হইল চমৎকার।
কিরূপে আইলা নদী কিসে হইলা পার ॥
বিপ্র কহে রজ্জু ধরি প্রাচীর লঙ্ঘিলু।
কদলীর স্কন্ধাশ্রয়ে নদী পার হইলু ॥

রজ্জু কদলীস্কন্ধ চিহ্নিত করিতে।
প্রদীপ লইয়া যায় দাসীগণ সাঁথে॥
প্রাচীরে দেখিল সর্প টানে মরিয়াছে।
কলাস্কন্ধ নহে মৃত তথা পড়িয়াছে॥
বেশ্যার দর্শনে বিপ্রের উৎকণ্ঠা ঘুচিল।
মৃত সর্প মৃত তনু প্রতীত হইল॥
বেশ্যা কহে এত রতি আমা প্রতি কেনে।
কৃষ্ণ প্রতি হইলে খণ্ডে ভবাদি বন্ধনে॥
এত শুনি বিপ্র বেশ্যার চরণ বন্দিল।
বিচ্ছেদ বিপিন মাঝে প্রবেশ করিল॥
বেশ্যার বিরহ যত না যায় বর্ণন।
কেনে বা কহিল বিপ্রে দারুণ বচন॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
হাহা প্রাণনাথ বলি কান্দে উভরায়॥
এথা লীলাশুক লইয়া কর অবধান।
বেশ্যার বিরহে তার না রহে জীবন॥
বেশ্যাকে করিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে গোপীর ভাব কৈল অঙ্গীকার॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় রসোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্য রসাশ্রয়, করিয়াছে মহাশয়,
যাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়॥

বেশ্যার বিচ্ছেদে দুঃখ করিল বর্ণন।
তাহার প্রমাণ তার শ্রীমুখ বচন॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ২০৯ ॥

উন্মাদ পাইয়া কৃষ্ণে পুনঃ হারাইল।
সম্বোধন করি পুনঃ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি তত্রৈব ৪০

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥২১০॥

তিন দিন উপবাসী বিপিনে বসিয়া।
বেশ্যার যতেক গুণ কৃষ্ণে মিশাইয়া ॥
বিরহে পড়িয়া যত করিল ক্রন্দন।
সাক্ষাৎ হইলা আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

হে হরে, তোমার দর্শন ব্যতীত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দিন অধন্য বলিয়া বোধ হয়। হে অনাথবন্ধো, হে করুণৈকসিন্ধো, বড়ই দুঃখে বলিতেছি যে, আমি কিরূপে ঐ দিন সকল যাপন করিব ॥ ২০৯ ॥

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায়, হায়, কবে আপনাকে দর্শন করিব ? ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণ কহে তুমি মোর জন্মে জন্মে দাস।
তোমার যতেক লীলা আমার বিলাস॥
তোমার বর্ণন শুনি রহিতে নারিল।
অতএব আসি আমি দরশন দিল॥
তোমার বর্ণন মোর কর্ণের অমৃত।
অতএব নাম ইহার "কৃষ্ণকর্ণামৃত"॥
গোপীদেহ পাইয়া তুমি হইবা অনুচরী।
নিত্য স্থান হইল তোমার বৃন্দাবন পুরী॥
এত দিনে আমার হইলে তুমি দাসী।
অনুক্রমে আসিয়া মিলিবে দিবানিশি॥
এত বলি অন্তর্ধান ব্রজপুরনাথ।
অবশেষে তাহাকে করিল আত্মসাৎ॥
পীরিতি ভজিয়া কৃষ্ণ পাইল তিন জন।
পীরিতি পরম বস্তু জানিহ কারণ॥
নায়কে পশিয়া চিত্ত নায়িকা সকল।
আনুগত্যে পাইল কৃষ্ণ ভকতবৎসল॥
এই সব কবি হয় শুদ্ধ সত্ত্বময়।
এ সভার পরকীয়া দেবোত্তম হয়॥

তথাহি।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ॥

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস তারানাম্নী রজকীর সঙ্গী এবং বিদ্যাপতি রাজকন্যা অথচ রাজপত্নী লছিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীতে এবং লীলাশুক

বেশ্যা চিন্তামণিস্তত্র সক্তো লীলাশুকস্তথা।
এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ়ঃ সুরোত্তমঃ
॥ ২১১ ॥

আনের কা কথা চৈতন্যদেব শিরোমণি।
যা সভার পদ গীত আস্বাদে আপনি ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ইতি।

কেবল পীরিতি রসে কৃষ্ণ বশ হয়।
সুখরূপে রহে কৃষ্ণ ভকত হৃদয় ॥
সুখরূপে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদন।
চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন ॥
পীরিতি সামান্য বলি না করিহ জ্ঞান।
সামান্য বিশেষ দুই একই সমান ॥
রেবানামে নদী তীরে তাথে বেত্র বন।
রাজপুত্র রাজকন্যা তাহাই মিলন ॥
পরকীয়া ভাবে রতি করে আস্বাদনে।
নবীন যৌবন ব্যক্ত হয় দিনে দিনে ॥
বিবাহিতা নহে কন্যা রাজার নন্দিনী।
পরম রূপসী সেই জগৎ মোহিনী ॥

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন। এই সকল পুরুষের সাত্ত্বিক ভাব প্রৌঢ় ও দেবোত্তম বলিয়া পূজিত ॥ ২১১ ॥

কোন মতে নরপতি সন্ধান বুঝিল।
সেই রাজপুত্রে কন্যা সমর্পণ কৈল॥
দোঁহার আনন্দ কিছু না যায় বর্ণন।
দরিদ্রে পাইল যেন ঘটভরা ধন॥
কুসুমশয্যাতে দোঁহে করিল শয়ন।
না হইল পূর্ব্বের সুখ করয়ে রোদন॥
কিবা ছিনু কিবা হৈনু কি করিনু হায়।
অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাখিনু হিয়ায়॥
সেই রাজপুত্র তুমি সেই রাজপুত্রী।
সুগন্ধ পুষ্পের বাসে সেই মধুরাত্রি॥
কোকিলের কলধ্বনি মন্দ সমীরণ।
তবে মোর চিত্ত কেন করে উচাটন॥
সুরত ভুঞ্জিতে যদি করিয়ে উপায়।
নদীতীরে বেত্রবনে তাথে মন ধায়॥
পরকীয়া ছাড়ি যদি স্বকীয়া আচরে।
এই মত বিয়োগিনী সুখ যায় দূরে॥

তথাহি প্রাচীন বাক্যং।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥২১২

যিনি কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন তিনিই আমার বর, সেই বসন্তরজনী, সেই প্রস্ফুটিত মালতী গন্ধ সম্পন্ন কদম্বের উদ্দাম

এই শ্লোক মহাপ্রভু কীর্ত্তনের স্থানে।
কি লাগিয়া পড়ে কেহ কিছুই না জানে॥
সামান্য বিশেষে হয় ভাব উদ্দীপন।
অতএব মহাপ্রভু করয়ে পঠন॥
সামান্য বলিয়া যদি হইত ঘৃণা ভয়।
তবে কেন আস্বাদিবে শচীর তনয়॥
বুঝিয়া করিবে কার্য্য সাধকের গণে।
না রহে সিংহের দুগ্ধ মৃত্তিকাভাজনে॥
স্বর্ণপাত্র বিনে সিংহদুগ্ধ নাহি রয়।
এমতি পীরিতি রীতি জানিলে সে হয়॥
পীরিতি আঁখর তিন যাহারে পশিল।
লাজ ভয় কুল শীল সকল তেজিল॥

তত্র পদং।

পীরিতি বলিয়া তিনটী আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে পশিল, সেই সে মজিল, কি তার কলঙ্ক লাজে॥ ইত্যাদি।

তিলে না দেখিলে তার যুগ বহি যায়।
দেখিলে অমূল্য ধন করতলে পায়॥
তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি।
মরিলে মরয়ে সঙ্গে যেন পতি সতী॥
শ্রীমহাভারতে আছে ব্যাসের লিখন।
গরুড়ে গিলিয়াছিল সপ্রিয় ব্রাহ্মণ॥

সমীরণ এবং আমিও সেই, তথাপি স্মরত ব্যাপারের লীলাবিধি-যুক্ত রেবানদী তীরে বেতসী তরুতলের জন্যই চিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ২১২॥

তার তেজে গরুড়ের শরীর দহিল।
সহিতে নারিল গরুড় কহিতে লাগিল॥
কে আছ অন্তরে মোর হওত বাহির।
কাহার অগ্নিতে মোর দহিছে শরীর॥
বিপ্র কহে শুন ওহে বিনতানন্দন।
মোরে গিলিয়াছ তুমি আমি ত ব্রাহ্মণ॥
মোর ব্রহ্মতেজে তোমার দহিছে অন্তর।
শুনিয়া গরুড় হইল অত্যন্ত কাতর॥
ভয় পাইয়া খগরাজ কৈল প্রণিপাত।
মুখ মেলি আমি, তুমি হওত নির্গত॥
বিপ্র কহে সঙ্গে মোর আছে প্রিয়তমা।
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর রূপে গুণে রমা॥
তাহাকে ছাড়িঞা আমি কেমনে যাইব।
তিল আধ না দেখিলে পরাণে মরিব॥
গরুড় বলে বিপ্র তুমি অবধান কর।
কৈবর্ত্তিনী সঙ্গে রহি তুমি কেন মর॥
গরুড়ের কথা শুনি কহিছে দ্বিজরাজ।
তাহা বিনে আমার জীবনে নাহি কাজ॥
তাহার সঙ্গে মরি যদি সফল জীবন।
মনের সন্তোষ হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
জ্বালায় পীড়িত গরুড় সহিতে নারিল।
কৈবর্ত্তিনী সঙ্গে বিপ্রে উগারি ফেলিল॥
প্রেয়সী লইঞা বিপ্র করিলা গমন।
প্রেয়সী বিপ্রের গুরু নির্ধনের ধন॥

পীরিতি লাগিয়া বিপ্র মরণ বাঞ্ছিল।
কহিতে অনেক আছে দিগ্ দেখাইল॥
পীরিতি লাগিঞা মৈল কবি বিদ্যাপতি।
তার সঙ্গে পুড়ি মৈল লছিমা যুবতী॥
পীরিতি আঁখর তিন অমিয়া সিঞ্চন।
ভক্তরূপ ধরি কৃষ্ণ করে আস্বাদন॥
ভকত বৎসল কৃষ্ণ অতি দয়াময়।
যে লাগি মানুষ দেহ করিলা আশ্রয়॥
ভজয়ে যেমতি ক্রিয়া মানুষ যেমত।
যাহা শুনি সব লোক হয় অনুগত॥
মানুষ স্বভাব ধর্ম্ম পীরিতি কেবল।
যাহা বিনে জগতের নাহি কিছু বল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৩৩। ৩৬।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
২১৩॥

অপ্রাকৃত কুসুমেষু ব্রজেন্দ্রকুমার।
প্রাকৃত মদন অঙ্গ হয় ত তাহার॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি হয়।
প্রাকৃত মদন সুখ তাহা আস্বাদয়॥
অপ্রাকৃত মনসিজ পরকীয়া ভাবে।
নিজ সুখ আস্বাদয়ে ব্রজের স্বভাবে॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ১৬৫ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২১৩॥

অপ্রাকৃত হৈঞা করে প্রাকৃত আশ্রয়।
এ বড়ি বিষম কথা বুঝিতে সংশয়॥
মানুষ স্বভাব ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ।
প্রাকৃত আশ্রয় হইঞা করে আস্বাদন॥
পুষ্প রস বিনে ভৃঙ্গ অন্য নাহি খায়।
রসবতী বিনে রসিক অন্যত্র না যায়॥
তরুকে বেষ্টিয়া লতা নাহি জানে আন।
তার সঙ্গে রহি করে তার রস পান॥
বৃক্ষ মরি গেলে যেন লতা মরি যায়।
পীরিতি স্বভাব ধর্ম্ম এই অভিপ্রায়॥
এই মত দোঁহাকার যদি হয় প্রীতি।
তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি॥
দোঁহার অধর সুধা দোঁহে করে পান।
পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান॥
নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ।
রিকার মধ্যমাক্ষর তাহাতে জনম॥
হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি।
তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি॥
অতুল তুলনা এই তিনটী আঁখর।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে মুনি মনোহর॥

তত্র পদং॥

'দোঁহার অধর সুধা রস পানে তাহে উপজিল পী।
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে তাহে উপজিল রি॥
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে তাহে উপজিল তি।
এ তিন আঁখর মুনি মনোহর তাহার তুলনা কি॥

চৈতন্যচরিত্র কিছু না যায় বর্ণন।
কোন রূপে কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন॥
নিরপেক্ষ আছিল পণ্ডিত দামোদর।
বাক্যদণ্ড করিলেন প্রভুর উপর॥
শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন।
প্রশংসা করিল সঙ্গে বহু ভক্তগণ॥
যদ্যপি করিল হিত প্রভুর লাগিয়া।
তবে কেনে প্রভু পাঠাইলেন নদীয়া॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার ধর্ম্ম করিতে পালন।
এ কোন মনের কথা কোন প্রয়োজন॥
কবিরাজ গোসাঞির সন্দেহ জন্মিল।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি বুঝিতে নারিল॥
চৈতন্যলীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে তাহা না পারি বুঝিতে
অতএব গূঢ়ার্থ কিছুই নাহি জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে পাড়ি টানাটানি॥
এই দুই বচনের অর্থ বিচারিতে।
কেবল ভজন মূল রহিল পীরিতে॥
ব্রজবাসির মধুরিমা পীরিতির ঘর।
তা শুনিঞা ক্ষুব্ধ হয় যাহার অন্তর॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা ধর্ম্ম।
লোভেতে উৎপন্ন ভাব এই তার মর্ম্ম॥
পীরিতি পরম রস উপাসনা যার।
সেই সে পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার॥

মায়ার স্বভাবে প্রীতি নারে আচরিতে।
বৈধীজাড্য শাস্ত্রগণ দেখিতে শুনিতে॥
পুত্র প্রতি পিতা যৈছে করয়ে বারণ।
জুজু দেখাইয়া হরে বালকের মন॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই পীরিতি আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সাধকানাং সম্বন্ধে ভক্তোপলক্ষেণ প্রীতিমাহাত্মকথনং নাম সপ্তমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ অষ্টমপ্রকরণং।

১। অথ রসনির্ণয়ঃ।

শৃঙ্গারঃ সর্ব্বমুৎকৃষ্টো রসালো রসিকঃ স্বয়ং।
বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ॥২১৪
বিষবদ্ বিপ্রলম্ভশ্চ যথা ব্যালস্য দংশনং।
সম্ভোগো নির্ব্বিষঃ সাক্ষাদযথৈবৌষধভক্ষণং॥২১৫॥

শৃঙ্গার রস স্বয়ং রসজ্ঞ কৃষ্ণের স্বরূপ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে তাহা দুই প্রকার॥ ২১৪॥

সর্প দংশনের মত বিষ জনিত কষ্টপ্রদ বলিয়া বিপ্রলম্ভ রসকে বলা যায়। ঔষধ ভক্ষণে দেহ হইতে বিষ নির্গত হইলে যেমন আনন্দ হয়, সম্ভোগ রসটী তদ্রূপ আনন্দ প্রদ॥ ২১৫॥

প্রেম্যপ্রেমী বিপ্রলম্ভশ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সম্ভোগোঽপি চতুর্দ্ধা স্যাৎ সর্ব্বত্র স্বাধীনো মতঃ॥
২১৬॥
পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥২১৭॥

তত্র।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্রাগঃ পূর্ব্বরাগো নিগদ্যতে।
সহেতুর্বা নির্হেতুর্বা হর্ষে মানঃ প্রজায়তে॥ ২১৮॥
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ ২১৯॥
পরদেশগতে পত্যৌ প্রবাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২২০॥

প্রেমযুক্ত ও প্রেমহীন বিপ্রলম্ভের চারি প্রকার ভেদ আছে এবং সম্ভোগ রসের ও চারি প্রকার ভেদ করিতে হয়। এই সম্ভোগ সর্ব্বত্র স্বাধীন॥ ২১৬॥

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস, বিপ্রলম্ভের এই চারি প্রকার ভেদ॥ ২১৭॥

শ্রবণ দর্শনাদিতে যে অনুরাগ তাহাই পূর্ব্বরাগ। হর্ষ যখন পূর্ণ হয় তখনি মানের উদয় হয়, এই মান সহেতু ও নির্হেতু ভেদে দুই প্রকার॥ ২১৮॥

প্রেমোৎকর্ষের স্বভাব বশতঃ প্রিয়ের নিকটে থাকিয়াই বিয়োগ-বুদ্ধিতে যে মনঃপীড়া, তাহাকে প্রেমবৈবিত্ত্য কহে॥ ২১৯॥

কান্ত বিদেশ গত হইলে প্রবাস নামক বিপ্রলম্ভ হয়॥ ২২০॥

বিরহান্তে যদা সঙ্গঃ সংক্ষিপ্তঃ স চ ভাসতে।
কোপস্যান্তে চ সঙ্কীর্ণঃ সাধূনামিতি সম্মতং ॥২২১॥

যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেত স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ২২২ ॥
যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥ ২২৩॥
দুর্ল্লভালোকয়োর্য্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥২২৪

বিরহের পর যে সঙ্গ তাহাই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, কোপের পর সঙ্গকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ কহে, ইহা সাধুগণের সম্মত ॥ ২২১ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতেও উক্ত আছে—যে স্থলে যুবক যুবতী ভয় লজ্জাদি সহকারে সঙ্ক্ষিপ্ত উপচার সকল উপভোগ করে তাহা সঙ্ক্ষিপ্ত সম্ভোগ। এবং যথায় অপ্রিয় বিষয় স্মরণাদি পূর্ব্বক উপকার সকল সঙ্কীর্ণ (মিশ্র) হয় তাহার নাম সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। এই সম্ভোগ তপ্ত ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণের ন্যায়। ইহাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন"এই প্রেমের আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ॥ ২২২ ॥ ২২৩ ॥

পূর্ব্বে পরাধীনতা বশতঃ বিরহদশায় ছিলেন বলিয়া যুবক যুবতী উভয়ে উভয়ের দর্শনকে যথায় দুর্ল্লভ মনে করেন এবং যথায় উপভোগটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কহে ॥ ২২৪ ॥

অথ নায়কভেদাঃ ॥

দক্ষিণশ্চানুকূলশ্চ ধীরোদাত্তবদান্যকৌ।
ধীরশান্ত-ধূর্ত্ত-ধীরললিতাশ্চ শঠস্তথা।
ধীরোদ্ধত প্রভৃতীনাং নায়কানাং নিরূপণং।
যস্য যা প্রকৃতিঃ পুংস উচ্যতে ক্রমশঃ শৃণু ॥২২৫॥
সর্ব্বত্র সমদর্শী চ দক্ষিণঃ শুভলক্ষণঃ।
আশ্বাসাত্তোষয়েৎ কান্তাং যঃ সোঽনুকূল উচ্যতে।
গম্ভীরগুণশালী চ ধীরোদাত্তো বদান্যকঃ।
ধীরশান্তঃ সদা ধীরঃ শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিতঃ।
অন্যসম্ভোগচিহ্নাঙ্গো মিথ্যাধূর্ত্তঃ প্রতারকঃ।
কৈতবানৃতযুক্তো যঃ শঠঃ সাক্ষাৎ প্রিয়ঙ্করঃ

অথ নায়ক ভেদ যথা—

দক্ষিণ, অনুকূল, ধীরোদাত্ত, বদান্য, ধীরশান্ত, ধূর্ত্ত, ধীরললিত শঠ, এবং ধীরোদ্ধত, ইত্যাদি নায়কগণের নিরূপণ অর্থাৎ যে পুরুষের যেরূপ প্রকৃতি তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর ॥২২৫

সর্ব্বত্র সমদর্শী ও শুভ লক্ষণ যুক্ত নায়ককে দক্ষিণ কহে। যিনি অশ্বাসবাক্যে কান্তাকে তুষ্ট করেন তাহার নাম অনুকূল। গম্ভীর-গুণশালী ও ভূরিদানশীলকে ধীরোদাত্ত কহে। সদা ধীর, শাস্ত্রদর্শী ও সুপণ্ডিতকে ধীরশান্ত কহে। অন্য নায়িকার সম্ভোগ চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াও যে মিথ্যা ও প্রতারণাবাক্যে পত্নীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে তাহার নাম ধূর্ত্ত। ছলও মিথ্যাবাক্য কথনশীল, সাক্ষাতে প্রিয়কারী ও অসাক্ষাতে অনিষ্টকারীকে শঠ কহে।

স ধীরললিতো যস্তু বিদগ্ধো যুবতীবশঃ।
ধীরোদ্ধতশ্চঞ্চলঃ স্যাদযস্তু যুদ্ধে সুপণ্ডিতঃ ॥২২৬॥

অথ নায়িকাভেদাঃ ॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাথাভিসারিকা।
কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
অন্যা বাসকসজ্জা স্যাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা ॥২২৭॥

লক্ষণানি যথা।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা ভর্ত্তা যদধীনো রসানুগঃ ॥
প্রভাতেঽন্যনখাঘাতাদ্যঙ্গে দৃষ্ট্বা পতিস্তু যা।
তাড়য়েৎ, খণ্ডিতা জ্ঞেয়া ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা ॥
অভিসারিকা চোন্মত্তা গৃহগৌরববর্জ্জিতা।

কলাকুশল ও যুবতীবশ নায়ককে ধীরললিত কহে। যুদ্ধকুশল ও চঞ্চলচিত্তকে ধীরোদ্ধত কহে ॥ ২২৬ ॥

অথ নায়িকা ভেদ যথা—

স্বাধীনভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা এবং উৎকণ্ঠিতা, এই আটপ্রকার নায়িকা ॥ ২২৭ ॥

যাহার পতি অনুরাগ বশতঃ অধীন হইয়া থাকে তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে। অন্য স্ত্রীর সুরত সম্ভোগ জনিত নখাঘাতাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভাতে পতি উপস্থিত হইলে ঈর্ষ্যাকষাতিত হইয়া তাহাকে যে স্ত্রী তাড়না করে, পণ্ডিতগণ তাদৃশ স্ত্রীকে খণ্ডিতা কহেন। কুল গৌরবাদি ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী

সঙ্কেতস্থানমায়াতি প্রিয়সঙ্গমহেতুনা ॥
পদাগ্রে পতিতং কান্তং নানাচাটুবিধায়কং।
উপেক্ষ্য তাপমাপ্নোতি কলহান্তরিতা মতা ॥
প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সঙ্কেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিং।
বিপ্রলব্ধাতু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভর্ত্তা বিহায় দূরতো গতঃ।
দুর্ব্বলা মলিনাঙ্গা চ রোদিত্যেব দিবানিশং ॥
কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জা স্যাদ্বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥
উৎকণ্ঠিতা মহোৎকণ্ঠা স্মারং স্মারঞ্চ দারুণং।
কান্তঞ্চ বিরসং মত্বা ন শেতে শয়নে ক্বচিৎ ॥২২৮॥

উন্মত্ত ভাবে প্রিয় জনের সঙ্গম জন্য সঙ্কেত স্থানে আগমন করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। কান্ত চরণসমীপে পতিত হইয়া নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও তাহাকে যে স্ত্রী উপেক্ষা করে এবং শেষে মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম কলহান্তরিতা। যাহার প্রিয়জন সঙ্কেত করিয়াও নিকটে আসেন না, সেই নিতান্ত অবমানিতা স্ত্রীকে বিপ্রলব্ধা কহে। যাহার পতি ত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করিয়াছেন, যে পত্নী সেই দুঃখে দিবা রাত্রি রোদন করিতে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। যাহার সখী বাস ভবন সজ্জিত করিয়া বেশভূষা করেন এবং নিজে কান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেই বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা স্ত্রীকে

মিলনে ললিতশ্চৈব শঠো ধৃষ্টশ্চ কথ্যতে।
ধীরোদাত্তধীরশান্তাবমিলায়ামিতি স্মৃতৌ ॥
ধীরোদ্ধতো দক্ষিণশ্চ স্বানুকূল ইতি ত্রয়ং।
অমিলায়াং মীলনে চ বদন্তি রসিকা জনাঃ ॥
স্যাদ্ধীরললিতঃ কুত্র কুত্র দক্ষিণ এব চ।
অনুকূলাদিভিঃ কুত্র একস্য ষষ্টিলক্ষণং ॥
সম্ভোগো মিলনে প্রোক্তো বিপ্রলম্ভস্ত্বমীলনে।
প্রেমাশ্চর্য্যে বিপ্রলম্ভ একত্র সঙ্গমীলনে ॥
কলহান্তরিতা পূর্ব্বং পুনঃ সায়াহ্নদর্শনে ॥

বাসকসজ্জা কহে। প্রবল উৎকণ্ঠা বশতঃ অনিষ্ট বিষয় বার বার স্মরণ করে এবং কান্তকে বিরস ভাবাপন্ন মনে করিয়া শয্যায় শয়ন করে না, তাহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে॥ ২২৮॥

মিলারসে ললিত, শঠ, ধৃষ্ট, এই তিন নায়ক এবং অমিলা রসে ধীরোদাত্ত ধীরশান্ত এই দুই নায়ক রসজ্ঞগণের অভিপ্রেত। কিন্তু ধীরোদ্ধত, দক্ষিণ এবং অনুকূল এই তিন নায়ককে অমিলা মিলা দুই রসেই উল্লেখ করেন। কোন কোন স্থলে দক্ষিণ ও ধীরললিত হয়, আবার ধীরললিতও দক্ষিণ হয়, এইরূপে অনুকূলাদি দ্বারা এক নায়কের ষষ্টি প্রকার লক্ষণ হইতে পারে। মিলনে সম্ভোগ, অমীলনে বিপ্রলম্ভ, কোথাও বা এক স্থানে সঙ্গ হইয়া মিলনাবস্থাতেও বিপ্রলম্ভ হইতে পারে, ইহা একটী প্রেমের আশ্চর্য্যাবস্থা। পূর্ব্বে মিলন হইয়াছে এবং সায়াহ্নকালে পুনশ্চ দর্শন হইবে এরূপ ক্ষেত্রেও কলহান্তরিতা হইতে পারে। মিলন

আশ্বাসান্মিলনে কুত্র তল্পাদিপরিকল্পনং।
বিলম্বে মিলিতঃ কান্তঃ ক্রমস্য চান্যলক্ষণং ॥
প্রাপ্তিসৌখ্যর্দ্ধি-সংহ্লাদ-ভাবচেষ্টাভিসারিকা ॥
ভবেদ্বাসকসজ্জা চৈকাত্যন্তিকদৃঢ়ত্বতঃ ॥
উৎকণ্ঠিতা ত্বৌদাসীন্যাচ্চপলা কিল কথ্যতে ॥
নৈরাশ্যবিকলা যাতু বিপ্রলব্ধেতি কথ্যতে ॥
বিষবৎ খণ্ডিতা কান্তা শান্তচেষ্টা প্রলভ্যতে।
উৎকণ্ঠিতাবিধিবশাৎ কলহান্তরিতা মতা ॥
স্বাধীনভাবমগ্না যা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা কান্তা পত্যৌ যাতে প্রবাসকং॥২২৯

বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াও বাসকসজ্জা নায়িকা শয্যাদি রচনা করেন, এই দশায় কান্ত বিলম্বে মিলিত হয়েন, ইহা বাসকসজ্জার পূর্ব্ব ক্রমের ভিন্ন লক্ষণ। প্রাপ্তি সুখের পরাকাষ্ঠা জন্য যে আহ্লাদ হয়, সেই ভাবচেষ্টাতেই অভিসারিকা অভিসার করে। কান্তের আগমন বিষয়ে স্থিরতরা হইয়া বাসকসজ্জা হয়। কান্ত মিলনে উদাসীন হইলে নায়িকার বঞ্চনা হয়, ইহাই উৎকণ্ঠিতা। নৈরাশ্য বশতঃ যে ফলের আশা করে না, সেই বিপ্রলব্ধা। খণ্ডিতা কান্তা বিষবৎ এবং শান্তচেষ্টাযুক্তা নায়ক কর্ত্তৃক প্রতারিতা হয়। উৎকণ্ঠিতার বিষয় বিশতই কলহান্তরিতা হইয়া থাকে। যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেও স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে। পতি প্রবাস গত হইলে নায়িকাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে ॥ ২২৯ ॥

অথ পদং।

অম্বর হেরি হরল ধনি সম্বিত কম্পিত থল থল অঙ্গ।
বাহু পসারি ধাই ধরু কাকরু, কো জানে মদনতরঙ্গ॥
সুন্দরি হাসি বচন কহু থোর।
নীল অঞ্চল লই, সঘনে আলিঙ্গই, নয়নে নিঝরে ঝরু লোর॥ধ্রু
কি শুনিনু কি পেখিনু কো জানে ঐছনে পুন কহে বাত।
দরশনে পরশ সব সমুঝ মানস, কোই কহবি হাতে হাত॥
অধোমুখ হোই রহই দিন যামিনী, ভাবিনী ভাব গভীর।
তরুণীরমণে ভণে, মরমহি জাগত, অদভুত শ্যাম শরীর॥ ১॥

তত্রৈব।

নিশি দিন ভাবি ভবনে ধনি রহই।
দারুণ মদন দহনে তনু দহই॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরমকি দুঃখ, কোই নাহি জানত, ক্ষেণে তনু কম্পই ঝম্পই কাম॥
মনে মনে সঘনে জপই প্রিয় নাম।
কানু কলপতরু, যো তনু উজর, সঙরিতে মনহি নয়নে বহে নীর॥
সখীগণ পরশে স্ববশ যদি হই।
মনমথ হৃদয় বিদারই সোই॥
রেণু পর পতই সুতই ক্ষিতি মাঝ।
উঠইতে লুঠই ঘটহ বহু লাজ॥
সখীগণ পেখি নিমিথ নাহি ছোড়।
তরুণীরমণ ভণে ক্ষণ তনু মোড়॥ ২॥

শ্রীরাধায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ।

চল চল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি, বিজুরী চমকে তথি, দগধল কুলবতী লাজ॥

সখি হে যব ধরি পেখিনু কাণ।
তব ধরি, জগ ভরি, ভরল কুসুমশর, নয়নে না হেরিয়ে আন ॥
মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়সি, বিগলিত মোহন বংশ।
কিয়ে জানি কোন, মনোরথে আকুল, কিশলয়দলে করু দংশ ॥
অতএব সোমুঝে,মন জলত অনুক্ষণ,বৈঠই দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস পহুঁ মিছই আশোয়াস অবহুঁ না মিলব কাণ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ।

রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী সখীসঞে রস পরখাই।
হসইতে খসই কতহি মণি মোতিম দশন কিরণ অবছাই ॥
সখি হে, কহইতে নাহি রহু লাজ।
সো বর নাগরী, হামারি মন বারণ, বাঁধল কুচগিরি মাঝ ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভয়ে সুন্দরী ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষবিষে তনু জর জর জীবনে না বাঁধই থেহা ॥
করে কর যুড়ি মোড়ি তনু সুন্দরী মো হেরি সখী করু কোর!
গোবিন্দদাস ভণ শ্রীনন্দনন্দন দোলত মদন হিল্লোর ॥ ৪ ॥

অন্যত্র চ।

রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই হৃদি মাঝ ॥
এ অতি অপরূপ, কো নিরমায়ল কো বিধি বিদগধ রাজ।
মাধব মদনবেদনে তনু ভোর।
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই, চমকি মহী লুঠই, সুবল সখা করু কোর ॥
মরম সখা সঞে, সকল নিবেদয়ে, কি ভেল পাপ পরাণ।
গোরিমুখ নিরখি, তরখি জিউ যায়ত, কতহি করব সাসপান ॥
তরুণিম অধর, সুধা কত বরিখত, বচন অমিঞা তছু মাঝ।
হেন মনে হোই, চরণে ধরি রোদই, পরিহরি পৌরুষ লাজ ॥

যো নাহি পাওল, বিধি না ঘটায়ল, পুন যদি অন্য কোন হোয়।
তরুণীরমণ ভণ, এই নিবেদন, আনি মিলায়বি মোয় ॥ ৫ ॥

তত্রৈব ॥

শুনহে সুবল সখা, আর কি পাইব দেখা,
পাশরিতে নারি সুধামুখী।
একথা কহিব কায়, কেবা পরতিত যায়,
মোর প্রাণ আমি তার সাথী ॥
সখা, ভাবিতে ভাবিতে তনু শেষ।
যদি কার্য্য নহে সিদ্ধি, না জানি কি করে বিধি,
অনলে করিব পরবেশ।
শুনিয়া সুবল কয়, আর না করিহ ভয়,
অবিলম্বে আনি দিব তোরে।
পূরাব মনের আশ, তবে সে জানিবে দাস,
বিলাস করিবে রসভরে ॥
কর যোড় করি শ্যাম, সখায় করে পরণাম,
ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু।
তরুণীরমণে বলে, রাখ রাঙ্গা পদতলে,
এবার তরাহ ভবসিন্ধু ॥ ৬ ॥

অথ সঙ্ক্ষিপ্তমিলনং।

বিরহান্তেতু যৎসঙ্গঃ সঙ্ক্ষিপ্তঃ স চ ভাসতে।
সঙ্কেতস্ত্বভয়কৃতশ্চাস্মিন্ সঙ্ক্ষিপ্তমীলনে।

বিরহের পর যে মিলন তাহাকে সঙ্ক্ষিপ্ত সম্ভোগ কহে, এই সম্ভোগের সঙ্কেত নায়ক নায়িকা উভয়েই করিয়া থাকেন। নির্জন

নির্দ্ধনো ধনসংপ্রাপ্তৌ স্পর্শালিঙ্গনচুম্বনং ॥ ২৩৮ ॥

অথ নায়কাভিসারঃ।

আদৌ শ্রদ্ধা নায়কস্য নায়িকাসঙ্গহেতুনা।

সঙ্কেতস্থানমাগম্য দূতিকাং প্রেরয়ত্যসৌ ॥ ২৩১ ॥

অথ কৃষ্ণাভিসার পদং।

স্বরচন বেশ, বয়স নবকৈশোর, আভরণে ঝলমল অঙ্গ।

চন্দ্রকোটি জিতি, বদন সুউজ্জ্বল, সুরেশ্বরী নয়ন তরঙ্গ ॥

মাধব কুঞ্জে করল অভিসার।

জয় বলি জগত, পূরল জগমোহন, মুরলী তান ফুকার।

সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে সুবলাদয়ঃ, কুঞ্জে করল পরবেশ।

কৈছন মিলব সোবর নাগরী, ঐছে মাগত উপদেশ ॥

উপজব সুখ দুঃখ, সব বিমোচব, কোন কামিনী অবলম্ব।

প্রথম সমাগম ভয় রহু ভাবই, তরুণীরমণ মন কম্প ॥ ৭ ॥

অথ কৃষ্ণস্য দূতীগমনং।

তত্র পদং ॥

শুন গো রাজার ঝি।

তোমারে বলিতে আসিয়াছি ॥

কাণু হেন ধনে, পরাণে বধিলে, একাজ করিলে কি ॥

লোকের ধনলাভের মত এই সম্ভোগে স্পর্শন, আলিঙ্গন ও চুম্ব-নাদি অতি আহ্লাদে সম্পাদিত হয় ॥ ২৩০ ॥

নায়কাভিসার বিষয়ে প্রথমতঃ বক্তব্য,—নায়ক, নায়িকার সঙ্গ নিমিত্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সঙ্কেত স্থানে আসিয়া নায়িকার নিকট দূতী প্রেরণ করেন ॥ ২৩১ ॥

বেলি অবসানে বেলে,
তুমি কবে গিয়াছিলা জলে॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলে সখীর গলে॥
দেখিয়া ও মুখ চান্দে, হিয়া স্থির নাহি বান্ধে, তুরিত গমনে
চিনিতে নারিল, উহাই বলিয়া কান্দে॥
গোপত বরত সেবি, তোরে বর দিল দেবা দেবী।
থোরি দরশনে আশ না পূরল, ভণে বিদ্যাপতি কবি॥ ৮॥

অন্যত্র॥

শুন ধনি, রমণীর শিরোমণি রাধে।
হেরইতে কাণু করল তোহেঁ সাধে॥
কালিন্দীক সলিলে যব তঁহু যাত।
কাঁখ হি কুম্ভ সখীগণ সাঁত॥
যব যমুনাকো তীরে তঁহু গেল।
মাধব তবহিঁ তরুতলে থেল॥
যই ক্ষণে হেরল তোমা মুখচান্দে।
যামিনী দিন অঝরে ঝরু কান্দে॥
উচল কুচযুগে হার উজোর।
স্মঙরিতে কম্পিত নন্দকিশোর॥
রামকলদী উরু পদ নখদ্বন্দ্ব।
সঘনে ফুকারই ব্রজকুল বন্ধু॥
অতিসরু সুন্দরি না করু বিলম্ব।
যদি জিয়ে মাধব তুয়া অবলম্ব॥
তরুণীরমণে ভণে বিহিক বিধান।
দরিদ্রে যৈছে করবি হেম দান॥ ৯॥

অথ রাধিকাভিসার।

রাই কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে, সুন্দর তনু, সাজাঞা কতেক ভাঁতি॥
নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর চিকুর বিচিত্র বেণী দুলিছে পৃষ্ঠের মাঝে॥
নয়নে কাজর সীঁথায় সিন্দূর তাহে চন্দনের রেখা।
নবজলধরে অরুণ কোণে নবীন চান্দের দেখা॥
রসের আবেশে গমন মন্থর ঢুলি ঢুলি চলি যায়।
আধ উড়নী, ঈষত হাসিনী, বঙ্কিম নয়নে চায়॥
সখীর সমাজে ভালে সে বিরাজে কলপতরুর মূলে।
শ্যামানন্দে পহুঁ আনন্দ মন্দিরে প্রাণবঁধুয়ার কোলে॥ ১০॥

নবযৌবনী ধনি, রমণীর শিরোমণি, অভিসরু সখীগণ সঙ্গ।
নব নব বসন, ভূষণ মণি আভরণ, বরণ পীতগুণ অঙ্গ॥
সুন্দরী কুঞ্জে করল অভিসারে।
একে নবযৌবনী, আর কুলকামিনী, ঘন ঘন দিক নেহারে॥
তব বনিতাচয়, সমীর সমাগম, যনু মন যাতহিঁ বাই।
পতিত পত্র সরস সুপদ ধ্বনি, ঘন তনু কম্পিত রাই॥
ফণিগণ বদনে, মণিগণ নিকসই, হেরইতে চমকই রামা।
দীপ ভরমে ধনি, মরমে বিয়াকুলি, সকল সখী এক ঠামা॥
বাজত বঙ্ক রতনমঞ্জি কিঙ্কিণী, কঙ্কণ করু সাবধানে।
অলখিতে ভাবিনী,গজগতি গামিনী, চলনে কোই নাহি জানে
গত সঙ্কেত, চেত রহিত চিত, হরষ দরশ রস মন্দ্রে।
তরুণীরমণে ভণে, কানু বিলাসিনি, ধাই ধর যাই চন্দ্রে॥ ১১॥

অথ নবোঢ়াতত্ত্বং।

আদৌ সঙ্গপ্রসঙ্গেন নবোঢ়া কথ্যতে বুধৈঃ।
মন্যতে বিষবৎ কান্তা পীড্যমানা দিনে দিনে ॥২৩২॥

তত্র পদং।

উনমত মাধব মনোরথে ভোর।
বাহু পসারি যুবতী লই কোর॥
ধনি ভেল চমকিত ঘন বহে শ্বাস।
নাগর হেরি পায়ল বহু ত্রাস॥
ধনি নাহি জানত পুরুষকি সঙ্গ।
কৈছে আলাপন কৈছন রঙ্গ॥
কাণু নয়ন ফণী গরল উগার।
পরশে বিরস তনু পাবক বিকার॥
মরি মরি বচন মরণ সম জান।
ছি ছি কি লাগি ইহ করলু পয়ান॥
যেন কদলীদল কলেবর কাঁপি।
বিমুখে রহল ধনি সকল তনু ঝাঁপি॥
হেরইতে কাতর নাগর চাঁদ।
মৃগিণী লাগি কাহে পাতলি ফাঁদ॥
তরুণীরমণে ভণে শুনহ কানাই।
পহিলকি রীত হয়ত সব ঠাঁই॥ ১২॥

নবপরিণীতা কামিনীতে প্রথমতঃ সম্ভোগের প্রসঙ্গ মাত্র হয়, এজন্য ইহাকে নবোঢ়া, কহে, কিন্তু দিন দিন সম্ভোগ বশতঃ পীড্যমানা হইলে পতি তাহাকে বিষবৎ মনে করেন॥ ২৩২॥

যতন করিয়া হরি, অমিয়া পিয়ায়লি, গরল বলিয়া ধনি ভাবি।
সুশীতল ঠাম, অনল বলি তেজই, কৈছন বুঝই না পারি॥
সুন্দরী কমল ফণা করি জান।
পরশিতে লম্ফ, কম্পই ঝম্পই, পড়ুতহি থান বিথান॥
পুণমিক জানি, চকোরবর মাতল, প্রতিপদ সো ভৈ গেল।
শ্যামক মুখ হেরি, সহচরী বোলত, মরণ সমান পুন ভেল॥
অসময় সময়, দ্বিগুণ দুঃখে জারল, জাগি রহল পাঁচবাণ।
তরুণীরমণে ভণে, কাহে কহব দুঃখ, বিষামৃতে একই সমান॥১৩

যতনে রাই লই মন্দিরে গেল।
নিজ নিজ সেবন সখীগণে কেল॥
নিচলে রহই ধনি হোই সুধীর।
অন্তর গর গর কপট বাহির॥
কাণু পরশ রস যদি নাহি জান।
দবশে হরষ মন সরস নয়ান॥
ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় বিথার।
বিরস লাজ ভয় তাহা অনিবার॥
তরুণীরমণ ভণ অভিনব রস।
পহিল কি রীত যুবতী অপযশ॥ ১৪॥

অথ দূতীভর্ৎসনপদং॥

অবোধ কুমতি দূতী না শুনলি বাণী।
কবিবর কোলে নলিনী দিল আনি॥
শ্যাম কমলী উহ কুলিশ কুমার।
মৃণাল সহিবে কিয়ে গিরিবর ভার॥
নব নব বৈঠল মদন বাজার।
পহি লহি টুটল কত রবে ভার॥

না ভেল বিকসিত কুমুদ বকুল।
অবোধ মধুকর অশোগে ব্যাকুল ॥
নাগর নাহি জানে নাগরীবিলাস।
কমল পড়িয়া গেল কোকিলপাশ ॥
জগন্নাথ দাসে বলে শুন বর নারি।
ধনি তুয়া মহিমা গরিমা বলিহারি ॥ ১৫ ॥

অথ সখীভর্ৎসন পদং।

সখীগণ আপন করিঞা হাম জান।
অন্তর বাহির নাহি করু ভাণ ॥
স্ত্রীবধে যাকর ভয় নাহি হোয়।
তাকর হাতে সঁপি দেহ মোয় ॥
পহি লহি আদর নয়ন বিভঙ্গ।
করইতে কোরে আন ভেয় রঙ্গ ॥
ইহ সব হামে সহা নাহি যায়।
পীরিতি পুরুখ সঞে কো করু চায় ॥
তরুণীরমণ ভণ অব নাহি জান।
সোই পুরুখ লাগি তেজবি পরাণ ॥ ১৬ ॥

অথ মানঃ।

অবিদগ্ধো যথা মানো দুর্জ্জয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিতৃষ্ণা ক্রোধজা মূর্চ্ছা জাতের্য্যা হরিণা সহ ॥২৩৩

যাহাতে কোন কৌশল থাকে না অথচ চরমদশা প্রাপ্ত হয় তাদৃশ মানই দুর্জ্জয় মান, ইহাতে বিতৃষ্ণা, ক্রোধবশতঃ মূর্চ্ছা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঈর্ষ্যার উদয় হয় ॥ ২৩৩ ॥

অথ পদং ॥

শ্যামনাম অব, যো মুঝে শুনায়ব, না হেরব তাকর মুখ।
কালিম বরণ, কবহুঁ না পেখব, তবহুঁ বিমোচব দুঃখ ॥
সখি, ঐছন মরম বিচার।
তাকর স্বরূপ, বিরূপ করি রাখবি, ঐছনে না হয়ে বিকার ॥
গুঞ্জ বিম্বফল, নব কিশলয় দল, বান্ধুলী করি দূর দেশ।
কর পদ অধর, এ সব সম তাকর, হেরইতে তনু করু শেষ ॥
কোকিল ষট্‌পদ, দুহুঁ দূরে তেজত, বাণী বরণ সম তার।
মৃগমদ উতপল, সুগন্ধি সুশীতল, পরশ করব নাহি আর ॥
আবরি দিকগণ, না চলু সমীরণ, আনবি তা তনুগন্ধ।
তেজহ সখীগণ, শিরপর ভূষণ, তাহে অতি নাচই মন্দ ॥
না পরব চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, চারু তিলক তছু ভালে।
তেজব নীলাম্বর, না হেরব অম্বর, দরশ হোয়ে মেঘ জালে ॥
মুদব শ্রুতিপথ, না শুনব হৃদিগত, সুমধুর মুরলী সুতান।
তরুণীরমণে ভণ, ঐছে করবি পুন, যাবধি রহবি পরাণ ॥ ১৭ ॥

ধনি ভেল মানিনী জানিল কাণ।
সহচরীচরণে করল পরণাম ॥
এ দূতি রঙ্গিণি শুন মেরো বাত।
সহই না পারিয়ে মদন বিঘাত ॥
এ সকল সুখু লাগায়বি আগি।
মুগধ মাধব তোঁহারি সোহাগি ॥
তব যদি সুন্দরি না মিটই মান।
পাছ হি চরণে করবি পরণাম ॥

মদনে পীড়িত কবি না পাইয়া দর্শন।
নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন॥
সেই পদ নৃপতিরে আসি শুনাইল।
শুনিয়া রাজার মনে সন্তোষ পাইল॥

তত্র পদং।

গোধূলী সময়ে পেখিনু বালা, যব ধনী মন্দির বাহির ভেলা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল দ্বিগুণ জ্বালা॥
সে যে অলপবয়সী বালা।
যার গাঁথনি পুহুপ মালা।
নবজলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব বাড়ায়ে গেলা।
সে যে গোরি কলেবর নুনা।
যার আঁচরে উজর সোণা।
কেশরী জিনিয়া, মাজা অতি ক্ষীণ, দোলায় লোচন কোণা।
ধনী রসের সন্ধান জানে।
যাকো হানল নয়ন বাণে।
চিরজীবী রহু রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতি ভণে॥ ইতি।

এবে কহি শ্রীলীলাশুকের বিবরণ।
যে মতে করিলা চিন্তামণিতে সঙ্গম॥
চিন্তামণি নামে বেশ্যা পরম রূপসী।
শচী তিলোত্তমা রূপে মেনকা উর্ব্বশী॥
তাহার সহিতে লীলাশুক মহাশয়।
আস্বাদিলা প্রেম সুখ কহন না যায়॥
পিতৃবাসর দিনে ব্রাহ্মণ ভুঞ্জাঞা।
অন্ন ব্যঞ্জন থালি কোটরা ভরিয়া॥

বেশ্যার লাগিঞা সব করিঞা সাজন।
কথক্ষণ চিন্তা মোর করিবে ভোজন॥
নদী তীরে আসি দেখে নাহি পারাপার।
কিরূপে যাইব আমি কিসে হবো পার॥
অন্তরে নিবিড় চেষ্টা বাহ্য নাহি জানে।
বেশ্যার নিকটে যাব এই মাত্র জানে॥
সকল ছাড়িঞা বেশ্যা তারে সার কৈল।
অন্য পুরুষের মুখ স্বপ্নে না দেখিল॥
এক মৃত শরীর আছিল জল মাঝে।
তারে লক্ষ্য করি পার হৈল দ্বিজরাজে॥
কদলীর স্কন্ধ বলি টানিঞা রাখিল।
বেশ্যার মন্দিরে আসি উপনীত হইল॥
হইয়াছে অনেক রাত্রি বেশ্যা নিদ্রাগত।
উত্তর না পাইল বিপ্র ডাকিলেক কত॥
কৃষ্ণ ভুজঙ্গম এক লোকশব্দ পাইয়া।
প্রাচীরের গর্ত্তে অঙ্গ রহিল লুকাঞা॥
রজ্জু জ্ঞান করি তারে টানিয়া ধরিল।
প্রাচীর উপরে চড়ি লাফিয়া পড়িল॥
দ্বার খুলি অন্ন লইয়া প্রবেশিলা ঘরে।
চেতন পাইয়া রামা উঠিলা সত্বরে॥
অঙ্গের দুর্গন্ধ পাইয়া হইল চমৎকার।
কিরূপে আইলা নদী কিসে হইলা পার॥
বিপ্র কহে রজ্জু ধরি প্রাচীর লঙ্ঘিলু।
কদলীর স্কন্ধাশ্রয়ে নদী পার হইল॥

রজ্জু কদলীস্কন্ধ চিহ্নিত করিতে।
প্রদীপ লইয়া যায় দাসীগণ সাঁথে॥
প্রাচীরে দেখিল সর্প টানে মরিয়াছে।
কলাস্কন্ধ নহে মৃত তথা পড়িয়াছে॥
বেশ্যাব দর্শনে বিপ্রের উৎকণ্ঠা ঘুচিল।
মৃত সর্প মৃত তনু প্রতীত হইল॥
বেশ্যা কহে এত রতি আমা প্রতি কেনে।
কৃষ্ণ প্রতি হইলে খণ্ডে ভবাদি বন্ধনে॥
এত শুনি বিপ্র বেশ্যার চরণ বন্দিল।
বিচ্ছেদে বিপিন মাঝে প্রবেশ করিল॥
বেশ্যার বিরহ যত না যায় বর্ণন।
কেনে বা কহিল বিপ্রে দারুণ বচন॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
হাহা প্রাণনাথ বলি কান্দে উভরায়॥
এথা লীলাশুক লইয়া কর অবধান।
বেশ্যার বিরহে তার না রহে জীবন॥
বেশ্যাকে করিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে গোপীর ভাব কৈল অঙ্গীকার॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় রসোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্য রসাশ্রয়, করিয়াছে মহাশয়,
যাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়॥

বেশ্যার বিচ্ছেদে দুঃখ করিল বর্ণন।
তাহার প্রমাণ তার শ্রীমুখ বচন॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ২০৯ ॥

উন্মাদ পাইয়া কৃষ্ণে পুনঃ হারাইল।
সম্বোধন করি পুনঃ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি তত্রৈব ৪০

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥২১০॥

তিন দিন উপবাসী বিপিনে বসিয়া।
বেশ্যার যতেক গুণ কৃষ্ণে মিশাইয়া ॥
বিরহে পড়িয়া যত করিল ক্রন্দন।
সাক্ষাৎ হইলা আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন

হে হরে, তোমার দর্শন ব্যতীত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দিন অধন্য বলিয়া বোধ হয়। হে অনাথবন্ধো, হে করুণৈকসিন্ধো, বড়ই দুঃখে বলিতেছি যে, আমি কিরূপে ঐ দিন সকল যাপন করিব ॥ ২০৯ ॥

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায়, হায়, কবে আপনাকে দর্শন করিব? ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণ কহে তুমি মোর জন্মে জন্মে দাস।
তোমার যতেক লীলা আমার বিলাস॥
তোমার বর্ণন শুনি রহিতে নারিল।
অতএব আসি আমি দরশন দিল॥
তোমার বর্ণন মোর কর্ণের অমৃত।
অতএব নাম ইহার "কৃষ্ণকর্ণামৃত"॥
গোপীদেহ পাইয়া তুমি হইবা অনুচরী।
নিত্য স্থান হইল তোমার বৃন্দাবন পুরী॥
এত দিনে আমার হইলে তুমি দাসী।
অনুক্রমে আসিয়া মিলিবে দিবানিশি॥
এত বলি অন্তর্ধান ব্রজপুরনাথ।
অবশেষে তাহাকে করিল আত্মসাৎ॥
পীরিতি ভজিয়া কৃষ্ণ পাইল তিন জন।
পীরিতি পরম বস্তু জানিহ কারণ॥
নায়কে পশিয়া চিত্ত নায়িকা সকল।
আনুগত্যে পাইল কৃষ্ণ ভকতবৎসল॥
এই সব কবি হয় শুদ্ধ সত্ত্বময়।
এ সভার পরকীয়া দেবোত্তম হয়॥

তথাহি।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ॥

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস তারানাম্নী রজকীর সঙ্গী এবং বিদ্যাপতি রাজকন্যা অথচ রাজপত্নী লছিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীতে এবং লীলাশুক

বেশ্যা চিন্তামণিস্তত্র সক্তো লীলাশুকস্তথা।
এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ়ঃ সুরোত্তমঃ
॥ ২১১ ॥

আনের কা কথা চৈতন্যদেব শিরোমণি।
যা সভার পদ গীত আস্বাদে আপনি ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ইতি।

কেবল পীরিতি রসে কৃষ্ণ বশ হয়।
সুখরূপে রহে কৃষ্ণ ভকত হৃদয় ॥
সুখরূপে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদন।
চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন ॥
পীরিতি সামান্য বলি না করিহ জ্ঞান।
সামান্য বিশেষ দুই একই সমান ॥
রেবানামে নদী তীরে তাথে বেত্র বন।
রাজপুত্র রাজকন্যা তাহাই মিলন ॥
পরকীয়া ভাবে রতি করে আস্বাদনে।
নবীন যৌবন ব্যক্ত হয় দিনে দিনে ॥
বিবাহিতা নহে কন্যা রাজার নন্দিনী।
পরম রূপসী সেই জগৎ মোহিনী ॥

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন। এই সকল পুরুষের সাত্ত্বিক ভাব প্রৌঢ় ও দেবোত্তম বলিয়া পূজিত ॥ ২১১ ॥

কোন মতে নরপতি সন্ধান বুঝিল।
সেই রাজপুত্রে কন্যা সমর্পণ কৈল॥
দোঁহার আনন্দ কিছু না যায় বর্ণন।
দরিদ্রে পাইল যেন ঘটভরা ধন॥
কুসুমশয্যাতে দোঁহে করিল শয়ন।
না হইল পূর্ব্বের সুখ করয়ে রোদন॥
কিবা ছিনু কিবা হৈনু কি করিনু হায়।
অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাখিনু হিয়ায়॥
সেই রাজপুত্র তুমি সেই রাজপুত্রী।
সুগন্ধ পুষ্পের বাসে সেই মধুরাত্রি॥
কোকিলের কলধ্বনি মন্দ সমীরণ।
তবে মোর চিত্ত কেন করে উচাটন॥
সুরত ভুঞ্জিতে যদি করিয়ে উপায়।
নদীতীরে বেত্রবনে তাথে মন ধায়॥
পরকীয়া ছাড়ি যদি স্বকীয়া আচরে।
এই মত বিয়োগিনী সুখ যায় দূরে॥

তথাহি প্রাচীন বাক্যং।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥২১২

যিনি কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন তিনিই আমার বর, সেই বসন্তরজনী, সেই প্রস্ফুটিত মালতী গন্ধ সম্পন্ন কদম্বের উদ্দাম

এই শ্লোক মহাপ্রভু কীর্ত্তনের স্থানে।
কি লাগিয়া পড়ে কেহ কিছুই না জানে॥
সামান্য বিশেষে হয় ভাব উদ্দীপন।
অতএব মহাপ্রভু করয়ে পঠন॥
সামান্য বলিয়া যদি হইত ঘৃণা ভয়।
তবে কেন আস্বাদিবে শচীর তনয়॥
বুঝিয়া করিবে কার্য্য সাধকের গণে।
না রহে সিংহের দুগ্ধ মৃত্তিকাভাজনে॥
স্বর্ণপাত্র বিনে সিংহদুগ্ধ নাহি রয়।
এমতি পীরিতি রীতি জানিলে সে হয়॥
পীরিতি আঁথর তিন যাহারে পশিল।
লাজ ভয় কুল শীল সকল তেজিল॥

তত্র পদং।

পীরিতি বলিয়া তিনটী আঁথর বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে পশিল, সেই সে মজিল, কি তার কলঙ্ক লাজে॥ ইত্যাদি।

তিলে না দেখিলে তার যুগ বহি যায়।
দেখিলে অমূল্য ধন করতলে পায়॥
তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি।
মরিলে মরয়ে সঙ্গে যেন পতি সতী॥
শ্রীমহাভারতে আছে ব্যাসের লিখন।
গরুড়ে গিলিয়াছিল সপ্রিয় ব্রাহ্মণ॥

সমীরণ এবং আমিও সেই, তথাপি সুরত ব্যাপারের লীলাবিধি-যুক্ত রেবানদী তীরে বেতসী তরুতলের জন্যই চিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ২১২॥

তার তেজে গরুড়ের শরীর দহিল।
সহিতে নারিল গরুড় কহিতে লাগিল ॥
কে আছ অন্তরে মোর হওত বাহির।
কাহার অগ্নিতে মোর দহিছে শরীর ॥
বিপ্র কহে শুন ওহে বিনতানন্দন।
মোরে গিলিয়াছ তুমি আমি ত ব্রাহ্মণ ॥
মোর ব্রহ্মতেজে তোমার দহিছে অন্তর।
শুনিয়া গরুড় হইল অত্যন্ত কাতর ॥
ভয় পাইয়া খগরাজ কৈল প্রণিপাত।
মুখ মেলি আমি, তুমি হওত নির্গত ॥
বিপ্র কহে সঙ্গে মোর আছে প্রিয়তমা।
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর রূপে গুণে রমা ॥
তাহাকে ছাড়িঞা আমি কেমনে যাইব।
তিল আধ না দেখিলে পরাণে মরিব ॥
গরুড় বলে বিপ্র তুমি অবধান কর।
কৈবর্ত্তিনী সঙ্গে রহি তুমি কেন মর ॥
গরুড়ের কথা শুনি কহিছে দ্বিজরাজ।
তাহা বিনে আমার জীবনে নাহি কাজ ॥
তাহার সঙ্গে মরি যদি সফল জীবন।
মনের সন্তোষ হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
জ্বালায় পীড়িত গরুড় সহিতে নারিল।
কৈবর্ত্তিনী সঙ্গে বিপ্রে উগারি ফেলিল ॥
প্রেয়সী লইঞা বিপ্র করিলা গমন।
প্রেয়সী বিপ্রের গুরু নির্দ্ধনের ধন ॥

পীরিতি লাগিয়া বিপ্র মরণ বাঞ্ছিল।
কহিতে অনেক আছে দিগ্ দেখাইল॥
পীরিতি লাগিঞা মৈল কবি বিদ্যাপতি।
তার সঙ্গে পুড়ি মৈল লছিমা যুবতী॥
পীরিতি আঁখর তিন অমিয়া সিঞ্চন।
ভক্তরূপ ধরি কৃষ্ণ করে আস্বাদন॥
ভকত বৎসল কৃষ্ণ অতি দয়াময়।
যে লাগি মানুষ দেহ করিলা আশ্রয়॥
ভজয়ে যেমতি ক্রিয়া মানুষ যেমত।
যাহা শুনি সব লোক হয় অনুগত॥
মানুষ স্বভাব ধর্ম্ম পীরিতি কেবল।
যাহা বিনে জগতের নাহি কিছু বল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৩৩। ৩৬।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥
২১৩॥

অপ্রাকৃত কুসুমেষু ব্রজেন্দ্রকুমার।
প্রাকৃত মদন অঙ্গ হয় ত তাহার॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি হয়।
প্রাকৃত মদন সুখ তাহা আস্বাদয়॥
অপ্রাকৃত মনসিজ পরকীয়া ভাবে।
নিজ সুখ আস্বাদয়ে ব্রজের স্বভাবে॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ১৬৫ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২১৩॥

অপ্রাকৃত হৈঞা করে প্রাকৃত আশ্রয়।
এ বড়ি বিষম কথা বুঝিতে সংশয়॥
মানুষ স্বভাব ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ।
প্রাকৃত আশ্রয় হইঞা করে আস্বাদন॥
পুষ্প রস বিনে ভৃঙ্গ অন্য নাহি খায়।
রসবতী বিনে রসিক অন্যত্র না যায়॥
তরুকে বেষ্টিয়া লতা নাহি জানে আন।
তার সঙ্গে রহি করে তার রস পান॥
বৃক্ষ মরি গেলে যেন লতা মরি যায়।
পীরিতি স্বভাব ধর্ম্ম এই অভিপ্রায়॥
এই মত দোঁহাকার যদি হয় প্রীতি।
তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি॥
দোঁহার অধর সুধা দোঁহে করে পান।
পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান॥
নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ।
রিকার মধ্যমাক্ষর তাহাতে জনম॥
হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি।
তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি॥
অতুল তুলনা এই তিনটী আঁখর।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে মুনি মনোহর॥

তত্র পদং॥

'দোঁহার অধর সুধা রস পানে তাহে উপজিল পী।
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে তাহে উপজিল রি॥
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে তাহে উপজিল তি।
এ তিন আঁখর মুনি মনোহর তাহার তুলনা কি॥

চৈতন্যচরিত্র কিছু না যায় বর্ণন।
কোন রূপে কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন॥
নিরপেক্ষ আছিল পণ্ডিত দামোদর।
বাক্যদণ্ড করিলেন প্রভুর উপর॥
শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন।
প্রশংসা করিল সঙ্গে বহু ভক্তগণ॥
যদ্যপি করিল হিত প্রভুর লাগিয়া।
তবে কেনে প্রভু পাঠাইলেন নদীয়া॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার ধর্ম্ম করিতে পালন।
এ কোন মনের কথা কোন প্রয়োজন॥
কবিরাজ গোসাঞির সন্দেহ জন্মিল।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি বুঝিতে নারিল॥
চৈতন্যলীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে তাহা না পারি বুঝিতে
অতএব গূঢ়ার্থ কিছুই নাহি জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে পাড়ি টানাটানি॥
এই দুই বচনের অর্থ বিচারিতে।
কেবল ভজন মূল রহিল পীরিতে॥
ব্রজবাসির মধুরিমা পীরিতির ঘর।
তা শুনিঞা ক্ষুব্ধ হয় যাহার অন্তর॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা ধর্ম্ম।
লোভেতে উৎপন্ন ভাব এই তার মর্ম্ম॥
পীরিতি পরম রস উপাসনা যার।
সেই সে পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার॥

মায়ার স্বভাবে প্রীতি নারে আচরিতে।
বৈধীজাড্য শাস্ত্রগণ দেখিতে শুনিতে॥
পুত্র প্রতি পিতা যৈছে করয়ে বারণ।
জুজু দেখাইয়া হরে বালকের মন॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই পীরিতি আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সাধকানাং সম্বন্ধে ভক্ত্যোপলক্ষেণ প্রীতিমাহাত্ম্যকথনং নাম সপ্তমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ অষ্টমপ্রকরণং।

১। অথ রসনির্ণয়ঃ।

শৃঙ্গারঃ সর্ব্বমুৎকৃষ্টো রসালো রসিকঃ স্বয়ং।
বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ ॥২১৪
বিষবদ্ বিপ্রলম্ভশ্চ যথা ব্যালস্য দংশনং।
সম্ভোগো নির্ব্বিষঃ সাক্ষাদযথৈবৌষধভক্ষণং ॥২১৫॥

শৃঙ্গার রস স্বয়ং রসজ্ঞ কৃষ্ণের স্বরূপ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে তাহা দুই প্রকার ॥ ২১৪ ॥

সর্প দংশনের মত বিষ জনিত কষ্টপ্রদ বলিয়া বিপ্রলম্ভ রসকে বলা যায়। ঔষধ ভক্ষণে দেহ হইতে বিষ নির্গত হইলে যেমন আনন্দ হয়, সম্ভোগ রসটী তদ্রূপ আনন্দ প্রদ ॥ ২১৫ ॥

প্রেম্যপ্রেমী বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সম্ভোগোঽপি চতুর্দ্ধা স্যাৎ সর্ব্বত্র স্বাধীনো মতঃ॥
২১৬॥

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥২১৭॥

তত্র।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্রাগঃ পূর্ব্বরাগো নিগদ্যতে।
সহেতুর্বা নির্হেতুর্বা হর্ষে মানঃ প্রজায়তে॥২১৮॥
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥২১৯॥
পরদেশগতে পত্যৌ প্রবাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥২২০॥

প্রেমযুক্ত ও প্রেমহীন বিপ্রলম্ভের চারি প্রকার ভেদ আছে এবং সম্ভোগ রসের ও চারি প্রকার ভেদ করিতে হয়। এই সম্ভোগ-সর্ব্বত্র স্বাধীন॥২১৬॥

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস, বিপ্রলম্ভের এই চারি প্রকার ভেদ॥২১৭॥

শ্রবণ দর্শনাদিতে যে অনুরাগ তাহাই পূর্ব্বরাগ। হর্ষ যখন পূর্ণ হয় তখনি মানের উদয় হয়, এই মান সহেতু ও নির্হেতু ভেদে দুই প্রকার॥২১৮॥

প্রেমোৎকর্ষের স্বভাব বশতঃ প্রিয়ের নিকটে থাকিয়াই বিয়োগ-বুদ্ধিতে যে মনঃপীড়া, তাহাকে প্রেমবৈবিত্ত্য কহে॥২১৯॥

কান্ত বিদেশ গত হইলে প্রবাস নামক বিপ্রলম্ভ হয়॥২২০॥

বিরহান্তে যদা সঙ্গঃ সংক্ষিপ্তঃ স চ ভাসতে।
কোপস্যান্তে চ সঙ্কীর্ণঃ সাধূনামিতি সম্মতং ॥২২১॥

যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ ॥

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেত স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ২২২ ॥
যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥ ২২৩॥
দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥২২৪

বিরহের পর যে সঙ্গ তাহাই সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, কোপের পর সঙ্গকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ কহে, ইহা সাধুগণের সম্মত ॥ ২২১ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতেও উক্ত আছে—যে স্থলে যুবক যুবতী ভয় লজ্জাদি সহকারে সঙ্ক্ষিপ্ত উপচার সকল উপভোগ করে তাহা সঙ্ক্ষিপ্ত সম্ভোগ। এবং যথায় অপ্রিয় বিষয় স্মরণাদি পূর্ব্বক উপকার সকল সঙ্কীর্ণ (মিশ্র) হয় তাহার নাম সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। এই সম্ভোগ তপ্ত ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণের ন্যায়। ইহাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন"এই প্রেমের আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ॥ ২২২ ॥ ২২৩ ॥

পূর্ব্বে পরাধীনতা বশতঃ বিরহদশায় ছিলেন বলিয়া যুবক যুবতী উভয়ে উভয়ের দর্শনকে যথায় দুর্লভ মনে করেন এবং যথায় উপভোগটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কহে ॥ ২২৪ ॥

অথ নায়কভেদাঃ ॥

দক্ষিণশ্চানুকূলশ্চ ধীরোদাত্তবদান্যকৌ।
ধীরশান্ত-ধূর্ত্ত-ধীরললিতাশ্চ শঠস্তথা।
ধীরোদ্ধত প্রভৃতীনাং নায়কানাং নিরূপণং।
যস্য যা প্রকৃতিঃ পুংস উচ্যতে ক্রমশঃ শৃণু ॥২২৫॥
সর্ব্বত্র সমদর্শী চ দক্ষিণঃ শুভলক্ষণঃ।
আশ্বাসাত্তোষয়েৎ কান্তাং যঃ সোঽনুকূল উচ্যতে।
গম্ভীরগুণশালী চ ধীরোদাত্তো বদান্যকঃ।
ধীরশান্তঃ সদা ধীরঃ শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিতঃ।
অন্যসম্ভোগচিহ্নাঙ্গো মিথ্যাধূর্ত্তঃ প্রতারকঃ।
কৈতবানৃতযুক্তো যঃ শঠঃ সাক্ষাৎ প্রিয়ঙ্করঃ

অথ নায়ক ভেদ যথা—

দক্ষিণ, অনুকূল, ধীরোদাত্ত, বদান্য, ধীরশান্ত, ধূর্ত্ত, ধীরললিত শঠ, এবং ধীরোদ্ধত, ইত্যাদি নায়কগণের নিরূপণ অর্থাৎ যে পুরুষের যেরূপ প্রকৃতি তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর ॥২২৫

সর্ব্বত্র সমদর্শী ও শুভ লক্ষণ যুক্ত নায়ককে দক্ষিণ কহে। যিনি অশ্বাসবাক্যে কান্তাকে তুষ্ট করেন তাহার নাম অনুকূল। গম্ভীর-গুণশালী ও ভূরিদানশীলকে ধীরোদাত্ত কহে। সদা ধীর, শাস্ত্রদর্শী ও সুপণ্ডিতকে ধীরশান্ত কহে। অন্য নায়িকার সম্ভোগ চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াও যে মিথ্যা ও প্রতারণাবাক্যে পত্নীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে তাহার নাম ধূর্ত্ত। ছলও মিথ্যাবাক্য কথনশীল, সাক্ষাতে প্রিয়কারী ও অসাক্ষাতে অনিষ্টকারীকে শঠ কহে।

স ধীরললিতো যস্তু বিদগ্ধো যুবতীবশঃ।
ধীরোদ্ধতশ্চঞ্চলঃ স্যাদযস্তু যুদ্ধে সুপণ্ডিতঃ ॥২২৬॥

অথ নায়িকাভেদাঃ ॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাথাভিসারিকা।
কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
অন্যা বাসকসজ্জা স্যাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা ॥২২৭॥

লক্ষণানি যথা।

স্বাধীনভর্ত্তৃকা ভর্ত্তা যদধীনো রসানুগঃ ॥
প্রভাতেঽন্যনখাঘাতাদ্যঙ্গে দৃষ্ট্বা পতিস্তু যা।
তাড়য়েৎ, খণ্ডিতা জ্ঞেয়া ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা ॥
অভিসারিকা চোন্মত্তা গৃহগৌরববর্জ্জিতা।

কলাকুশল ও যুবতীবশ নায়ককে ধীরললিত কহে। যুদ্ধকুশল ও চঞ্চলচিত্তকে ধীরোদ্ধত কহে ॥ ২২৬ ॥

অথ নায়িকা ভেদ যথা—

স্বাধীনভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা এবং উৎকণ্ঠিতা, এই আটপ্রকার নায়িকা ॥ ২২৭ ॥

যাহার পতি অনুরাগ বশতঃ অধীন হইয়া থাকে তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে। অন্য স্ত্রীর সুরত সম্ভোগ জনিত নখাঘাতাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভাতে পতি উপস্থিত হইলে ঈর্ষ্যাকষায়িত হইয়া তাহাকে যে স্ত্রী তাড়না করে, পণ্ডিতগণ তাদৃশ স্ত্রীকে খণ্ডিতা কহেন। কুল গৌরবাদি ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী

সঙ্কেতস্থানমায়াতি প্রিয়সঙ্গমহেতুনা ॥
পদাগ্রে পতিতং কান্তং নানাচাটুবিধায়কং।
উপেক্ষ্য তাপমাপ্নোতি কলহান্তরিতা মতা ॥
প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সঙ্কেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিং।
বিপ্রলব্ধাতু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা ভর্ত্তা বিহায় দূরতো গতঃ।
দুর্ব্বলা মলিনাঙ্গা চ রোদিত্যেব দিবানিশং ॥
কুরুতে মণ্ডনং যস্যাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জা স্যাদ্বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥
উৎকণ্ঠিতা মহোৎকণ্ঠা স্মারং স্মারঞ্চ দারুণং।
কান্তঞ্চ বিরসং মত্বা ন শেতে শয়নে ক্বচিৎ ॥২২৮॥

উন্মত্ত ভাবে প্রিয় জনের সঙ্গম জন্য সঙ্কেত স্থানে আগমন করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। কান্ত চরণসমীপে পতিত হইয়া নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও তাহাকে যে স্ত্রী উপেক্ষা করে এবং শেষে মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম কলহান্তরিতা। যাহার প্রিয়জন সঙ্কেত করিয়াও নিকটে আসেন না, সেই নিতান্ত অবমানিতা স্ত্রীকে বিপ্রলব্ধা কহে। যাহার পতি ত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করিয়াছেন, যে পত্নী সেই দুঃখে দিবা রাত্রি রোদন করিতে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে। যাহার সখী বাস ভবন সজ্জিত করিয়া বেশভূষা করেন এবং নিজে কান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেই বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা স্ত্রীকে

মিলনে ললিতশ্চৈব শঠো ধৃষ্টশ্চ কথ্যতে।
ধীরোদাত্তধীরশান্তাবমিলায়ামিতি স্মৃতৌ ॥
ধীরোদ্ধতো দক্ষিণশ্চ স্বানুকূল ইতি ত্রয়ং।
অমিলায়াং মীলনে চ বদন্তি রসিকা জনাঃ ॥
স্যাদ্ধীরললিতঃ কুত্র কুত্র দক্ষিণ এব চ।
অনুকূলাদিভিঃ কুত্র একস্য যষ্টিলক্ষণং ॥
সম্ভোগো মিলনে প্রোক্তো বিপ্রলম্ভস্ত্বমীলনে।
প্রেমাশ্চর্য্যে বিপ্রলম্ভ একত্র সঙ্গমীলনে ॥
কলহান্তরিতা পূর্ব্বং পুনঃ সায়াহ্নদর্শনে ॥

বাসকসজ্জা কহে। প্রবল উৎকণ্ঠা বশতঃ অনিষ্ট বিষয় বার বার স্মরণ করে এবং কান্তকে বিরস ভাবাপন্ন মনে করিয়া শয্যায় শয়ন করে না, তাহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে॥ ২২৮ ॥

মিলারসে ললিত, শঠ, ধৃষ্ট, এই তিন নায়ক এবং অমিলা রসে ধীরোদাত্ত ধীরশান্ত এই দুই নায়ক রসজ্ঞগণের অভিপ্রেত। কিন্তু ধীরোদ্ধত, দক্ষিণ এবং অনুকূল এই তিন নায়ককে অমিলা মিলা দুই রসেই উল্লেখ করেন। কোন কোন স্থলে দক্ষিণ ও ধীরললিত হয়, আবার ধীরললিতও দক্ষিণ হয়, এইরূপে অনুকূলাদি দ্বারা এক নায়কের ষষ্টি প্রকার লক্ষণ হইতে পারে। মিলনে সম্ভোগ, অমীলনে বিপ্রলম্ভ, কোথাও বা এক স্থানে সঙ্গ হইয়া মিলনাবস্থাতেও বিপ্রলম্ভ হইতে পারে, ইহা একটী প্রেমের আশ্চর্য্যাবস্থা। পূর্ব্বে মিলন হইয়াছে এবং সায়াহ্নকালে পুনশ্চ দর্শন হইবে এরূপ ক্ষেত্রেও কলহান্তরিতা হইতে পারে। মিলন

আশ্বাসান্মিলনে কুত্র তল্পাদিপরিকল্পনং।
বিলম্বে মিলিতঃ কান্তঃ ক্রমস্য চান্যলক্ষণং ॥
প্রাপ্তিসৌখ্যর্দ্ধি-সংহ্লাদ-ভাবচেষ্টাভিসারিকা ॥
ভবেদ্বাসকসজ্জা চৈকাত্যন্তিকদৃঢ়ত্বতঃ ॥
উৎকণ্ঠিতা ত্বৌদাসীন্যাচ্চপলা কিল কথ্যতে ॥
নৈরাশ্যবিকলা যাতু বিপ্রলব্ধেতি কথ্যতে ॥
বিষবৎ খণ্ডিতা কান্তা শান্তচেষ্টা প্রলভ্যতে।
উৎকণ্ঠিতাবিধিবশাৎ কলহান্তরিতা মতা ॥
স্বাধীনভাবমগ্না যা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা কান্তা পত্যৌ যাতে প্রবাসকং॥২২৯

বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াও বাসকসজ্জা নায়িকা শয্যাদি রচনা করেন, এই দশায় কান্ত বিলম্বে মিলিত হয়েন, ইহা বাসকসজ্জার পূর্ব্ব ক্রমের ভিন্ন লক্ষণ। প্রাপ্তি সুখের পরাকাষ্ঠা জন্য যে আহ্লাদ হয়, সেই ভাবচেষ্টাতেই অভিসারিকা অভিসার করে। কান্তের আগমন বিষয়ে স্থিরতরা হইয়া বাসকসজ্জা হয়। কান্ত মিলনে উদাসীন হইলে নায়িকাব বঞ্চনা হয়, ইহাই উৎকণ্ঠিতা। নৈরাশ্য বশতঃ যে ফলের আশা করে না, সেই বিপ্রলব্ধা। খণ্ডিতা কান্তা বিষবৎ এবং শান্তচেষ্টাযুক্তা নায়ক কর্ত্তৃক প্রতারিতা হয়। উৎকণ্ঠিতার বিষয় বিশতই কলহান্তরিতা হইয়া থাকে। যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেও স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে। পতি প্রবাস গত হইলে নায়িকাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা কহে॥ ২২৯॥

অথ পদং।

অম্বর হেরি হরল ধনি সম্বিত কম্পিত থল থল অঙ্গ।
বাহু পসারি ধাই ধরু কাকরু, কো জানে মদনতরঙ্গ॥
সুন্দরি হাসি বচন কহু থোর।
নীল অঞ্চল লই, সঘনে আলিঙ্গই, নয়নে নিঝরে ঝরু লোর॥ধ্রু
কি শুনিনু কি পেখিনু কো জানে ঐছনে পুন কহে বাত।
দরশনে পরশ সব সমুঝ মানস, কোই কহবি হাতে হাত॥
অধোমুখ হোই রহই দিন যামিনী, ভাবিনী ভাব গভীর।
তরুণীরমণে ভণে, মরমহি জাগত, অদভুত শ্যাম শরীর॥ ১॥

তত্রৈব।

নিশি দিন ভাবি ভবনে ধনি রহই।
দারুণ মদন দহনে তনু দহই॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরমকি দুঃখ, কোই নাহি জানত, ক্ষেণে তনু কম্পই ঝম্পই কাম॥
মনে মনে সঘনে জপই প্রিয় নাম।
কানু কলপতরু, যো তনু উজর, সঙরিতে মনহি নয়নে বহে নীর॥
সখীগণ পরশে স্ববশ যদি হই।

রেণু পর পতই সুতই ক্ষিতি মাঝ।
উঠইতে লুঠই ঘটই বহু লাজ॥
সখীগণ পেখি নিমিখ নাহি ছোড়।
তরুণীরমণ ভণে ক্ষণ তনু মোড়॥ ২॥

শ্রীরাধায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ।

চল চল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি, বিজুরী চমকে তথি, দগধল কুলবতী লাজ॥

সখি হে যব ধরি পেখিনু কাণ।
তব ধরি, জগ ভরি, ভরল কুসুমশর, নয়নে না হেরিয়ে আন॥
মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়সি, বিগলিত মোহন বংশ।
কিয়ে জানি কোন, মনোরথে আকুল, কিশলয়দলে করু দংশ॥
অতএব সোমুঝে,মন জলত অনুক্ষণ,বৈঠই দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস পহুঁ মিছই আশোয়াস অবহুঁ না মিলব কাণ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ।

রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী সখীসঞে রস পরখাই।
হসইতে খসই কতহি মণি মোতিম দশন কিরণ অবছাই॥
সখি হে, কহইতে নাহি রহু লাজ।
সো বর নাগরী, হামারি মন বারণ, বাঁধল কুচগিরি মাঝ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভয়ে সুন্দরী ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষবিষে তনু জর জর জীবনে না বাঁধই থেহা॥
করে কর যুড়ি মোড়ি তনু সুন্দরী মো হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ শ্রীনন্দনন্দন দোলত মদন হিল্লোর॥ ৪॥

অন্যত্র চ।

রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই হৃদি মাঝ॥
এ অতি অপরূপ, কো নিরমায়ল কো বিধি বিদগধ রাজ।
মাধব মদনবেদনে তনু ভোর।
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই, চমকি মহী লুঠই, সুবল সখা করু কোর॥
মরম সখা সঞে, সকল নিবেদয়ে, কি ভেল পাপ পরাণ।
গোরিমুখ নিরখি, তরখি জিউ যায়ত, কতহি করব সাবধান॥
তরুণিম অধর, সুধা কত বরিখত, বচন অমিঞা তছু মাঝ।
হেন মনে হোই, চরণে ধরি রোদই, পরিহরি পৌরুষ লাজ॥

দেখা নাহি পাওল, বিধি না ঘটায়ল, পুন যদি অন্য কোন হোয়।
তরুণীরমণ ভণ, এই নিবেদন, আনি মিলায়বি মোয় ॥ ৫ ॥

তত্রৈব ॥

শুনহে সুবল সখা, আর কি পাইব দেখা,
পাশরিতে নারি সুধামুখী।
একথা কহিব কায়, কেবা পরতিত যায়,
মোর প্রাণ আমি তার সাথী ॥
সখা, ভাবিতে ভাবিতে তনু শেষ।
যদি কার্য্য নহে সিদ্ধি, না জানি কি করে বিধি,
অনলে করিব পরবেশ।
শুনিয়া সুবল কয়, আর না করিহ ভয়,
অবিলম্বে আনি দিব তোরে।
পূরাব মনের আশ, তবে সে জানিবে দাস,
বিলাস করিবে রসভরে ॥
কর যোড় করি শ্যাম, সখায় করে পরণাম,
ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু।
তরুণীরমণে বলে, রাখ রাঙ্গা পদতলে,
এবার তরাহ ভবসিন্ধু ॥ ৬ ॥

অথ সঙ্ক্ষিপ্তমিলনং।

বিরহান্তেতু যৎসঙ্গঃ সঙ্ক্ষিপ্তঃ স চ ভাসতে।
সঙ্কেতস্তু ভয়কৃতশ্চাস্মিন্ সঙ্ক্ষিপ্তমীলনে।

বিরহের পর যে মিলন তাহাকে সঙ্ক্ষিপ্ত সম্ভোগ কহে, এই সম্ভোগের সঙ্কেত নায়ক নায়িকা উভয়েই করিয়া থাকেন। নির্জন

নির্ধনো ধনসংপ্রাপ্তৌ স্পর্শালিঙ্গনচুম্বনং ॥ ২৩০ ॥

অথ নায়কাভিসারঃ।

আদৌ শ্রদ্ধা নায়কস্য নায়িকাসঙ্গহেতুনা।
সঙ্কেতস্থানমাগম্য দূতিকাং প্রেরয়ত্যসৌ ॥ ২৩১ ॥

অথ কৃষ্ণাভিসার পদং।

সুরচন বেশ, বয়স নবকৈশোর, আভরণে ঝলমল অঙ্গ।
চন্দ্রকোটি জিতি, বদন সুউজ্জ্বল, সুরেশ্বরী নয়ন তরঙ্গ ॥
মাধব কুঞ্জে করল অভিসার।
জয় বলি জগত, পূরল জগমোহন, মুরলী তান ফুকার।
সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে সুবলাদয়ঃ, কুঞ্জে করল পরবেশ।
কৈছন মিলব সোবর নাগরী, ঐছে মাগত উপদেশ ॥
উপজব সুখ দুঃখ, সব বিমোচব, কোন কামিনী অবলম্ব।
প্রথম সমাগম ভয় রহু ভাবই, তরুণীরমণ মন কম্প ॥ ৭ ॥

অথ কৃষ্ণস্য দূতীগমনং।

তত্র পদং ॥

শুন গো রাজার ঝি।
তোমারে বলিতে আসিয়াছি ॥
কাণু হেন ধনে, পরাণে বধিলে, একাজ করিলে কি ॥

লোকের ধনলাভের মত এই সম্ভোগে স্পর্শন, আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি অতি আহ্লাদে সম্পাদিত হয় ॥ ২৩০ ॥

নায়কাভিসার বিষয়ে প্রথমতঃ বক্তব্য,—নায়ক, নায়িকার সঙ্গ নিমিত্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক-সঙ্কেত স্থানে আসিয়া নায়িকার নিকট দূতী প্রেরণ করেন ॥ ২৩১ ॥

বেলি অবসানে বেলে,
তুমি কবে গিয়াছিলা জলে ॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলে সখীর গলে ॥
দেখিয়া ও মুখ চান্দে, হিয়া স্থির নাহি বান্ধে, তুরিত গমনে
চিনিতে নারিল, উহাই বলিয়া কান্দে ॥
গোপত বরত সেবি, তোরে বর দিল দেবা দেবী।
থোরি দরশনে আশ না পূরল, ভণে বিদ্যাপতি কবি ॥ ৮ ॥

অন্যত্র ॥

শুন ধনি, রমণীর শিরোমণি রাধে।
হেরইতে কানু করল তোহেঁ সাধে ॥
কালিন্দীক সলিলে যব তুঁহু যাত।
কাঁখ হি কুম্ভ সখীগণ সাঁত ॥
যব যমুনাকো তীরে তুঁহু গেল।
মাধব তবহিঁ তরুতলে থেল ॥
যই ক্ষণে হেরল তোমা মুখচান্দে।
যামিনী দিন অঝরে ঝরু কান্দে ॥
উচল কুচযুগে হার উজোর।
স্মঙরিতে কম্পিত নন্দকিশোর ॥
রামকলদী উরু পদ নখদ্বন্দ্ব।
সঘনে ফুকারই ব্রজকুল বন্ধু ॥
অতিসরু সুন্দরি না করু বিলম্ব।
যদি জিয়ে মাধব তুয়া অবলম্ব ॥
তরুণীরমণে ভণে বিহিক বিধান।
দরিদ্রে যৈছে করবি হেম দান ॥ ৯ ॥

অথ রাধিকাভিসার।

রাই কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে, সুন্দর তনু, সাজাঞা কতেক ভাঁতি॥
নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর চিকুর বিচিত্র বেণী তুলিছে পৃষ্ঠের মাঝে॥
নয়নে কাজর সীঁথায় সিন্দূর তাহে চন্দনের রেখা।
নবজলধরে অরুণ কোণে নবীন চান্দের দেখা॥
রসের আবেশে গমন মন্থর ঢুলি ঢুলি চলি যায়।
আধ উড়নী, ঈষত হাসিনী, বঙ্কিম নয়নে চায়॥
সখীর সমাজে ভালে সে বিরাজে কলপতরুর মূলে।
শ্যামানন্দে পহুঁ আনন্দ মন্দিরে প্রাণবঁধুয়ার কোলে॥ ১০ ॥

নবযৌবনী ধনি, রমণীর শিরোমণি, অভিসরু সখীগণ সঙ্গ।
নব নব বসন, ভূষণ মণি আভরণ, বরণ পীতগুণ অঙ্গ॥
সুন্দরী কুঞ্জে করল অভিসারে।
একে নবযৌবনী, আর কুলকামিনী, ঘন ঘন দিক নেহারে॥
তব বনিতাচয়, সমীর সমাগম, যনু মন যাতহিঁ বাই।
পতিত পত্র সরস সুপদ ধ্বনি, ঘন তনু কম্পিত রাই॥
ফণিগণ বদনে, মণিগণ নিকসই, হেরইতে চমকই রামা।
দীপ ভরমে ধনি, মরমে বিয়াকুলি, সকল সখী এক ঠামা॥
বাজত বঙ্ক রতনমঞ্জি কিঙ্কিণী, কঙ্কণ করু সাবধানে।
অলখিতে ভাবিনী, গজগতি গামিনী, চলনে কোই নাহি জানে
গত সঙ্কেত, চেত রহিত চিত, হরষ দরশ রস মন্দ্রে।
তরুণীরমণে ভণে, কানু বিলাসিনি, ধাই ধর যাই চন্দ্রে॥ ১১ ॥

অথ নবোঢ়াতত্ত্বং।

আদৌ সঙ্গপ্রসঙ্গেন নবোঢ়া কথ্যতে বুধৈঃ।
মন্যতে বিষবৎ কান্তা পীড্যমানা দিনে দিনে ॥২৩২॥

তত্র পদং।

উনমত মাধব মনোরথে ভোর।
বাহু পসারি যুবতী লই কোর॥
ধনি ভেল চমকিত ঘন বহে শ্বাস।
নাগর হেরি পায়ল বহু ত্রাস॥
ধনি নাহি জানত পুরুষকি সঙ্গ।
কৈছে আলাপন কৈছন রঙ্গ॥
কাণু নয়ন ফণী গরল উগার।
পরশে বিরস তনু পাবক বিকার॥
মরি মরি বচন মরণ সম জান।
ছি ছি কি লাগি ইহ করলু পয়ান॥
যেন কদলীদল কলেবর কাঁপি।
বিমুখে রহল ধনি সকল তনু ঝাঁপি॥
হেরইতে কাতর নাগর চাঁদ।
মৃগিণী লাগি কাহে পাতলি ফাঁদ॥
তরুণীরমণে ভণে শুনহ কানাই।
পহিলকি রীত হয়ত সব ঠাঁই॥ ১২॥

নবপরিণীতা কামিনীতে প্রথমতঃ সম্ভোগের প্রসঙ্গ মাত্র হয়, এজন্য ইহাকে নবোঢ়া, কহে, কিন্তু দিন দিন সম্ভোগ বশতঃ পীড্যমানা হইলে পতি তাহাকে বিষবৎ মনে করেন॥ ২৩২॥

যতন করিয়া হরি, অমিয়া পিয়ায়লি, গরল বলিয়া ধনি ভাবি।
সুশীতল ঠাম, অনল বলি তেজই, কৈছন বুঝই না পারি॥
সুন্দরী কমল ফণা করি জান।
পরশিতে লম্ফ, কম্পই ঝম্পই, পড়তহি থান বিথান॥
পুণমিক জানি, চকোরবর মাতল, প্রতিপদ সো ভৈ গেল।
শ্যামরু মুখ হেরি, সহচরী বোলত, মরণ সমান পুন ভেল॥
অসময় সময়, দ্বিগুণ দুঃখে জারল, জাগি রহল পাঁচবাণ।
তরুণীরমণে ভণে, কাহে কহব দুঃখ, বিষামৃতে একই সমান॥১৩

যতনে রাই লই মন্দিরে গেল।
নিজ নিজ সেবন সখীগণে কেল॥
নিচলে রহই ধনি হোই সুধীর।
অন্তর গর গর কপট বাহির॥
কানু পরশ রস যদি নাহি জান।
দরশে হরষ মন সরস নয়ান॥
ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় বিথার।
বিরস লাজ ভয় তাহা অনিবার॥
তরুণীরমণ ভণ অভিনব রস।
পঁহিল কি রীত যুবতী অপযশ॥ ১৪॥

অথ দূতীভর্ৎসনপদং॥

অবোধ কুমতি দূতী না শুনলি বাণী।
কবিবর কোলে নলিনী দিল আনি॥
শ্যাম কমলী উহ কুলিশ কুমার।
মৃণাল সহিবে কিয়ে গিরিবর ভার॥
নব নব বৈঠল মদন বাজার।
পহি লহি টুটল কত রবে ভার॥

না ভেল বিকসিত কুমুদ বকুল।
অবোধ মধুকর অযোগে ব্যাকুল ॥
নাগর নাহি জানে নাগরীবিলাস।
কমল পড়িয়া গেল কোকিলপাশ ॥
জগন্নাথ দাসে বলে শুন বর নারি।
ধনি তুয়া মহিমা গরিমা বলিহারি ॥ ১৫ ॥

অথ সখীভর্ৎসন পদং।

সখীগণ আপন করিঞা হাম জান।
অন্তর বাহির নাহি করু ভাণ ॥
স্ত্রীবধে যাকর ভয় নাহি হোয়।
তাকর হাতে সঁপি দেহ মোয় ॥
পহি লহি আদর নয়ন বিভঙ্গ।
করইতে কোরে আন ভেয় রঙ্গ ॥
ইহ সব হামে সহা নাহি যায়।
পীরিতি পুরুখ সঞে কো করু চায় ॥
তরুণীরগণ ভণ অব নাহি জান।
সোই পুরুখ লাগি তেজবি পরাণ ॥ ১৬ ॥

অথ মানঃ।

অবিদগ্ধো যথা মানো দুর্জ্জয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিতৃষ্ণা ক্রোধজা মূর্চ্ছা জাতের্ষ্যা হরিণা সহ ॥২৩৩

যাহাতে কোন কৌশল থাকে না অথচ চরমদশা প্রাপ্ত হয় তাদৃশ মানই দুর্জ্জয় মান, ইহাতে বিতৃষ্ণা, ক্রোধবশতঃ মূর্চ্ছা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঈর্ষ্যার উদয় হয় ॥ ২৩৩ ॥

অথ পদং ॥

শ্যামনাম অব, যো মুঝে শুনায়ব, না হেরব তাকর মুখ।
কালিম বরণ, কবহুঁ না পেখব, তবহুঁ বিমোচব দুঃখ ॥
সখি, ঐছন মরম বিচার।
তাকর স্বরূপ, বিরূপ করি রাখবি, ঐছনে না হয়ে বিকার ॥
গুঞ্জ বিম্বকল, নব কিশলয় দল, বান্ধুলী করি দূর দেশ।
কর পদ অধর, এ সব সম তাকর, হেরইতে তনু করু শেষ ॥
কোকিল ষট্‌পদ, দুহুঁ দূরে তেজত, বাণী বরণ সম তার।
মৃগমদ উতপল, সুগন্ধি সুশীতল, পরশ করব নাহি আর ॥
আবরি দিকগণ, না চলু সমীরণ, আনবি তা তনুগন্ধ।
তেজহ সখীগণ, শিরপর ভূষণ, তাহে অতি নাচই মন্দ ॥
না পরব চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, চারু তিলক তছু ভালে।
তেজব নীলাম্বর, না হেরব অম্বর, দরশ হোয়ে মেঘ জালে ॥
মুদব শ্রুতিপথ, না শুনব হৃদিগত, সুমধুর মুরলী সুতান।
তরুণীরমণে ভণ, ঐছে করবি পুন, যাবধি রহবি পরাণ ॥ ১৭ ॥

ধনি ভেল মানিনী জানিল কাণ।
সহচরীচরণে করল পরণাম ॥
এ দূতি রঙ্গিণি শুন মেরো বাত।
সহই না পারিয়ে মদন বিঘাত ॥
এ সকল সুখ লাগায়বি আগি।
মুগধ মাধব তোঁহারি সোহাগি ॥
তব যদি সুন্দরি না মিটই মান।
পাছ হি চরণে করবি পরণাম ॥

তরুণীরমণ ভণ কি কহবি আর।
জাগি রহল মনে স্মরণ তোঁহার ॥ ১৮ ॥
অন্যত্র চ ॥
এ দুতি সুন্দরি করু অবধান।
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ ॥
তুঁহু সে চতুর দুতী কি কহবি হাম।
ঐছে করিবি যাথে সিদ্ধি হউ কাম ॥
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে যদি পরবোধ ধরিবি তার পায় ॥
রঙ্গিনী আনি যদি মিলায়বি মোর।
নিশ্চয় কহিল দুতি দাস হব তোর ॥
গোবিন্দ দাস কহে মনে অভিলাষ।
সো ধনী লাগি অব তরুতলে বাস ॥ ১
কাণুকো বচন শুনি গদ গদ ভাষ।
মিললি সহচরী রাইকো পাশ ॥
কহতহি সহচরী শুন বর গৌর।
তুয়া লাগি হালত নন্দকিশোর ॥
তুয়া রূপ নিরমই দেওত কোর।
হেরইতে ঘন তহিঁ লোচনে নোর ॥
যব নাহি সুন্দরি করবি পয়ান।
অব জিও তেজব নাগর কাণ ॥
সহই না পারই মদন হুতাশ।
চামর ঢুলায়ত গোবিন্দ দাস ॥ ২০ ॥
হেমবরণী রাই কনক চাঁপা।
বিধি দিয়াছে রূপ অঞ্জলি মাপা ॥

তোহেঁ গোরি ধনি সো কাল অঙ্গ।
তোহেঁ তাহেঁ ভাল মিলবি সঙ্গ॥
এ নব যৌবন ধনি না করু নট।
অবিলম্বে শ্যাম নাগর ভেট॥
মিনতি করিয়া লোচনে কয়।
তুমি গেলে শ্যামের পরাণ রয়॥ ২১॥

অন্যত্র চ।

সুন্দরি দূরে করু মান দুরন্ত।
নাম মন্ত্র তব, উপাসিত মাধব, যোগী ভেই ভাবী একান্ত॥
গুণ যশ কুণ্ডল শ্রবণে সুনির্ম্মল নিরিভিত তীর্থ নিকুঞ্জ।
দারুণ প্রেম শরে অতিশয় কাতর অব জই পুঞ্জ নিপুঞ্জ॥
কুচ ঘট নিকট, নিভৃত আবৃত, তছু করতহি আশে।
অদভুত হৃদয়ে, বিমোহিত অতিশয়, আন দুঃখ বিনাশে॥
তব তনু গন্ধ, সমীর সহ সঙ্গ, নাসা করু পরবেশে।
তাম্বূল চর্ব্বিত পতিত মহীতলে, দৌ পানে দৌ অবশেষে॥
কি করবি মান, দান দেহ সুন্দরি, ধনহীনে রতন মান।
নিজ যশ লাগি, আগি দেহ দুঃখপর, তরুণীরমণ পরণাম॥ ২২॥

প্রত্যুত্তরং।

বিমুখ দেব বব, নামহি কি করব, গুণ যশ ঐছন ভাস।
যাকর ভয়ে সোই, সব সুখ তেজই, সো মুঝে হৃদয়ে করু বাস॥
কি করব পুণ্যফল, তীর্থ বিরিখ মূল, নিজ সুখে দুঃখ অপার।
নিজ কাজ সাধই, আন জনে বাধই, কি করব পবন আহার॥
সো নহে ধনহীন, জগ মাঝে পরবীণ, মান রতন কিয়ে কাজ।
বিশেষে যোগী জন, জগমানে পরবীণ, নারীপরশে বহু লাজ॥

নাহি মোর যশ, আর অপযশ, হাম কুলবতী নারী।
তাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, এখন সে দুখে মরি ॥
সতত ব্যাকত, আর কত কত, বাঢ়ত দুঃখসিন্ধু।
তরুণীরমণে ভণে, কিকরব আগুনে, লাখ যোজনে এক বিন্দু ॥২৩॥

নিরসনচিত, ভীত মানি সহচরী, মিলল নাগর পাশ।
কাণু নেহারি, বারি ঝরু লোচনে, বদনে নাহিক সই ভাষ ॥
নাগর তেজহ তাকর সঙ্গ।
তোহাঁরি নামে, বাম ভৈ বৈঠল, বাঢ়ল মদনতরঙ্গ ॥
কতহি যতন করি, বেরি বেরি সাধনু, চরণে করনু পরণাম।
করপুট পাণি, বাণী বহু সবিনয়, ঠাড়ে রহিনু সোই ঠাম ॥
দশনে তৃণ ধরি, বেরি বেরি সাধনু, কহলহি বিপরীত তোহাঁরি।
শুনইতে মানে, মরণ পথ সাধই, চমকই দরশ হামারি ॥
কি কহব কি করব, কহই নাপারই, কাঠ কঠিন সম সোয়।
তরণীরমণে ভণে, আপহি অভিসরু, জানি পরসন্ন হোয় ॥ ২৪ ॥

সহচরীবচন, শ্রবণে যব শুনল, মরমহি মুরুছিত কাণ।
সো দশ দিশহি, তিমিরসম হেরই, প্রেমজলে ভরল নয়ান ॥
মাধব তৈখনে করু অভিসার।
রাই কো মন্দিরে, তুরিতে চলি আওল, কি করব করই বিচার ॥
শ্যামরু চরণে, নূপুর ঘন ঝঙ্করু, রাইক শ্রুতিগত ভেল।
মান কি ভরমে, ধরম পথ রোধল, পাণি পিঠ নাহি দেল ॥
সদনে প্রবেশি, বিহসি ব্রজসুন্দর, বৈঠল রাইকো পাশ।
অনুনয় বচনে, বোলত চিত চোরই, বোলত সুমধুর ভাষ ॥
পঙ্কজ ষটপদ, কবহু নাহি তেজত, শুভ অশুভ নাহি জান।
অনল জ্বলন, মলয় শুভ সৌরভ, নিশি দিশি একই সমান ॥

কি এ বিপরীত, চরিত নাহি বুঝিয়ে, পাণি পাথর ভেও আগি।
তরুণীরমণে ভণে, ললিত গলিত গুণে, দোগুণ দূর রহু ভাগি॥ ২৫॥

অন্যত্র চ।

মদনকি বাত, কুসুম শরে দারুণ, বন বৃন্দাবন মাঝ।
সো দিন তোহাঁরি, চরণ শরণ করি, পরিহরি পৌরষ লাজ॥
সুন্দরি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনোরথ জোরে, নয়নশরে হানল, অস্থির হামারি পরাণ।
তহুঁ শরে জর জর, জীবন অন্তর, কিয়ে করব নাহি জান॥
নিজ যশ চাই, অব দেয়বি তুহুঁ, অধরে সুধারস পান॥
তুয়া হিয়ে হার, তরঙ্গিণী হেরইতে, কুচ কনকাচল ছায়ে।
ঐছে তাপিত জনে, গোপতে রাখবি, বঙ্ক গোবিন্দে গুণ গায়ে॥২৬

তত্রৈব।

রাধা বদন চন্দ্র মধুরাধর সুধাময় বোল।
দশনকি পাঁতি, কাঁতি মণি মোতিম, হিয়াপর হার বিলোল॥
সুন্দরি আজু ক্ষেমহ অপরাধ।
হাম পতিত জনে, জনম ভাগিহীনে, নিজ গুণে করহ প্রসাদ॥
সরস কপোল, লোল মণি কুণ্ডল, উচ কুচ বিহি নিরমাণ।
কতহুঁ যতন করি, হেরই না পারই, মরমহি মুরছল কাণ॥
সরস নয়ানে, করহ অবলোকন, হাসি কহত মৃদু ভাষ।
হৃদয়ক তাপ, আগে সব টুটব, দুহুঁক মরম দুখ নাশ॥
রাইক হাত, মাথে ধরি মাধব, লাখ শপতি মোহে দেল।
কঠিন কপাট, হৃদয়ে নাহি ভেদল, নাগর ঘর চলি গেল॥
বিমুখল কাল, মান সর নিরমল, বিগতি পড়তহি গোরি।
তরুণীরমণ ভণ, আজি বুঝব পুন, কৈছন প্রেমক ভোরি॥২৭॥

অথ পূর্ব্বোক্তকলহান্তরিতা। তত্র পদং।

মানদহন দুঃখে, বিমুখল মাধব, সাধব অব কুন কাম।
পাপ পরাণ, অবহু নাহি, নিকসই, যাই রহল সোই ঠাম॥
সখি হে পুন নাকি আওবি সোয়।
কঠিন হৃদয় মোর, মরণ না বুঝনু, কুদিন লাগল মোয়॥
কতহি যতন করি, বেরি বেরি সাধল, চরণ পরশি বহু বার।
দুই ভুজ বুকে, মুখে মৃদু ভাষই, নয়নে গলয়ে জলধার॥
বেরি এক সরস, নয়নে নাহি হেরিনু, না কহিনু সুমধুর বাত।
কানু পরশমণি, ভরমে খোয়াইনু, মান নহুব করি হাত॥
আপন ভবন, বিপিনসম লাগই, জাগই মরমহি কাণ।
তরুণীরমণ পহুঁ, মুরছই মহীতলে, রজনী দিবস নাহি জান॥২৮॥

অন্যত্র।

চরণে ধরিয়া হরি, হার পরায়লি, গাথি আপন নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলু, দূরহি ডারলু, মানিনী অবনত মাথ॥
সখি হে, বিধি মোরে নিদারুণ ভেল।
দগধ মান মোঝে, বিমুখল মাধব, রোখে বিমুখ ভৈই গেল॥
গিরিধর মাধব, বাহু ধরি সাধল, হাম নাহি পালটি নেহার।
হাতক নছিমী, চরণ পর ডারিনু, অব কি করব পরকার॥
সো বহু বল্লভ, সহজহি দুর্ল্লভ, দরশন লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব, তবহি মনোরথপূর॥ ২৯॥

অথ সখীং প্রতি প্রার্থনা।

হরি পরিরম্ভণ বিবিধ বিকার।
হাম চিটুল কিয়ে পারি সহিবার॥

তা কর দুঃখে দ্বিগুণ দুঃখ ভেল।
কি করব দৈব নিদারুণ কেল ॥
পুনরপি আসি মিলব যদি মোয়।
যাউ রহুক জিও যো করু সোয় ॥
এ সখি সহচরি না করু বিলম্ব।
কহবি চাটু করি না করিবি দম্ভ ॥
যদি নাহি আনি মিলায়বি কাণ।
তরুণীরমণ ভণ তেজব পরাণ ॥ ৩০ ॥

অথ পূর্ব্বোক্তা উৎকণ্ঠিতা।

তত্র পদং।

মাধব করু অবধান।
সুন্দরী তেজই পরাণ ॥
দারুণ হৃদয় কি তাপ।
দারুণ ধনিকো বিলাপ ॥
অভিসরু না করু বিলম্ব।
জীবন গমন অবলম্ব ॥
ঘন ঘন মদন হুতাশ।
সখীগণে করু আশোয়াস ॥
হেরি রহু তোকরু পন্থ।
মনমথ হৃদয় দুরন্ত ॥
তরুণীরমণ পরণাম।
অব চলুঁ নাগর শ্যাম ॥ ৩১ ॥

সহচরী হেরি, হরষ হরি অন্তর, বাহিরে কপট বিরোষ।
রাইকো দুঃখে, দ্বিগুণ তনু জর জর, কৈছে বুঝব গুণ দোষ ॥

বহু আশোয়াসলি কাণ।
সময় জানি হাম, তুরিতহি মীলব, অবসরে করব পয়ান ॥
মিষ্টক লাড়ু কদলী চিনি শাকর, যতনহি সখীগণে দেল।
তাম্বূল কর্পূর, কষায়ণ চূরণ, সঙ্গে লবঙ্গহি মেল ॥
মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, শির পর মালতীমাল।
সখীগণ পাই, যাই নিজ মন্দিরে, তরুণীরমণ কহু ভাল ॥ ৩২ ॥

তথাহি।

যত্র বিরহিণী কান্তা সখীভিশ্চৈব মীলিতা।
ব্রবীতি কৃতকর্ম্মাণি কান্তস্য বচনামৃতৈঃ ॥ ৩৩৪ ॥

তত্র পদং।

বহুত যতন করি সাধিনু কাণ।
কত পরকারে নিরাসলু মান ॥
তোকরু দুঃখ কহনু বেরি বেরি।
শুনতহি সজল নয়নে রহু হেরি ॥
মরমহি ভেদল ভৈল আবেশ।
ভরমে না কান্দল বুঝল শেষ ॥
বহু আশোয়াসলি কি কহবি হাম।
তুরিতহি মীলব নব ঘনশ্যাম ॥
শুনি ধনি হৃদয় আনন্দ ভরি পুর।
তরুণীরমণ ভণ বচন মধুর ॥ ৩৩ ॥

যে অবস্থায় বিরহিণী কান্তা সখীদিগের সহিত মিলিতা হইয়া কান্তের পূর্ব্বতন চাটুবাক্যামৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজের কৃত কর্ম্ম সকল প্রকাশ করেন, তাহাও কলহান্তরিতা নায়িকার চিহ্ন ॥২৩৪॥

অথ নির্হেতুমানঃ। তত্র পদং।

দরপণ হেরি হরষ ভেই নাগর, নাগরী মানিনী ভেল।
স্বরূপ সুধাময়, যব অবলোকই, তবহি বিপতি পড়ি গেল॥
সুন্দরী অকারণে মান অথির।
বুঝই না পারি, পরশি রস পণ্ডিত, গদ গদ বচন সুধীর॥
উৎপল জানি, আনি তহি ধারল, বিদগধ ললিতা বিশাখী।
শ্যামরু আড়ে, নিয়ড়ে তিল হেরইতে, মুকুলিত সরসিজ আঁখি।
সুন্দরী হাসি, ভাষি মৃদু মধুরিম, নাগরে করু উপহাস।
তরুণীরমণে ভণ, দ্বিগুণ বাঢ়য়ে পুন, নাগর মান বিলাস॥ ৩৪।

অথ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণমিলনে বাসকসজ্জা।

তত্র পদং॥

কুসুমিত তল্পবিকল্পিতরামা।
পতিরতিবাঞ্ছিত জগদনুপামা॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখি।
চন্দন ঘরিষণ ললিতা বিশাখী॥
মণিময় সম্পুট নিকট সিথারি।
তাম্বূল পুন রচত বরনারী॥
লেহ্য ভোজ্য রস বিবিধ মিঠাই।
রতন থালি ভরি রাখলি রাই॥
নাগর গমনে শ্রবণে তনু ভোর।
যো রস সায়রে কো করু ওর॥
তরুণীরমণ ভণ, ও রস সার।
পূরত মনোরথ বেকত বিথার॥ ৩৫॥

অথ পূর্ব্বোক্তং প্রেমবৈচিত্ত্যং

তত্র পদং ॥

শ্যামক কোলে, যতনে ধনি সুতলি, মদন লালসে তনু ভোর।
ঘন ঘন চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গন, যনু কাঞ্চনে মণি যোর ॥
কোরেহি শ্যাম, যতনে ধনি বোলত, কবে মোঝে মিলব কাণ।
হৃদয় কি তাপ, তবহি সব যায়ব, অমিয়া করব সিনান ॥
এত বলি সুন্দরী, দীর্ঘনিশ্বাসই, মুরছিত হরল গিয়ান।
আকুল শ্যাম, রাই পরবোধই, গোবিন্দ দাস পরণাম ॥ ৩৬ ॥

অন্যত্র চ ॥

মদন আবেশে অবশ অঙ্গ।
নাগর নাগরী একই সঙ্গ ॥
সমুখে দেখিঞা চুম্বই কাণ।
বিরহে না রহে রাধার প্রাণ ॥
কাণু কোরে করি দেখয়ে ধন্ধ।
কবহিঁ মিলব শ্যামক চন্দ ॥
কহিতে কহিতে মুরুছে রাই।
বিপদে পড়ল দেখি মাধাই ॥
সঘন নিশ্বাস কান্দন রোল।
চাপিয়া নাগর করই কোল ॥
এ কি অপরূপ রসের গতি।
তরুণীরমণে বুঝিবে কতি ॥ ৩৭ ॥
রাই কোরে করি ফুকারে কাণ।
কোরে রহি ধনি করু সাবধান ॥

শ্যামরু বদন বদন স্থির।
তবহুঁ নয়নে বহই নীর॥
পীন পয়োধর হৃদয় মাঝ।
কণ্টক জানি মানি বহু লাজ॥
সঘনে আলিঙ্গই বাহু পসারি।
কমলিনী জানি দূরহিঁ ডারি॥
নাসা পূরল ধনি তনুগন্ধ।
মলয়জ সৌরভ করু অনুবন্ধ॥
নয়নহি পেখলু কাঞ্চন গৌর।
হেমলতা বলি নাহি করু কোর॥
ঘন তনু তাপই কহই মাধাই।
কবে মোঝে মিলব রসবতী রাই॥
তরুণীরমণে ভণে কিয়ে ইহো রঙ্গ।
মধুপুরে রহি পদুমিনী সঙ্গ॥ ৩৮॥

অথ পূর্ব্বোক্ত খণ্ডিতা।

তত্র পদং।

এ হরি মাধব করু অবধান।
জিতল বিয়াধি ঔষধ কিবা কাম॥
আন্ধিয়ারা হোই উজর করে যোই।
দিবসক চান্দ পুছত নাহি কোই॥
দরপণ লেই কি করব আন্ধে।
শফরী পলায়ব কি করব বান্ধে॥
শারী শুকায়ব কি করব নীরে।
শ্যাম অবোধ তুয়া কি করব থীরে॥

কা করব বন্ধুগণ বিধি ভেয় বাম।
নিশি পরভাতে আয়লি শ্যাম॥
তরুণীরমণে ভণ ঐছন রঙ্গ।
রজনী গোঙাওলি কাকরু সঙ্গ॥ ৩৯॥

তথাহি।

ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানশ্চ ভূতশ্চ বিরহস্ত্রয়ং।
গৌণমুখ্যপ্রভেদেন কথয়ামি যথাবিধি॥ ২৩৪ক॥

অথ প্রোষিতভর্তৃকা বিশেষে গৌণং ভবিষ্যদ্বিরহপদং।

অরুণ উদয় কালে,ব্রজ শিশু আসি মিলে,বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি পথপানে, আর দিঠি গুরুজনে, চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
সখি, না জানি কি হবে প্রেম লাগি।
কঠিন পরাণ নাহি, পরবোধ মানত, কত চিতে নিবারিব আগি॥
একে নব যৌবনী, আরে কুল কামিনী, আরে তাহে পরের অধীন।
কি করিতে কি না করি, আপনা বুঝিতে নারি,
ভাবিতে গণিতে তনু ক্ষীণ॥
পীরিতি বিষম শরে, রহিতে না দিল ঘরে, নিরবধি উড়ু পুড়ু চিত।
জ্ঞানদাসে ভণে, ধিক ধিক জীবনে, যো করে, পরবশ প্রীত॥ ৪০॥

কেনে বা পোহাইল নিশি, দিশি কেনে বা আইল।
ভাবিয়া মরিব কত বিপরীত হৈল॥
এ সখি কি করিব কহ না।
প্রবোধ না মানে চিতে করে দেহ দহনা॥

ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানও অতীত ভেদে বিরহ তিন প্রকার। গৌণ মুখ্য ভেদে তাহার যথাবিধি নির্ণয় করা যাইতেছে॥ ২৩৪ক॥

ঘরে গুরু গরবিত বলে কুবচন।
না করে আঁখির আড় নিজ পতিজন॥
বিহানে যাইবে বন্ধু আসিবে যামিনী।
কত বা চাহিব পথ কুলের কামিনী॥
তরুণীরমণে কহে এই মোর মনে।
করহ যুকতি বন্ধু নাহি যায় বনে॥ ৪১॥

অথ তত্র বর্ত্তমানবিরহপদং॥

গোঠ বিজই ব্রজরাজকিশোর।
জলতি বিরচিত বেশ উজোর॥
আগে অগণিত গোধেনু চলি যায়।
পাছে ব্রজবালক হৈ বলি ধায়॥
সবহুঁ বালক বর সব একু ছাঁদ।
রাম-বামে চলু শ্যামরু চাঁদ॥
শির'পর চান্দ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করত কত খুরলী॥
চলিতে চরণচিহ্ন পদ্ম পড়ি যায়।
লাখে লাখে অলিরাজ মধুলোভে ধায়॥
পীত পটাম্বর কটি তটে বনিয়া।
গোবিন্দ দাস বলে ধনি ধনি ধনিয়া॥ ৪২॥

অন্যত্র চ॥

হের দেখ বরজরাজকুল নন্দন, বিপিনে ধেনু লৈ যায়।
অধরাঙ্গুলীদল, বদন পদ্মফুল, বঙ্ক নয়ন করি চায়॥
সখি হে, সুবল সখাদিক সঙ্গ।
শৃঙ্গবেত্রধর, মুরলী মনোহর, তথি পর মালতী মাল।

মধুলোভে লোভিত, মধুব্রত কত শত, গাওয়ে গুঞ্জ রসাল ॥
হৈ হৈ রব দেই, সবহুঁ ব্রজবালক, চন্দ চন্দ চলি যায়।
হেরইতে মুরুছে, বরজ কুলরঙ্গিণী, তরুণীরমণ পাছে ধায় ॥ ৪৩॥

অথ ভূতবিরহপদং ॥

মাধব বিপিনে পয়ান যব কেল।
হাসি হাসি নয়ন মোঝু পর দেল ॥
পুন যব পেখিনু বিরস বয়ান।
পালটি না হেরল সজল নয়ান ॥
সো অব জাগি রহল হৃদি মাঝ।
কো বিধি নিরমিল কুলবতী-লাজ ॥
ঘরে মোর গুরু দুরজন কাল।
কুটিল কুবাদিনী ননদিনী কাল ॥
এ ঘর বাহির মোর আঙ্গিণা বিদেশ।
তরুণীরমণ ভণে ভাবি তনু শেষ ॥ ৪৪ ॥
কাণু বিরস কথি লাগি।
কিয়ে মোর করম অভাগী ॥
হাম যব গেলু পিয়া পাশ।
পিয়া দীর্ঘ ছাড়ল নিশ্বাস ॥
হাম পুছল যব বাত।
শিরে হানল নিজ হাত ॥
তবহিঁ পুছলি বেরি বেরি।
সজল নয়নে রহু হেরি ॥
তৈখনে বুঝল বিচারি।
কঠিন জীবন বর নারী ॥

এ দুখ আন কি জান।
গোবিন্দ দাস পরণাম ॥ ৪৫ ॥

বেলি অবসানে বসিল ধনি।
কেন বা আকুল করিছে প্রাণী ॥
যেন কেহু কারু করিল চুরি।
মারিতে আইসে পরাণে মরি ॥
ধন জন গৃহ না লয় মনে।
না জানি কি লাগি এমন কেনে ॥
হেনই সময়ে বাজিল চেড়ি।
ফুকাইঞা কহে সকল বাড়ি ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোকুলবাসী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ভরিয়া রাশি ॥
কৃষ্ণ বলরাম লইঞা সঙ্গ।
মথুরা যাইবে না হয় ভঙ্গ ॥
শুনিয়া বজর পড়িল শিরে।
বসন তিতিল আঁখির নীরে ॥
চলিতে পিছলে পড়িয়া গেল।
যেন হৃদি মাঝে পশিল শেল ॥
বাহিয়া যাইতে ডুবিল তরী।
ঐছন মানল বরজ নারী ॥
কি হবে কি হবে কান্দয়ে ধনি।
মুরুছি পড়িল রমণী মণি ॥
চেতন পাইয়া উঠিল রাই।
কহিছে কি রূপে পাব মাধাই ॥

মুখ বুক বহি পড়িছে লোর।
তরুণীরমণে ভাবিয়া ভোর ॥ ৪৬ ॥

অথ বর্ত্তমান বিরহপদং ॥

হের দেখ সকল, গোকুল সম্পদ, অক্রূর ক্রূর লৈঞা যায়।
যা কর লাগি, ধরম খোয়ায়নু, সো অব ফিরিয়া না চায় ॥
মাধব সেহি অতি দারুণ ভেল।
হেরইতে রীত, চরিত চিত চমকই, জনম অভাগিনী কেল ॥
কি করব তাত, মাত নিজ বান্ধব, সকলি সমর্পিনু তোয়।
নিরদয় হৃদয়, দয়া নাহি তিল আধ, কাহে ছোড়সি তোহেঁ মোয় ॥
মধুপুরে যাই, পাই সুখ সায়র, ভুলি রহবি নিজ দেশ।
তরুণীরমণে ভণ, সঙরিতে তুয়াগুণ, ভাবিতে তনু করু শেষ ॥৪৭

অথ ভূত বিরহপদং ॥

মাধব করে ধরি, বহুত বুঝায়লি, হেরি মোর বিরস বয়ান।
মধুপুরে যাই, তুরিতে হাম আয়ব, তোহু ধনি জানবি আন ॥
সখি হে, হাম তাহে শ্রবণ না দেল।
যা কর বচনে, জগত ভেই পরতিত, সো অব ঝুটই ভেল ॥
পাপ পরাণ, আন নাহি জানত, কাণু কাণু করু সার।
দিন গণ গণি গণি, ক্ষীণ ভেল কলেবর, জীবন মরণ ব্যবহার ॥
নিকরুণ নিঠুর, সো বর নাগর, সো অব বজর সম ভেল।
তরুণীরমণে ভণ, কিয়ে পিয়া দারুণ, স্বপনে না দরশন দেল ॥৪৮

এই ত মাধবী তলে, আমার লাগিয়া পিয়া, যোগী যেন বসিয়া ধিয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া মোর, ফাটিয়া না যায় গো, নিজ পরাণ নাহি যায় ॥
হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িঞা পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া, এই বিধি লিখিল করমে ॥

আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়লি, রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে,শয়নে স্বপনে হেরে,যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে মোর গুণের পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া, কৈছনে দিবস গোঞায়॥
অনেক দিবস হৈল,পিয়া কেনে না আইল,কারু মুখে না শুনি সংবাদ।
গোবিন্দ দাসের বাণী, শুন রাধে ঠাকুরাণী, এ বড় দারুণ বিষাদ॥৪৯

অথ দশ দশাঃ। উজ্জলনীলমণৌ।

লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥২৩৫

অথ পদং॥

শ্যামরু শোকে, সিন্ধু নিরমায়লি, তথি পর আনল ডারি।
গুণশরে জারল, যো কিছু রহি গেল, হৃদয়ে কম্পিত বর নারী॥
সখি হে, অব নাহি মিলব কাণ।
গোপতি নন্দন, সো কাহে মারব, আপে তেজব পরাণ॥
গিরিতনয়াধব, কতহিঁ নাম লব, জপি জপি জীবন শেষ।
নিজ ধন লাগি, জাগি দিন যামিনী, দশমী দশা পরবেশ॥
অমরাবতী পতি,-ঘরণী গুণাদয়ঃ, যদি মোঝে হোয়ত মায়।
তরুণীরমণে ভণে, ভাবি মরবি কাহে, না দিল নিঠুর মাধাই॥৫০

অন্যত্র চ॥

তিন কারণে তিন খোয়ায়ল তিন জগ ভরি ভেল।
ঐছে দারুণ, নিঠুর নিকরুণ, তিন তা সঞে গেল॥

লালসা, উদ্বেগ, অতিজাগরণ, দেহ-ক্ষীণতা, নিশ্চেষ্টতা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু এই কয়টী দশ দশা॥২৩৫॥

সখি হে কহইতে কহ পুনরায়।
জীবন সংশয়, মরণ নিশ্চয়, হাস হাস ভেল সার॥
কো কহে মাধব, আশ পূরায়ব, নিরাশ পূরণ ভেল।
তিন আঁখর, নাম যা কর, সোই ঘাতন দেল॥
দৈবনির্ব্বন্ধ, প্রেম ব্যাকুল, সই প্রাণ করু শেষ।
কবি বিদ্যাপতি, হিত বোলত, দশমী দশা পরবেশ॥ ৫১॥।

অথ দশমদশা পদং॥

নাগর গমনে, হৃদয় অতি কাতর, রজনী উজাগরে গেল।
উদবেগ দারুণ, মলিন কলেবর, দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ভেল॥
হরি হরি, সঘনে প্রলাপই রাই।
বিরহে বিয়াধি, বিবিধ রূপে উপজল, পুনরুনমাদ বাড়াই॥
হেরইতে শ্যাম, মুরতি রস বল্লভ, মোহে মোহিল বরনারী।
পুন নাহি পেখি, আঁখি মিলি ধায়ই, ক্ষিতিতলে পড়ল নিঢ়ারি॥
দশমী দশা পর, অতিশয় কাতর, মরণ শরণ করু সার।
তরুণীরমণ হেরি, কান্দত বেরি বেরি, বয়ানে সেচয়ে জলধার॥৫২

ধনি ভেল মুরুছিত হরল গিয়ান।
দশন দশন লাগি মুদল নয়ান॥
সখীগণ মেলি করত কোন কাম।
রাইকো শ্রবণে কহই শ্যাম নাম॥
কোই কোই চন্দন লেপই অঙ্গে।
কোই কোই রোদই বিরহ তরঙ্গে॥
কোই কোই রাই লই বৈঠল কোর।
পাপ পীরিতি লাগি ঐছন তোর॥

ভালে ভালে আরে তহুঁ নিঠুর মাধাই।
জীবইতে সংশয় ভৈগেল রাই ॥
সো দিন পাসরলি পদ নাহি ছোড়।
দীনহীন সম রহুঁ করি কর যোড় ॥
সবহিঁ যুকতি করি বুঝল শেষ।
শ্যামরু আগে কই কহবি সন্দেশ ॥
তরুণীরমণ ভণ না করু বিলম্ব।
নাগর লাগি জীবন অবলম্ব ॥ ৫৩ ॥

অথ দূতীগমনং ॥

চলইতে চরণ, নাহি চলু সুন্দরী, হেরইতে না পারই পন্থ।
রাই রাই করি, ঘন ঘন রোদই, বিষময় ভাবি একান্ত ॥
সহচরী মিললি শ্যামরু পাশ।
কি কহব বদনে, বাণী নাহি নিকসই, হা হা সঘন হুতাশ ॥
হেরইতে শ্যাম, রসিক বর নাগর, পুছইতে দূতী মুরুছিত।
পুনরপি উঠি, করি পুটাঞ্জলি, নিবেদই রাই চরিত ॥
শুন শুন মাধব, ব্রজজন বান্ধব, রসবতী রাই নিদান।
সকল সখী মিলি, মরমে বিয়াকুলি, মোহে পাঠায়লি শ্যাম ॥
কাঞ্চন বরণ, কাজর সম হোয়ল, চান্দ বদন আন্ধিয়ারা।
দশনকি বাত, বিকট ভেই লাগল, অনিমিখ নয়নকি তারা ॥
ঘন ঘন কাঁপি, ঝাঁপি ধনি বৈঠই, সঘন হি ঊর্দ্ধগতি শ্বাস।
কিয়ে জানি দরশ, পরশ নাহি হোয়ত, অচিরে চলহ তহুঁ পাশ ॥
শুনইতে কাণ, প্রাণ নাহি কলেবরে, ঝর ঝর লোচনে লোর।
তরুণীরমণে ভণ, না করু বিলম্বন, জীবন অবধি রহু তোর ॥৫৪॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য গমনং ॥

সহচরী বচন, মরমে যব ভেদল, তৈখনে মুরুছল কাণ।
যব হাম যাই, রাই মুখ হেরব, তব হাম পায়ব পরাণ ॥
চঞ্চল চিত, চপল মতি অতিশয়, আসি মিলল যাহা রাই।
সকল সখীগণ, করতহি রোদন, ক্ষিতিতলে পড়ত লোটাই ॥
রাই কো বরণ, নয়নে যব হেরব, মাধব ফুলি ফুলি কান্দি।
করইতে কোরে, লোরে তনু ভাসল, হিয়া পর ধরলহি.ছান্দি ॥
সকোমল বদনে, সঘনে করু চুম্বন, সুন্দরী সচেতন ভেল।
বিশই আঁখি, নিমিখ সব পরিহরি, কাণু.কো দরশন কেল ॥
সব দুঃখ বিমোচব, মনোরথ পূরব, সুন্দরী বদন ঝাপাই।
নাগর গোরি, দোহুঁক সুখ উজর, তরুণীরমণ গুণ গাই ॥ ৫৫ ॥

অথ পূর্ব্বোক্তস্বাধীনভর্তৃকাগতঃ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগঃ।

তত্র পদং ॥

চিরদিনে দরশনে, আকুল তনু মনে, দূরে গেও মরমকি দুঃখ।
বাহুযুগল গুণে, কণ্ঠে কণ্ঠে মেলি, নিরখই রাইকো মুখ ॥
সুন্দরি দূরে করু সব অভিমান।
এহো জনম ভরি, রাখহ দাস করি, সেবন করিব অবিশ্রাম ॥
ঝর ঝর নয়ন, কহই বর নাগরী, তিল আধ দয়া নাহি তোয়।
তোহুঁ পুরুখ বর, পুন যদি যায়বি, কোয়ে নিষেধবি তোয় ॥
এই শুনি নাগর, কোরে আগোরল, নয়নে বহয়ে বহু নীর।
সকল অঙ্গ পর, কর অবলম্বই, দরশই সকল শরীর ॥
আউলাওিও কেশ, বেশ করু মাধব, তথি পর নানা ফুল দাম।
সিন্দূর বিন্দু, ইন্দু ভালে বিরচই, নবজলধর অনুপাম ॥

সুশীতল নীরে, ধীরে মুখ মাজই, পুন পুন চুম্বন তায়।
পীন পয়োধরে, মৃগমদ লেপই, হেরইতে মুরছই তায়॥
সহচরী পাশে, বাস লই মাধব, যতনে পরায়লি অঙ্গে।
মণিময় মঞ্জীর, চরণে পরায়লি, তরুণীরমণ দেখ রঙ্গে॥ ৫৬॥

তথাহি।

যাবৎ কন্দর্পপীড়ায়াং নির্জিতত্বং ভবিষ্যতি।
তাবৎ প্রাকৃতসম্ভোগো রসজ্ঞৈরভিমন্যতে॥ ২৩৬॥

তত্র পদং।

যতনে রাই লই বৈঠল কোর।
ঘন ঘন চুম্বন রতিরসে ভোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে তনু তনু মেলি।
ঘন কুচমর্দ্দন রতিরস কেলি॥
উভয় প্রেমামৃত লহু লহু হাস।
মরমকি দুঃখ সকল ভেয় নাশ॥
রতি রণ বাজন মঞ্জীর নাদ।
কিঙ্কিণী শবদ বিপদ করু বাদ॥
ভুজে ভুজে ছান্দি বান্ধি রহু দোঁহু।
তরুণীরমণ ভণ বরিখত মোহু॥ ৫৭॥

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোরা কিশোরী, পসরা পসারি, রভস রসের কূপ॥
রবির কিরণে মলিন ইন্দু কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল ইন্দীবর হার্শে মাঝে॥

যত ক্ষণ কন্দর্প পীড়ায় বশীভূত থাকা যায়, তত কাল পর্য্যন্ত যে সম্ভোগ, তাহা রসজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে প্রাকৃত সম্ভোগ॥ ২৩৬॥

চাঁদের উপরে এক বিধুবর তাহার উপরে শশী।
চকোর আবেশে পিয়ে সুধারস খঞ্জন উপরে বসি॥
তড়িত উপরে সুমেরু শিখর ঘনের জনম তায়।
কনকলতায় মুকুতা ফলল কেবা পরতিত যায়॥
যমুনাতরঙ্গে অরুণ উদয় তারার পসার তথা।
অরুণ ব্যাপিঞা তিমির রহল বড় অদভুত কথা॥
রাধিকা মাধব আরতি যে সব কহিতে ভরসা কায়।
ও রসসায়রে না জানি সাঁতারে ডুবিল শেখর রায়॥ ৫৮॥

অথ বিপরীতসম্ভোগঃ।

আত্যন্তিকসুখাৎ কান্তঃ স্বেচ্ছায়ামধ আগতঃ।
স বিপরীতসম্ভোগঃ পুম্বদযুবতিরত্র হি॥ ২৩৭॥

তত্র পদং।

ভূতলে সুতলি মেঘের কোড়া।
উপরে কামিনী দামিনী মোড়া॥
ঘনের উপরে শিখির নাচ।
অরুণতা রুক তমিছে কাছ॥
চাঁদ কমলে সঘনে মেলি।
ভ্রমর চকোর করয়ে কেলি॥
উলটা সুমেরু ফণির মুখে।
কখন চাপয়ে মেঘের বুকে॥

বিপরীত সম্ভোগে কান্ত আত্যন্তিক সুখ লাভের জন্য, স্বেচ্ছাক্রমে অধোদেশ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে যুবতী পুরুষের ন্যায় আচরণ করে, ইহাই বিপরীত সম্ভোগ॥ ২৩৭॥

এ কি অপরূপ রসের কথা।
তরুণীরমণে জানিবে কোথা ॥ ৫৯ ॥

তত্রৈব।

সুখের লাগিয়া দুখের পাড়া।
পরাণ যাইছে না যায় ছাড়া ॥
আকাশে পাতালে সমান সুখ।
সে নাকি জানয় পরের দুখ ॥
স্থির হইলে কিশোরী কান্দে।
লম্বিত হইলে ফণিতে বান্ধে ॥
চাঁদ পাইলে গরাসে রাহু।
তরুণীরমণে ভাবয়ে পহু ॥ ৬০ ॥

তড়িত লতা তলে জলদ বিরাজিত আঁতরে সুরেশ্বরী ধারা।
তরল তিমির শশী সুরে গরাসল চৌদিকে সঞ্চরু তারা ॥
সখি হে, কি পেখলু অদভুত ওবে।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারই কিয়ে অতিনিকট কি দূরে
অম্বর খসল ধরাধর উলটল ধরণী ডগমগি দোল।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু, চঞ্চরি গণে করু রোল ॥
প্রলয় পয়োধি জলে যনু ঝাঁপল ইহ যুগ ভেয় অবসান।
ইহ অপরূপ কথা কো পাতিয়ায়ব বিদ্যাপতি রস ভাণ ॥ ৬১ ॥

২। অথ রসপুষ্টিঃ।

উৎকণ্ঠিতা অবস্থাতে ললিতা সুন্দরী।
রাখয়ে রাধার প্রাণ অতি যত্ন করি ॥
আপনে রাধিকা যবে করে অভিসার।
সহায় বিশাখা দেবী করেন অহার ॥

কলহান্তরিতাগুণে রাধা নিতম্বিনী।
রাখয়ে রাধার প্রাণ কান্ত দিল আনি॥
অবস্থা বাসকসজ্জা হয় শ্রীরাধিকা।
সহায় করেন তাকে চম্পকলতিকা॥
বিপ্রলব্ধাগুণে রাধা হয়ে জাগরণ।
নানা কথায় রঙ্গদেবী রাখয়ে জীবন॥
খণ্ডিতা অবস্থাতে রাধা হর্ষ বিষাদ।
সুদেবী সহায় করে না হয় বিবাদ॥
প্রোষিতভর্তৃকাগুণে রাধা বিরহিণী।
সাবধানে রহে তুঙ্গবিদ্যা ঠাকুরাণী॥
স্বাধীনভর্তৃকা রাধা হয়েন যখন।
নৃত্য গীতে ইন্দুরেখা করয়ে তোষণ॥
এই অষ্ট অবস্থাতে এই অষ্ট সখী।
করেন সহায় তাহে কেহ না উপেখি॥

তথাহি।

"ললিতা বিশাখা তথা, সুচিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী সুদবী কথন।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী লেখা,
কৃষ্ণলীলা সাহায্য কারণ॥"

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা চ নায়িকা ত্রিবিধা স্মৃতা।
এতাসাং বৈ বশঃ কৃষ্ণঃ প্রেমাত্মা চ স্বভাবতঃ॥

প্রথমতঃ মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, নায়িকার এই তিন ভেদ। প্রেমময় কৃষ্ণ স্বভাবতই ইঁহাদের বশ ইহাতে সন্দেহ নাই॥

প্রগল্‌ভা প্রখরা চেতি সমা অর্দ্ধসমা তথা।
স্বভাবমৃদুমুগ্ধা চ বর্ত্ততে ত্রিবিধাসু চ॥
ধীরা চ অধীরা চেতি আদ্যন্তে নায়িকাদ্বয়ে।
ধীরাধীরাত্যন্তমধ্যা মানে চ পরিকীর্ত্তিতা॥ ২৩৮॥

তত্র মুগ্ধা।

মানে রোদিতি মুগ্ধা চ মানান্তে স্বল্পপ্রার্থনৈঃ।
স্বগৃহাগতমাত্রেণ সা দদাতি ধনাদিকং॥ ২৩৯॥

মধ্যা।

বিমুখং কান্তমালোক্য কথয়ত্যতিবক্রতঃ।
মধ্যা সোল্লুণ্ঠবচনৈর্নিন্দাস্তুতিপরৈস্তথা॥ ২৪০॥

প্রগল্‌ভা, প্রখরা, সমা, অর্দ্ধসমা, স্বভাবমৃদু, স্বভাবমুগ্ধা, এই অবস্থাগুলি উক্ত ত্রিবিধ নায়িকাতেই সময়বশতঃ ঘটিতে পারে॥

প্রথম ধীরা শেষ অধীরা এই দুই ভাবের নায়িকা এবং ধীরাধীরা (ধীরা হইয়াও অধীরা) এবং অত্যন্তমধ্যা। নায়িকার এই অবস্থাগুলি মানকালে কথিত হয়॥ ২৩৮॥

মানকালে রোদন করেন এবং মানের অন্ত হইলে কান্ত যদি গৃহাগত হইয়া সামান্যরূপ প্রার্থনা করেন তাহাতেই ধনাদি দান করিয়া থাকেন॥ ২৩৯॥

মধ্যা নায়িকা কান্তকে বিমুখ দেখিয়া অতি বক্রভাবে কথা কহেন এবং সেই কথাতে এক পক্ষে নিন্দা ও অপর পক্ষে স্তুতি হয়, অথচ অন্তরে মান লুক্কায়িত থাকে॥ ২৪০॥

প্রগল্‌ভা।

গৃহাগমনমাত্রেণ যাহি যাহি পুনঃ পুনঃ।
প্রগল্‌ভা ভর্ৎসতে কান্তমায়ান্তঞ্চ কটূক্তিভিঃ ॥
তত্রাপি পালিকা মুগ্ধা রাধিকা মধ্যমা তথা।
চন্দ্রাবলী শ্যামলা চ প্রগল্‌ভা পরিকীর্ত্তিতা ॥২৪১॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন ॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান্ আদি।
রসের ভুঞ্জিত ক্রমে যতেক অবধি ॥
সাধু শাস্ত্র গ্রন্থ সব দেখিয়া শুনিয়া।
সূত্র মাত্র করিলাম সঙ্ক্ষেপ করিয়া ॥
শুনিয়া আমার গ্রন্থ যত সাধুবরে।
গ্রন্থে না করিহ নিন্দা ভাবিহ অন্তরে ॥
ভাবিতে ভাবিতে গ্রন্থের পাইবে আস্বাদ।
অবশেষে আমারে করিবে আশীর্ব্বাদ ॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দুই রস হয়।
বত্রিশ বত্রিশ করি চতুঃষষ্টি কয় ॥
অষ্ট নায়িকা ভেদে আছে নিরূপণ।
সাবধানে কহি শুন রসজ্ঞের গণ ॥

' প্রগল্‌ভা নায়িকা কান্তকে আসিতে দেখিয়া গৃহাগমন মাত্রেই কটু বাক্যে বার বার, যাও যাও বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে পালিকা নাম্নী প্রেয়সী মুগ্ধা, শ্রীরাধা মধ্যমা এবং চন্দ্রাবলী ও শ্যামলা প্রগল্‌ভা নামে খ্যাত ॥ ২৪১ ॥

শ্রবণে দর্শনে যার উৎকণ্ঠা বাড়য় ।
উৎকণ্ঠিতা বলি তাকে সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥
শ্রবণ দর্শন ছয় উৎকণ্ঠিতায় গণি ।
সখীমুখে ভক্তমুখে আর বংশীধ্বনি ॥
স্বপ্ন চিত্রপট আর সাক্ষাৎ দর্শন ।
বয়ঃসন্ধি রাগোদ্ভব অষ্টম লক্ষণ ॥ ৮ ॥
প্রভাত রাত্রির কথা যেবা নারী কয় ।
কলহান্তরিতা বিনে অন্য কেহ নয় ॥
নিজ উক্তি সখী উক্তি দুইত প্রকার ।
ভুক্ত রস উগারয়ে সেই রসোদ্গার ॥
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দুই অনুরাগে গণি ।
তার মধ্যে স্বয়ং দূতী কহিল বাখানি ॥
সহেতু নির্হেতু আর মানভঞ্জন ।
কলহান্তরিতা মধ্যে অষ্ট বিবরণ ॥ ৮ ॥
বিপ্রলব্ধা গুণে রাধা বিরস বদন ।
কান্দিয়া পোহায় নিশি করি জাগরণ ॥
কৃষ্ণের বিলম্বে দূতী দেয় পাঠাইয়া ।
দূতীকে পরীক্ষা দেয় কৃষ্ণে না দেখিয়া ॥
আপ্তদূতী দূতীসংবাদ দূতীপরীক্ষা আর ।
বাচিক চাক্ষুষাঙ্গিক সপ্ত পরকার ॥
প্রেমবৈচিত্ত্য কুঞ্জবিহার লক্ষণ ।
বিপ্রলব্ধা মধ্যে এই অষ্ট বিবরণ ॥ ৮ ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা যার পরদেশে পতি ।
পরম দুঃখিনী দুঃখে কান্দে দিবা রাতি ॥

পূর্ব্বগোষ্ঠ বারমাসী উদ্ধবাগমন।
দশ দশা ভৃঙ্গদূতী এ পঞ্চ লক্ষণ ॥ ৫ ॥
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান কয়।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা অষ্ট জানিহ নিশ্চয় ॥ ৮ ॥
কান্তসুখ হেতু কান্তা করে অভিসার।
নিত্য অভিসারিকা নাম জানিহ তাহার ॥
শীতশীতা তামসী জ্যোৎস্না কুজ্ঝটিকা আদি।
রসোৎকণ্ঠা অনুরাগ বাদরা অবধি ॥
কৃষ্ণ লাগি যাহা রাধা করয়ে গমন।
এই সব অভিসার তাহাতে মিলন ॥
হরিষে বাসকসজ্জা শয্যা বিরচিয়া।
কৃষ্ণ আসিবেক চিত্ত উলষিত হিয়া ॥
গোষ্ঠ আর ভাবোল্লাস রূপোল্লাস তিন ॥ ৩ ॥
কুঞ্জভ্রমণ গৃহগমন উল্লাসের চিন ॥
মিষ্টান্নভোজন কিলকিঞ্চিত মিলন।
বাসকসজ্জাতে এই অষ্ট বিবরণ ॥ ৮ ॥
খণ্ডিতা অবস্থা রাধা হয়েন যখন।
হর্ষ বিষাদে কান্ত করেন খণ্ডন ॥
দানখেলা নৌকাখণ্ড লুকলুকায়ন।
জলকেলী পাশাখেলা বংশীহরণ ॥
পুষ্পতোড়ন আর নবোঢ়াদি করি।
খণ্ডিতার মধ্যে অষ্ট কহিল বিবরি ॥ ৮ ॥
নিজগুণে কান্তরস করিয়া সুন্দরী।
আস্বাদিলা সর্ব্ব সুখ প্রসন্ন শর্ব্বরী ॥

রসপুষ্টি রসালস আলসভঞ্জন।
মহারাস বিপরীত সম্ভোগ লক্ষণ॥
হিন্দোলা ঝুলনা দুই প্রাকৃত সম্ভোগ।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা মধ্যে এই অষ্ট যোগ॥ ৮॥
এই ত কহিল মুঞি চতুঃষষ্টি রস।
যাহার শ্রবণে ভক্তের তনু মন বশ॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু রসের আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে রসনির্ণয়ো নাম অষ্টমং প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ নবমপ্রকরণং।

১। অথ নবপদার্থতত্ত্বং।

যদ্ যদ্ বাঞ্ছা-বাঞ্ছিতোঽহং লব্ধসিদ্ধিশ্চ তত্ত্বতঃ।
গুহ্যং গুহ্যাতিগুহ্যং তং শ্রীচৈতন্যং প্রসাদয়ে॥২৪২॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

আমি যে যে বাঞ্ছায় বাঞ্ছাযুক্ত, যাঁহার কৃপায় সেই সেই বাঞ্ছাতে প্রকৃত রূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আমি সেই গুহ্য ও গুহ্য হইতে অতিগুহ্য অর্থাৎ অভক্তের অজ্ঞেয় তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রসন্নতাসাধনে অভিলাষ করি॥ ২৪২॥

জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি মোর প্রাণ।
জন্মে জন্মে যাহা বিনে নাহি জানি আন॥
নব পদার্থের অর্থ জানিবার তরে।
সঙ্ক্ষেপ করিয়া কহি গ্রন্থ অনুসারে॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নব পদার্থের যেঁহ মূল কারণ॥
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ মহাবিষ্ণু নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের যাহাতে বিশ্রাম॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কলা কারণাব্ধিশায়ী।
কৃষ্ণদেহ করি কহি এই অনুযায়ী॥
রাস আদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যত হৈলা।
প্রাভবপ্রকাশ রূপ তাহা প্রকাশিলা॥
ইচ্ছাশক্তি-প্রবল কৃষ্ণ যত ইচ্ছা করে।
সব ইচ্ছা সিদ্ধি হয় লীলাশক্তি দ্বারে॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা যাহার আস্বাদ।
সেই লীলা আস্বাদয়ে কৃষ্ণে অনুবাদ॥
ঐছে মিশ্র লীলা করে স্বয়ং ভগবান্।
গোলোকে থাকয়ে কভু ব্রজে অবস্থান॥
বৈভবপ্রকাশ রূপ রোহিণীনন্দন।
একই বিগ্রহ কিন্তু বিভেদ বচন॥
সহজ মানুষ তেহোঁ ঈশ্বরত্বহীন।
কৃষ্ণের অগ্রজ বলি তাহাতে প্রবীণ॥
যাঁহার ঐশ্বর্য্য হৈতে অনন্ত অপার।
যাঁহার কলার কলা দশ অবতার॥

ঈশ্বরের অবতার কলা অংশগণ।
দশ অবতার পুরুষ অংশে বিবরণ॥
অনুক্রমে অংশ হৈয়া কভু অংশী হয়।
কাঁহা লঘু কাঁহা গুরু জানিহ নিশ্চয়॥
সঙ্কর্ষণের অংশ মহাপুরুষ প্রশংসি।
মৎস্যাদি দশ অবতার হয় যেঁহ অংশী॥
সৃষ্ট্যাদি অনন্ত শক্তি ঈশ্বরেতে হয়।
সৃষ্টি হেতু সব শক্তি ক্রমে প্রকাশয়॥
শক্তির আবেশ যাথে সেই শক্ত্যাবেশ।
সৃষ্টিকরণ শক্তি ব্রহ্মা ভূ ধারণ বেশ॥
জ্ঞানশক্তি অধিকারী সনকাদিগণ।
শাস্ত্রকরণ শক্তি ব্যাসে পৃথুতে পালন॥
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মে লীলাপুরুষোত্তমে।
দুই কালে দুই লীলা করে অনুক্রমে॥
যশোদার কোলে কভু কভু গোচারণে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ বশ যার গুণে॥
কৈশোর বয়স্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তেহোঁ স্বয়ং যাহা হৈতে নাহি ঊর্দ্ধ সম॥
সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষবিগ্রহ।
গোপ গোপীগণ বশ যার প্রেম লেহ॥

তথাহি।

অসমোর্দ্ধরসো যস্তু স স্বয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বারাধ্যঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো নন্দগোপজবিগ্রহঃ॥২৪৩॥

ইহ জগতে যাঁহার গুণের সমান বা অধিক নাই তাঁহাকে স্বয়ং

অবতারী কৃষ্ণ যাহা হৈতে অবতার।
অবতারী ভগবান্ নারায়ণ আর॥
গোলোকে ঈশ্বর তার প্রকাশ নারায়ণ।
সর্ব্ব অবতার বীজ সভার কারণ॥
কবিরাজ গোসাঞির পায় কোটি নমস্কার।
কিরূপে কহয়ে কিছু নারি বুঝিবার॥
চিৎ শক্তি শব্দে শাস্ত্রে জ্ঞানশক্তি কহে।
জ্ঞানশক্তি শব্দে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হয়ে॥
স্বরূপশক্তি শব্দে কৃষ্ণের নিজশক্তি নাম।
গোপী লক্ষ্মী যোগমায়া মহিষী প্রধান॥
তার মধ্যে তারতম্য বিচারিলে হয়।
বৈকুণ্ঠাদি পঞ্চ ধামে সভার আশ্রয়॥
গোলোক গোকুল ধামে গোপীর বিলাস।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাব যাহাতে প্রকাশ॥
দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
পরব্যোমে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরপ্রেয়সী॥
মথুরাতে কুবুজা কৃষ্ণের এক দাসী।
পঞ্চ ধামে যোগমায়া সর্ব্বত্র বিলাসী॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা পতি উপপতি।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করে সেই ভগবতী॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরকীয়া ব্রজে গোপীগণ।
কৃষ্ণের যতেক কান্তা সভাতে উত্তম॥

বলা যায়, সেই সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নন্দ গোপ হইতে উৎপন্ন দেহধারী শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পদার্থ॥ ২৪৩॥

এই সব লৈয়া কৃষ্ণ ক্রীড়ে দিবা রাতি।
অন্তরঙ্গা শক্তি মধ্যে সভাকার খ্যাতি ॥
ঈশ্বরের শক্তি মায়া বহিরঙ্গা নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের যেহোঁ উপাদান ॥
আপন প্রতিজ্ঞা রাখে জীবে করে বশ।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জনের বাঢ়ায় সন্তোষ ॥
নানামতে দুঃখ দেন দুঃখহীন জনে।
সেই সব দুঃখ লোকে সুখ করি মানে ॥
কহিতে বিরল বড় কহিব কাহায়।
কহিলে না বুঝে কেহ আচ্ছন্ন মায়ায় ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য বিভিন্নাংশগণ।
মায়ার আশ্রয় সব স্থাবর জঙ্গম ॥
জঙ্গমের দুই ভেদ জলে স্থলে রহে।
তৃণাদি বিশেষ বৃক্ষ স্থাবরাদি কহে ॥
সূক্ষ্ম জীব বিভিন্নাংশ এই স্থূল তার।
এই জীবে ব্যাপিয়াছে সকল সংসার ॥
প্রাভবাদি ছয় তত্ত্ব আর শক্তিত্রয়।
এ নব পদার্থ জ্ঞানে কৃষ্ণজ্ঞান হয় (ভ) ॥
স্বয়ং ভগবান্ শ্রী পুরুষোত্তম নারায়ণ।
নব পদার্থের মূল এই পঞ্চজন ॥

(ভ) নবপদার্থ যথা—১ প্রাভবপ্রকাশ (রাসের কৃষ্ণমূর্ত্তি। ২ বৈভবপ্রকাশ (বলরাম)। ৩ মহাবিষ্ণু (কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ)। ৪ কারণাব্ধিশায়ী (কৃষ্ণের স্বরূপ কলা)। ৫ মহাপুরুষ (সঙ্কর্ষণাংশ)। ৬ দশাবতার (মৎস্যাদি)। চিৎশক্তি (স্বরূপশক্তি বা গোপীপ্রভৃতি)। ৮ মায়াশক্তি (যোগমায়া)। ৯ জীবশক্তি (সৃষ্টিপ্রভৃতি শক্তি)।

তিনের কারণ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কহা না যায় বিস্তার ॥
সামান্য পুরুষ স্পর্শমণি মহাশয়।
লোহাকে ছুঁইলে সেই হয় স্বর্ণময় ॥
তবে ত বিশেষ জ্ঞান হয় স্পর্শমণি।
স্বর্ণ রৌপ্য যার আগে তৃণতুল্য গণি ॥
এই মত জ্ঞান যার কৃষ্ণে নাহি হয়।
কৃষ্ণ হৈতে বিশেষ জ্ঞান ঈশ্বরে জানয় ॥
শিলারূপ মণি তাঁর স্বরূপ সামান্য।
তাহাতে বিশেষ জ্ঞান কি করিবে অন্য ॥
স্বর্ণরূপ স্বরূপ যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
দেখি চমৎকার হয় সভাকার মন ॥
সেই শিলা হৈতে হয় স্বর্ণের উৎপত্তি।
এতেক বিশেষ জ্ঞান হইবে বা কতি ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ হয় মনুষ্য আকার।
ঈশ্বরের নাম শুনি হয় চমৎকার ॥
উপাসক বিনে ইহা নাহি জানে তত্ত্ব।
মূর্খের সাক্ষাৎ কিবা বুঝিবে মহত্ত্ব ॥
কস্তূরী মঞ্জরী কৃপা যদি ভাগ্যে হয়।
তবে প্রকাশিবে ইহা তাহার হৃদয় ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে নবপদার্থতত্ত্বনিরূপণং নাম নবমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ দশমপ্রকরণং।

১। অথ মথুরাগমনরাহিত্যং।

তথাহি।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য কদাচিদপি মাথুরং।
নৈব গচ্ছতি গোবিন্দো হিত্বা রাধাং হৃদীশ্বরীং॥২৪৪

কেহ যদি কহে কৃষ্ণ গেল মথুরায়।
তাহা না শুনিব শেল পশিব হিয়ায়॥
যদ্যপি অধিকাধিক কহে গুরুজন।
লইতে নারিব তার বন্দিব চরণ॥
বিরহে রাধিকা যদি তেজিত জীবন।
তবে পরতীত হৈত মথুরাগমন॥
তিল আধ না দেখিলে শত যুগ মানে।
হেন রাধা কৃষ্ণ বিনে বাঁচিবে কেমনে॥

তথাহি।

যদি কৃষ্ণো গতো দূরং রাধা তর্হি ন জীবতি।
ক্ষণকালমদৃষ্ট্বা বা তদেকযুগমানয়েৎ॥ ২৪৫॥

শ্রীগোবিন্দ হৃদয়েশ্বরী শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরাতে কখনই গমন করেন না॥ ২৪৪॥

যদি শ্রীকৃষ্ণ দূরগামী হয়েন, তবে শ্রীরাধা কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারেন না, কারণ ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলে তিনি সেই ক্ষণকালকে যুগ পরিমাণ মনে করেন॥ ২৪৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৩১। ১৫।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥ ২৪৬॥

যোগমায়া ভগবতী সহায়কারিণী।
কৃষ্ণ গুপ্ত করি রাখি অন্যে দিল আনি॥

তথাহি।

গোপয়ন্তী কৃষ্ণরামৌ গোগিরিকন্দরান্তরে।
প্রাদর্শয়দ্বাসুদেবং সঙ্কর্ষণমথাঞ্জসা॥ ২৪৭॥ (ম)

ইহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীবাক্যার্থ যথা— গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি যখন দিবাভাগে বনগমন করেন, তখন আপনাকে না দেখিলে ক্ষণার্দ্ধকালকে যুগ বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে দিবাবসানে কুটিলকুন্তলশোভিত ত্বদীয় শ্রীমুখ দর্শন কালে আমাদিগের নেত্রে পক্ষ্ম থাকাতে দর্শন ব্যাঘাত হওয়ায় পক্ষ্মকারী বিধাতাকে জড় বলিয়া মনে হয়॥ ২৪৬॥

অক্রূর যৎকালে রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন জন্য বৃন্দাবনে গমন করেন তৎকালে কৃষ্ণলীলার সাহায্যকারিণী যোগমায়া দেবী রামকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কন্দর মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণকে সেই সময়ে প্রকট করিয়া দিয়াছিলেন॥ ২৪৭॥

(ম) ব্রজোপাসনার সিদ্ধান্ত রক্ষা বিষয়ে শ্লোকটী বড়ই উপযোগী। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার কোন্ গ্রন্থ হইতে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জানিলে পাঠ্য

কৃষ্ণের স্বরূপ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
এই দুই লইয়া গেলা গান্ধিনীনন্দন॥
প্রহরেক ছিলা সবে কৃষ্ণ অদর্শনে।
রাধা আদি ব্রজবাসির না রহে পরাণে॥
তবে ভগবতী প্রকটিলা ভগবান্।
কৃষ্ণ দেখি সবাকার হৈলা স্বপ্ন জ্ঞান॥
কৃষ্ণ যদি আছে ঘরে তবে কেন শোক।
বিচ্ছেদ-বিরহময় দেখি ব্রজলোক॥
যৈছে হয় প্রেমবৈচিত্ত্য রসের উৎপত্তি।
কৃষ্ণ কোলে করি বলে কৃষ্ণ পাব কতি॥

গেল না। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ৯ম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে—"সীতা অগ্নির আরাধনা করিলে পর অগ্নিদেব ছায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃত সীতাকে নিজপুরে রক্ষা করেন, দশানন ছায়াসীতা লইয়া যান, অগ্নি পরীক্ষা কালে সেই প্রকৃতসীতা দান করিয়া ছায়াসীতা গ্রহণ করেন।" এই সিদ্ধান্তে রামভক্ত এক সাধুর মনস্তুষ্টি হয়। বর্ত্তমান সিদ্ধান্তেও "রামকৃষ্ণের গোপন, এবং বাসুদেব সঙ্কর্ষণের আবিষ্কার" ঠিক ঐ ছায়াসীতা ব্যাপারের অনুযায়ী, ইহা গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে চরিতামৃতধৃত কূর্ম্মপুরাণের শ্লোক এই :—

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা।
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥"

তবে ইহার অপর প্রমাণ গোস্বামিগ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাং॥
লঘুভাগবতামৃতে প্রকটাপ্রকটলীলায়াং ৩৪।

তত্র পদং ॥

মদন আবেশে অবশ অঙ্গ ॥ ইত্যাদি (১৪৬পৃঃ) ॥

কৃষ্ণ কোলে রহি যার এমতি হইল।
মধুপুরে গেল কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিল ॥
যাবৎ উদ্ধব আসি নাহি করে হিত।
যাবৎ না বর্ণে গোপী বারমাসী গীত ॥
যাবৎ না করে কুরুক্ষেত্র দরশন।
তাবৎ রহিল ভ্রমে গোপ গোপীগণ ॥

তথাহি।

নায়াতি কৃষ্ণস্য সুহৃদ্ যাবত্তু ব্রজমুদ্ধবঃ।
দ্বাদশমাসিকং গীতং যাবন্ন গীয়তে ব্রজে ॥
যাবন্নৈব গতাঃ সর্ব্বে কুরুক্ষেত্রাদিদর্শনং।
নন্দাদিব্রজবন্ধূনাং তাবদ্ গোপ্যা ভ্রমান্তরং ॥২৪৮॥

যে কৃষ্ণ আসিয়াছিল মধুপুর হৈতে।
সেই কৃষ্ণ গেলা পুন ভয় কেনে চিতে
যেই দুই প্রসবিলা যশোদা রোহিণী।
সে দুই রহিলা ব্রজে ব্রজশিরোমণি ॥
যশোমতী প্রসবিল তনয়া তনয়।
পুরাণে প্রমাণ আছে ইথে কি সংশয় ॥

কৃষ্ণসুহৃৎ উদ্ধব যত দিন না ব্রজে আগমন করেন, ব্রজে যত দিন না দ্বাদশমাসিক গান গীত হয়, সমস্ত ব্রজবাসী যত দিন না কুরুক্ষেত্রাদি দর্শনে গমন করেন, নন্দাদি ব্রজবন্ধুগণের এবং গোপীর তত দিন পর্য্যন্ত "শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নাই" বলিয়া মনে ভ্রম ছিল ॥২৪৮॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত।

গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কন্যা সাম্বিকা মথুরাং গতা॥২৪৯

বায়ুপুরাণে চ।

গর্ভে ধাস্যতি গোবিন্দং যশোদা মায়য়া সহ।

তস্মাৎ স দেবকীসূনুর্ভবিষ্যতি চতুর্ভুজঃ॥

সর্ব্বদা দ্বিভুজঃ কৃষ্ণঃ কদাপি ন চতুর্ভুজঃ।

নন্দস্যাত্মজরূপেণ স জাতো মায়য়া সহ॥ ২৫০ ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন।

কাহু নাহি যায় কৃষ্ণ ছাড়ি বৃন্দাবন॥

[illegible]

"কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কোথাতে"॥

তথাহি বিষ্ণুযামলে।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥ ২৫১ ॥

নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে এক মিথুনের উৎপত্তি হয়, গোবিন্দদেব পুত্র এবং অম্বিকানাম্নী কন্যা। সেই কন্যাটী মথুরায় গমন করেন॥ ২৪৯॥

যশোদা মায়ার সহিত গোবিন্দকে গর্ভে ধারণ করিবেন, সুতরাং দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা দ্বিভুজ কখনই চতুর্ভুজ নহেন, তিনি নন্দাত্মজরূপে মায়ার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ২৫০॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ১১৭ নং শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য॥ ২৫১॥

কৃষ্ণ যদি প্রকটিল জানিল হৃদয়।
মধুপুরী হৈতে আইলা ব্রজেন্দ্রতনয়॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে ভর্ৎসন করে সোল্লুণ্ঠন ভাষ॥

তত্র পদং।

এত দিন কতি ছিলে, কি লাগিয়া পুন আইলে,
কুবুজা তেজিল কেনে তোমা।
মধুপুর-কুলবতী, ভুঞ্জি নিল পয়পতি,
তেঞি সে পড়িল মনে আমা॥
বন্ধু হে, মোর দুঃখে পাখী ছাড়ে বাসা।
হাম কুলবতী নারী, কিবা কার ধার ধারি,
আমার এমন কেনে দশা॥
কেবা না পীরিতি করে, কেবা কোন দুঃখে মরে,
সঙরিতে বিদরয়ে হিয়া।
কহিতে শুখায় নীর, পাষাণে মিলায় চির,
এত দুঃখ তোমার লাগিয়া॥
শুনিয়া রাইর বাণী, নয়নে গলয়ে পানি,
করপুটে বলে সকরুণে।
তরুণীরমণে কয়, কিবা দিব পরিচয়,
রাখ রাঙ্গা যুগল চরণে॥

শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তিপদং।

কেবল তোমার বই, আর আমি কারু নই,
আমারে জানিহ নিজ দাস।
কাহাঁ নাহি যাই ছাড়ি, আছি এ চরণে পড়ি,
তুমি মোরে না কর বিশ্বাস॥

ধনি হে, ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মরি।
পরাণ কেমন করে, তুরিতে আসিয়ে ঘরে,
বিপিনে গমন যদি করি॥
একটী দিবস তুমি, মুরুছি পড়িলে ভূমি,
ধাইয়া লইনু গিয়া কোলে।
মানিলে স্বপন বলি, বিধাতারে দিলে গালি,
নয়ন ভরিল অশ্রুজলে॥
এত শুনি কহে ধনি, কাঁহা বা থাকহ তুমি,
আজি হৈতে পাইনু প্রাণনাথ।
এই নিবেদন তোরে, আর না ছাড়িহ মোরে,
তরুণীরমণে প্রণিপাত॥
বাসুদেব লাগি এত বিরহে রোদন।
পুরাণে, গোসাঞিের গ্রন্থে অশেষ লিখন॥
গোপ গোপী কান্দিলেন নন্দসুত বলি।
অদ্যাপিহ কাঁদে ভক্ত আকুল ব্যাকুলী॥
তাহার দৃষ্টান্ত রামসীতার চরিত্র।
যাহা শুনি সর্ব্বলোকে হইলা পবিত্র॥
মায়াসীতা হরিলেক দারুণ রাবণ।
রামপত্নী সীতা লইল অগ্নির শরণ॥
সেই মায়াসীতা লাগি কেবা না কান্দিল।
বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে অনেক লিখিল॥
আনের কা কথা দুই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মায়াসীতা লাগি দোঁহে তেজয়ে জীবন॥
কোন্ কর্ম্ম না করিল রঘুবংশপতি ?
যাহা লাগি বিনাশিল বালী মহামতি॥

কটক লইয়া কৈল সাগর বন্ধন।
লঙ্কা জিনি মারিলেক দুরন্ত রাবণ॥
তবেত সুস্থির হইল ভাই দুই জনে।
ইহার প্রমাণ আছে সকল পুরাণে॥
এই মত কৃষ্ণলীলা অন্তর বাহির।
সেই সে বুঝিতে পারে যেই ভক্ত ধীর॥
শুদ্ধ উপাসক হয় সাধক সুন্দর।
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি যুড়ায় অন্তর॥
জ্ঞানী যোগী বৈধীভক্ত কুটিলহৃদয়।
সে সব এ সব শুনি প্রীতি নাহি পায়॥
কস্তূরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্থ মথুরাগমনরাহিত্যাখ্যান দশমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ একাদশপ্রকরণং ।

১। অথ সন্দেহভঞ্জনং ।

মামপি চাধমং দৃষ্ট্বা জগন্মধ্যে চ পাতকং ।
দয়ালুং দুর্গতিত্রাণং শ্রীচৈতন্যং প্রসাদয়ে ॥২৫২॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তগণ ॥
জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি মোর প্রাণ ।
যাঁহার প্রসাদে মোর এ সব সন্ধান ॥
অনেক সন্দেহ আছে অনন্ত অপার ।
দুই চারি লিখি মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥
নানা মত ভক্তি-অঙ্গ অনেক সাধন ।
মন্ত্রদাতা গুরু কেহ না ছাড়ে কখন ॥
শিক্ষা দীক্ষা গুরু দুই কৃষ্ণস্বরূপ হয় ।
বৈষ্ণবে হইলে নিষ্ঠা একত্রে মিলয় ॥
মন্ত্রদাতা গুরু ত্যাগ করে যেই জন ।
কোন কালে কৃষ্ণ তাকে না দেন দর্শন ॥
শ্রীভাগবতে আছে ব্যাসের লিখন ।
গুর্ব্বাদি ছাড়িয়া পাইল কৃষ্ণের চরণ ॥

জগন্মধ্যে আমার মত একমাত্র অধম ও পাতকীকে দেখিয়া যিনি দয়ালু হইয়া দুর্গতি হইতে ত্রাণ করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতা সাধন করি ॥ ২৫২ ॥

মাতা পিতা পতি শাশুড়ী আদি গুরুজন।
সব ছাড়ি কৃষ্ণপদ পাইল গোপীগণ ॥
গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ পাইল এ বড় সন্দেহ।
ব্যক্ত করি না কহিলে নাহি বুঝে কেহ ॥
বলিরাজ আদি করি যজ্ঞপত্নী-গণ।
গুরু পতি ছাড়ি পাইল কৃষ্ণের চরণ ॥
স্বজন করিল ত্যাগ বিভীষণ শূর।
পিতাকে করিল ত্যাগ প্রহ্লাদ ঠাকুর ॥
জননী করিল ত্যাগ ভরত শত্রুঘন।
তথাপি পাইল দোঁহে শ্রীরামচরণ ॥
সনক সনাতনাদি চারি ব্রহ্মার তনয়।
নিরাকার ছাড়ি কৈল সাকার আশ্রয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩। ১৫। ৪৩

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ২৫৩ ॥

ব্রহ্মার মানস পুত্র সনক, সনন্দাদি চারি ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, দৌবারিক জয় বিজয় বেত্রাঘাতে তাঁহাদিগকে তাড়না করিয়া প্রাসাদপ্রকোষ্ঠে যাইতে দেন নাই, ইহাতে তাঁহারা জয় বিজয়কে শাপভ্রষ্ট ও বিষ্ণুকিঙ্করের দুর্জ্জনতা দেখিয়া সর্ব্বথা নিন্দা করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া লক্ষ্মীসহিত শ্রীকৃষ্ণ বহির্দেশে সমাগত হন। আগমনকালে সেই পদ্মপলাশলোচন

শ্রীভাগবত আর বাল্মীক পুরাণ।
এই দুই শাস্ত্রে দেখ প্রকট প্রমাণ ॥
তথাহি।

ভক্তিহীনং গুরুং ত্যক্ত্বা বলিরাজো মহোত্তমঃ।
বিভীষণস্তু স্বজনং প্রহ্লাদঃ পিতরং তথা।
জননীং ভরতশ্চৈব অদ্বৈতং সনকাদয়ঃ।
যজ্ঞপত্নী পতিত্যাগং কৃত্বৈব হরিমাশ্রিতাঃ ॥২৫৪॥

বেদের বিহিত ধর্ম্ম সন্ন্যাসকরণ।
যুবতী স্পর্শিলে ধর্ম্ম হয় বিমোচন ॥
হেন ধর্ম্ম আচরিল চৈতন্য গোসাঞি।
এক মুখে কি কহিব তাহার বড়াই ॥
তথাহি।

বেদস্য বিহিতং ধর্ম্মং কলৌ কৃষ্ণঃ সমাশ্রিতঃ।
যুবতীদর্শনে চিত্তাৎ স দূরমপি গচ্ছতি ॥ ২৫৫ ॥

হরির গলদেশে আপাদবিলম্বিনী মালাতে যে পদ্মকিঞ্জল্কসংযুক্ত তুলসী গ্রথিত ছিল, তদুভয়ের মকরন্দ গন্ধ উক্ত চতুঃসনের নাসা-বিবরে প্রবেশ করিয়া (তাঁহারা ব্রহ্মসেবী হইলেও) তাঁহাদের চিত্ত এবং দেহকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল ॥ ২৫৩ ॥

মহোত্তম বলিরাজ ভক্তিহীন গুরুকে, বিভীষণ স্বজনকে, প্রহ্লাদ পিতাকে, ভরত জননীকে, চতুঃসন ব্রহ্মজ্ঞানকে, এবং যাজ্ঞিক পত্নীগণ পতিকে ত্যাগ করিয়া হরিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥২৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে সন্ন্যাসরূপ বেদবিহিত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু সেই ধর্ম্ম যুবতীসন্দর্শনে চিত্ত হইতে দূরে পলায়ন করে ॥২৫৫॥

গোপী-দরশনে কৃষ্ণ না পারে রহিতে।
যুবতী স্পর্শিলে ধর্ম্ম রহিবে কি মতে॥
তার ইচ্ছা জানি তার প্রিয় সখীগণ।
রমণী ছাড়িয়া সভে হইলা রমণ॥

তথাহি।

ন গোপীদর্শনাৎ কৃষ্ণঃ ক্ষণমাত্রং স্থিরায়তে।
অতস্তস্যেচ্ছয়া জাতা রমণী রমণোদ্ভবা॥ ২৫৬॥

যদ্যপি পূর্ব্বের সুখ তাহাতে না হয়।
তথাপি সুস্থির চিত্ত স্বজন আশ্রয়॥

তথাহি।

যদি নৈব তথা সৌখ্যং বিনা গোপালচেষ্টিতং।
তথাপি সৌখ্যং ভবতি দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি॥২৫৭॥

পুরুষ হইয়া করে প্রকৃতি আশ্রয়।
প্রকৃতি-পুরুষ হয় এ বড় বিস্ময়॥
কৃষ্ণসুখ লাগি তার যত গোপনারী।
প্রকৃতি পুরুষ হয়ে কৃষ্ণ আজ্ঞাকারী॥

গোপীদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, অতএব তাঁহার ইচ্ছাতেই ব্রজের রমণীগণ রমণ অর্থাৎ পুরুষ-রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন॥ ২৫৬॥

যদিও সেই ব্রজের গোপালগণের বাল্যচেষ্টা ভিন্ন তেমন সুখোদয় হয় না, তথাপি ভক্তাবতারী গোপালগণকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে কিছু সুখাস্বাদ হয়॥ ২৫৭॥

প্রণাম করিয়া কহি ভক্তগণের পায়।
যত ইতি দেখ সব কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
ঈশ্বর আচার জীব চাহে আচরিতে।
কভু উদ্ধার নাহি তার নরক হইতে॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা যেই সেই বলবান্।
সেইরূপে যেই ভজে পায় পরিত্রাণ॥
যদ্যপি নিকটে আছে তবু বহু দুর।
আজ্ঞা লঙ্ঘি ভজিলে যায় শমনাদি পুর॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনের যেই মত হয়।
সেই মত আচরিলে পাইবে নিশ্চয়॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তার পায় যেই ভক্ত ধীর॥
কবিরাজ গোসাঞি যেই সন্দেহ লিখিল।
কি লাগি প্রভুর দণ্ড কেবা সে ভাঙ্গিল॥
দণ্ডধারণে হয় ঈশ্বরসমান।
ঈশ্বরদর্শনে যার করি অভিমান॥

তথাহি।

দণ্ডধারণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥২৫৭ক॥

দম্ভ করি যাব আমি ঈশ্বরদর্শনে।
যদ্যপি না হয় দয়া আমা অকিঞ্চনে॥
প্রভু কহে ইহঁ দণ্ড আমারে না ভায়।
এ সময় মোরে দণ্ড রাখিতে না যুয়ায়॥

দণ্ডধারণমাত্রেই নর নারায়ণ হইয়া থাকেন॥ ২৫৭ ক॥

এত বলি প্রভু দণ্ড করিল খণ্ডন।
নিত্যানন্দ হাতে দণ্ড কৈল সমর্পণ॥
ত্রিশ কোটি দেবতা থাকে দণ্ডের উপর।
এত ভার বহি যায় গৌরাঙ্গসুন্দর॥
এত দুঃখ ভক্তগণ সহিতে না পারে।
শীঘ্র যাউক দণ্ড যদি বিধি করে॥
জানিয়া প্রভুর ইচ্ছা নিত্যানন্দ রায়।
ভাঙ্গিল প্রভুর দণ্ড প্রভুর ইচ্ছায়॥
প্রভু ইচ্ছায় ভক্তদুঃখ সহিতে নারিল।
সেই থানে সেই দণ্ড দুই খণ্ড কৈল॥
এতেক সন্দেহ ছিল কেহ নাহি জানে।
সঙ্ক্ষেপে কহিল ইহা শুন ভক্তগণে॥
রাধিকার ভাব হৃদে করিয়াছে অঙ্গীকার
এই ভাবে হয় নানা অদ্ভুত বিকার॥
রাধিকাতে যাহা নাহি তাহা কেনে হয়।
অতএব ঘুচাইব মনের সংশয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোকে জানে।
অজ্ঞ বিজ্ঞের বোধ হয় শাস্ত্র প্রমাণে॥
মহামাদক দ্রব্যে যার বিকার নাহি হয়।
যেই জন খায় তার জীবন সংশয়॥
সেই মহাভাব হয় মাদকসমান।
তদাশ্রিত হৈলে তার না রহে পরাণ॥
চক্রবৎ ভ্রমে সেই না হঁয় সুস্থির।
নানা ভাব ব্যাপিয়াছে সকল শরীর॥

তথাহি।

এষএব মহাভাবঃ মাদকত্বেন কথ্যতে।

তদ্ভাবাশ্রয়কারীতু চক্রবদ্‌ভ্রাম্যতে সদা ॥২৫৮॥

সেই ভাব আশ্রিয়াছে শ্রীচৈতন্য প্রভু।

কখন মানুষরূপ কূর্ম্মাকার কভু॥

তথাহি।

রাধিকায়াং মহাভাবং শ্রীচৈতন্যঃ সমাশ্রিতঃ।

নরাকারঃ প্রভুরপি কূর্ম্মাকারো ভবেদ্যতঃ ॥২৫৯॥

অবিকার মহাভাব বিকার নাহি তার।

যে জন গ্রহণ করে এই ব্যবহার॥

গৌণ মুখ্যার্থ কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।

বেদের প্রতিজ্ঞা মাত্র কহিয়ে কৃষ্ণকে॥

সনাতনে শিক্ষা প্রভু এ চারি কহিলা।

এ চারি প্রকার কহি সন্দেহ জন্মাইলা॥

সাধু শাস্ত্র অনুসারে সন্দেহভঞ্জন।

সঙ্ক্ষেপ করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥

গৌণ অর্থে বাসুদেব নন্দসুত হৈয়া।

অসুর সংহার করে স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া॥

এই মহাভাবকেই মাদক বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এবং যিনি সেই মহাভাবের আশ্রয়কারী তাঁহাকে চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইতে হয় অর্থাৎ উন্মত্ত হইয়া থাকেন॥ ২৫৮॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাবিষয়ক মহাভাবকে আশ্রয় করিয়াছেন, এবং যে মহাভাবের বলে নরাকার হইয়া ও কূর্ম্মাকার হইয়া থাকেন॥ ২৫৯॥

তথাহি।

দৈত্যসংহারকার্য্যেষু বাসুদেবঃ প্রমন্যতে।
নন্দস্যাত্মজরূপেণ শ্রুতির্গৌণীতি কথ্যতে ॥ ২৬০ ॥

সূক্ষ্মার্থে কৃষ্ণ হয়েন সর্ব্ব অবতংস।
বাসুদেব আদি যত সব তাঁর অংশ ॥
সর্ব্বাংশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহ্লাদকারক।
তাঁহার কলার কলা জগৎপালক ॥

তথাহি।

সূক্ষ্মার্থে ভগবান্ কৃষ্ণো বাসুদেবস্তদংশকঃ।
সর্ব্বাংশী চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো জগদাহ্লাদকারকঃ ॥২৬১॥

অন্বয়শব্দে সম্বন্ধ কহি স্বরূপনিরূপণ।
কভু কৃষ্ণ অবতার হয় নারায়ণ ॥

তথাহি।

অন্বয়ার্থেতু সম্বন্ধঃ স্বরূপস্য নিরূপ্যতে।

দৈত্য সংহারাদি কার্য্য বাসুদেবের, ইহাই ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞদিগের অভিমত, নন্দাত্মজরূপে যে অসুরসংহার, তাহা গৌণী শ্রুতি, অর্থাৎ সে বেদবাক্য অপ্রধান ॥ ২৬০ ॥

তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, বাসুদেব তাঁহার অংশমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সকল অংশের অংশী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং জগতের আহ্লাদকারী ॥ ২৬১ ॥

স্বরূপের বা সাকারের অর্থাৎ দ্বৈতবাদাভিপ্রেত সগুণ ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ তাহাই অন্বয়ার্থে নিরূপিত হয়, এই কারণে নারায়ণ ও

নারায়ণো ভবেৎ কৃষ্ণঃ ক্বচিদ্দ্বেধং নিগদ্যতে ॥২৬২॥

ব্যতিরেক শব্দে শাস্ত্রে কহে নিরাকার।
তেহোঁ আসি কৃষ্ণরূপে করে অবতার ॥

তথাহি।

ব্যতিরেকোঽপি শব্দেন স্বরূপাভাব ইষ্যতে।
স্বয়মেব স্বস্বরূপঃ স্বেচ্ছয়া স্যান্নিরঞ্জনঃ ॥ ২৬৩ ॥

অংশস্বরূপ কৃষ্ণের কৃষ্ণ নিত্য হয়।
কৃষ্ণ অঙ্গপ্রভা ব্রহ্ম, পুরাণেতে কয় ॥

কোথাও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন, ইহা দ্বিতীয় প্রকারের নিরূপণ জানিবে। অন্বয় শব্দে "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা" অর্থাৎ তাহা থাকিলে, তাহা থাকে। এখানে কৃষ্ণ মূল, তাঁহার সত্তাতেই বাসুদেব নারায়ণাদির সত্তা। সুতরাং বাসুদেব নারায়ণ প্রভৃতিতে সেই কৃষ্ণেরই অন্বয় বা সম্বন্ধ সিদ্ধান্তিত হয়। এ কারণে কৃষ্ণ নারায়ণ ও নারায়ণ কৃষ্ণ হইতে পারেন। এক প্রদীপে বহু প্রদীপের উৎপত্তি হয়, প্রত্যেকের শক্তি বা সাদৃশ্যগত কোনই পার্থক্য নাই, তথাপি মূল শক্তি অন্য শক্তির কারণ এবং মূলের সত্তাতেই অপরের সত্তা জানিবে ॥ ২৬২ ॥

ব্যতিরেক শব্দে স্বরূপের অভাব কহে। সুতরাং স্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বেচ্ছাবশতঃ নিরাকার হয়েন। এবং নিরাকার ও কৃষ্ণ অঙ্গে মিলিত হইয়া অবতার করেন। কারণ কৃষ্ণাঙ্গপ্রভাই যখন নিরাকার ব্রহ্ম, তখন সূর্য্যকিরণের আকুঞ্চন প্রসারণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে ঐ প্রভা বা ব্রহ্মের গমনাগমন দুই সম্ভব ॥ ২৬৩ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৪০।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৬৪ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যার ব্রহ্মের বিভূতি।
সেহ গোবিন্দের হয় অঙ্গপ্রভা কান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
যাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং।

"তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥"
ঈশ্বরলীলা বলি যদি ইথে কি সংশয়।
লোক মানসিক লীলা কেমনে বা রয়॥
শ্রীকবিরাজ গোসাঞি অন্যত্র লিখিল।
নিত্য স্বেচ্ছা মানসিক দুই ত রহিল॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈলা পাগল॥
চৈতন্য গোসাঞি নাচে যার সম্প্রদায়।
লোক ভিড় হৈলে কেহ দেখিতে না পায়॥
প্রভু কহে হেন শক্তি মোর যদি হয়।
সাত সম্প্রদায়ে নাচি সকলে দেখয়॥

এই শ্লোকের অনুবাদ ৫৫পৃষ্ঠে ১১০ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য॥ ২৬৪

ভাবাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥
কভু একমূর্ত্তি কভু হয় বহুমূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপে প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥
এই ত সন্দেহ মনে বিশেষ আছিল।
গোসাঞির সূত্র দিয়া সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
অনন্ত সন্দেহ আছে কে বুঝিতে পারে।
দুই চারি কহিলাম বুদ্ধি অনুসারে॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সন্দেহভঞ্জনং নাম একাদশ-প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ দ্বাদশপ্রকরণং।

১। অথ রাগমার্গেণ প্রাপ্তিঃ।

নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং জগন্মোহনমোহনং।
যৎকৃপালেশমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥২৬৫॥

যাঁহার কৃপা কটাক্ষ মাত্রে নিঃসংশয়ে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই জগন্মোহনের মোহনকারী কৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি॥ ২৬৫॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তগণ॥
কামগায়ত্রী বিচারিলে বস্তুজ্ঞান হয়।
অপ্রাকৃত হৈয়া করে প্রাকৃত আশ্রয়॥
গুরু গোসাঞি কৃপা করি বীজ আরোপিল।
বীজের মূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ তারে দেখাইল॥
সেই বীজ যত্ন করি করিব পালন।
তার লাগি গুরু পূর্ব্বে করাইল সেচন॥
সাধুসঙ্গে ধ্যান পূজা শ্রবণ কীর্ত্তন।
ইহাতে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
যেই আজ্ঞা বলবান্ গুরুদেবে হয়।
অন্যথা যে করে তার নরক নিশ্চয়॥
গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ হয়েন আপনে।
জীবের নিস্তার হেতু করেন চেতনে॥
ঠগ চোর কামুক ধূর্ত্ত শঠ মূর্খগণ।
বৈষ্ণবের ভেকে আসি হয় প্রবেশন॥
পরধন নিবার হেতু পথ ভুলাইয়া।
সামান্য বলবান্ করায় সব ছাড়াইয়া॥
অনিত্য শরীর তাকে করায় নিত্য জ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞানী ভক্ত সেই যায় ব্রহ্মধাম॥
স্ত্রীসঙ্গ করে যেই সহজ প্রীতি-বলি।
অগ্নিতে পড়িয়া মরে পতঙ্গ সকলি॥
ঈশ্বরের আচরণ আচরিতে চায়।
সেই দুই মহাপাপী নরকেতে যায়॥

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজ যার উপাসন॥"
কবিরাজ গোসাঞির কথা চারি বেদ সার।
ছয় শাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণাদি আর॥
গোসাঞির কথা ইথে না যায় খণ্ডন।
বুঝিতে না পারি করি অর্থের কল্পন॥
কামগায়ত্রী কামবীজ দুই ত প্রকার।
কৃষ্ণের গায়ত্রী, বীজ হয় রাধিকার॥
দোঁহে দোঁহাকার মন্ত্র করে উপাসনা।
তাহাতেই মহানন্দে সুখী দুই জনা॥
গুরু বিনে মন্ত্রদাতা কে আছে ভুবনে।
গুরু বিনে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে কেমনে॥
যোগমায়া ভগবতী দোঁহাকার গুরু।
সেই মন্ত্র উপদেশে প্রেমকল্পতরু॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১০। ২৯। ১।

ভগবানপি তারাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিত॥ ২৬৬॥

দোঁহাকার মন্ত্র দোঁহে ভাবয়ে অন্তরে।
দোঁহার স্বরূপ দোঁহে দেখে নিরন্তরে॥
শ্যাম বর্ণ পীত বস্ত্র দ্বিভুজ বংশীধর।
মণি মুক্তা আভরণ বয়স্ কৈশোর॥

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শরৎকালীয় উৎফুল্ল মল্লিকা-শোভিত সেই রাত্রি সন্দর্শন পূর্ব্বক যোগমায়াকে নিকটে আশ্রয় করিয়া রমণেচ্ছু হইয়াছিলেন॥ ২৬৬॥

নূপুর কিঙ্কিণী শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
পূর্ণচন্দ্র জিনি মুখ অলক উজ্জ্বল॥
চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ গলে গুঞ্জাহার।
এই রূপ সদা হৃদে জাগে রাধিকার॥
কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী রাধা নীলবসন।
সৌদামিনী জিনি অঙ্গ তপত কাঞ্চন॥
নীলপদ্ম জিনি নেত্র রক্ত অধর।
নানা মণি আভরণ বদন সুধাকর॥
উচ্চ বক্ষ ক্ষীণ কটি হংসগতি চলে।
এইরূপ সদা কৃষ্ণ ভাবেন নিশ্চলে॥
রাধার স্বরূপ মন্ত্র জপিতে জপিতে।
চিত্ত দৃঢ় হৈঞা লাগে না পারে ছাড়িতে॥
"শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর"॥

তথাহি।

রাধাসঙ্গে যদা সঙ্গঃ শৃঙ্গাররসমূর্ত্তিকঃ।
তেনাপি জগদাকর্ষি ক্রীড়ারূপী স্বয়ং হরিঃ॥২৬৭॥

কামগায়ত্রী কামবীজের কি কহি মহিমা।
পরস্পর কৃষ্ণ তার দিতে নারে সীমা॥
হেন দুই মন্ত্র যেই করে উপাসনে।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় শ্রীবৃন্দাবনে॥

শৃঙ্গার রসময় মূর্ত্তিধারী ও ক্রীড়ারূপী স্বয়ং হরি যখন মিলিত হয়েন, তাহাতেও জগৎ আকৃষ্ট হয়॥ ২৬৭॥

তথাহি।

কামগায়ত্রিকা মন্ত্রো গায়ত্রীতি চ কথ্যতে।
গৃহ্নন্তি সাধকা এতাং প্রয়ান্তি ব্রজমণ্ডলং ॥ ২৬৮ ॥

কামগায়ত্রী কামবীজের মহিমা সমুদ্র।
আমি কি কহিব নাহি জানে ব্রহ্মা রুদ্র ॥
সেই জন জানে যেই করে উপাসনা।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় এড়ায় যাতনা ॥
সখীর অনুগা হইঞা করিব ভজন।
নিরন্তর গায়ত্রী বীজ করিব সাধন ॥
তাহাতে নিগূঢ় বস্তু প্রেম উপজিব।
সাধকদেহ সিদ্ধদেহে দোঁহে আচরিব ॥
দোঁহার বিশ্বাসনিষ্ঠা দেহ সমর্পণ।
এই চারি মিলি হয় পীরিতি লক্ষণ ॥
এই চারির বশ কৃষ্ণ ইথে কৃষ্ণ পায়।
দৃঢ় করি এই কথা ভাগবতে গায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৮২। ৪৪।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥২৬৯॥

কামগায়ত্রী মন্ত্রকেই সঙ্ক্ষিপ্ত কথায় গায়ত্রী বলা যায়। সাধকগণ এই গায়ত্রীসাধনেই ব্রজধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬৮ ॥

ভগবান্ গোপীগণকে কহিলেন, প্রাণিগণ আমার প্রতি ভক্তি করিলে, তাহাতেই মোক্ষ হইতে পারে। বড়ই আনন্দের কথা যে, আপনারা আমাকে যে স্নেহ করিয়াছেন তাহাতে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৬৯ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ ভক্ত স্বরূপ প্রকৃতি।
অতএব দোঁহে মিলি আচরে পীরিতি॥
সাধকে সাধিলে বস্তু সিদ্ধদেহে পায়।
মিথুনে রোপিলে ধা মকরেতে খায়॥

তথাহি।

সিদ্ধদেহে ভবেৎ প্রাপ্তিঃ সাধকে যৎ সমাচরেৎ।
মিথুনে রোপিতং ধান্যং মকরে গৃহমাগতং॥ ২৭০॥

ধনুর্ব্বেদ না জানিলে যুদ্ধে কৈছে যাবে।
ধনুর্বিদ্যা শিখি তবে রণে আউগাবে॥

তথাহি।

ধনুর্ব্বেদং ন জানাতি কথং যুদ্ধে সমাগতঃ॥২৭১॥

সখী অনুগত হৈঞা পীরিতি আচরি।
রাধাকৃষ্ণ সহ প্রাপ্ত হয় ব্রজপুরী॥
পীরিতির বশ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অপ্রীতে ভজিঞা লক্ষ্মী না পাইল চরণ॥
স্বকীয়া সম্বন্ধ যার নারায়ণ পতি।
পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণে না করিল রতি॥
অতএব না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীভাগবতে আছে ব্যাসের লিখন॥

আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণ করিলে যেমন মাঘ মাসে তাহা গৃহে ফিরিয়া আইসে, সেইরূপ সাধকদেহে যাহা আচরণ করা যায়, তাহাই সিদ্ধদেহে লাভ হইয়া থাকে॥ ২৭০॥

ধনুর্ব্বেদ না জানিয়া কিরূপে যুদ্ধে উপস্থিত হইবে?॥ ২৭১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৪৭। ৬০।

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং॥ ২৭২।

বৈধীমার্গে ভজে কৃষ্ণ ভাবে উপপতি।
মহিষীর গণ পায় দ্বারকা বসতি॥

তথাহি হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ। ১। ২। ১৫৭

রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বময়াৎ পুরে॥ ২৭৩॥

কেবল পীরিতি রসে সখী অনুগত।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু এই দুই মত॥
ইহা দিয়া ভুলাইব অজ্ঞ জীবগণে।
শিক্ষা দিয়া সাধিব নিজের প্রয়োজনে॥
এই মত আপনে না করে আচরণ।
আচরিলে শেষে হবে নরকে গমন॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডে ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠদেশ গৃহীত হইলে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় যে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসন্নতা নিতান্ত অনুরাগপাত্রী লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যেও যখন ঘটে নাই, তখন পদ্মগন্ধা অপর স্বর্গকামিনীগণেরও ত কথাই নাই॥ ২৭২॥

যে স্ত্রী বা পুরুষ রমণাভিলাষী হইয়া কেবল বিধিমার্গেই সেবা করেন, তিনি দ্বারকাতে মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥২৭৩॥

"বৈরাগী হইঞা করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
কভু নাহি হেরে কৃষ্ণ তাহার বদন" ॥
অন্তর্মনা চেষ্টা সদা সিদ্ধের সেবন।
আশ্রিত দেহে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ি অন্য অভ্যসন।
কৃষ্ণ অনুশীলনে থাকিবে সর্ব্বক্ষণ ॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু শিক্ষা অভিধান ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে রাগমার্গানুসারেণ প্রাপ্তি-নিরূপণং নাম দ্বাদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ ত্রয়োদশপ্রকরণং।

১। অথ সহেতু নির্হেতু নিরূপণং।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং কৃপানিধিং।
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দং প্রণম্য তস্য তুষ্টয়ে ॥ ২৭৪ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের বৈধী ভক্তি অনন্ত অপার।
সহেতু নির্হেতু ভেদে দুই ত প্রকার ॥

শ্রীচৈতন্যের সন্তোষার্থ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রভু ও কৃপানিধি নিত্যানন্দপ্রভুকে বন্দনা করি ২৭৪ ॥

ধ্রুব গজেন্দ্র আর রাজা পরীক্ষিৎ।
প্রহ্লাদ সবার শ্রেষ্ঠ হেতুবর্জিত ॥

তথাহি।

অভিমন্ব্যাত্মজো রাজা সুনীতিজ-গজেন্দ্রকৌ।
সহেতবস্ত্রয়ো ভক্তাঃ প্রহ্লাদো হেতুবর্জ্জিতঃ ॥২৭৫

এই তিন ভক্ত কৃষ্ণের হেতুমধ্যে গণি।
আত্মসুখ হেতু তিনে আইলা অবনি ॥
ব্রহ্মশাপ লাগি হেতু রাজা পরীক্ষিৎ।
শুকমুখে শুনিলেন ভাগবত গীত ॥
ব্রহ্মশাপ না হইলে কোন প্রয়োজনে।
ভাগবত শুনি নিস্তারিলা ত্রিভুবনে ॥

তথাহি।

অপমৃত্যোর্নাভবিষ্যৎ পরীক্ষিদ্‌যদি কাতরঃ।
নাশ্রোষ্যচ্ছুকসান্নিধ্যে রাজা ভাগবতীং কথাং ॥২৭৬

পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা প্রচণ্ড প্রতাপে।
হস্তী হৈয়া জনমিলা অগস্ত্যের শাপে ॥
জল খাইবারে গেলা সরোবরতীরে।
দৈবযোগে পদে আসি ধরিল কুম্ভীরে ॥

অভিমন্যুনন্দন রাজা পরীক্ষিৎ, সুনীতির পুত্র ধ্রুব, এবং গজেন্দ্র এই তিন জনের ভগবদাশ্রয় সহেতুক আর প্রহ্লাদের ভগবদাশ্রয় হেতুরহিত ॥ ২৭৫ ॥

যদি নির্দ্দিষ্ট অপমৃত্যু হইতে রাজা পরীক্ষিৎ কাতর না হইতেন, তাহা হইলে তিনি শুকদেবের নিকট কখনই ভাগবত কথা শ্রবণ করিতেন না ॥ ২৭৬ ॥

কুম্ভীরের শক্তি নাহি জলে ডুবাইতে।
হস্তির নাহিক শক্তি ডাঙ্গাতে তুলিতে॥
দুই জনে যুদ্ধ করে সহস্র বৎসর।
অনাহারে কাতর হইলা করিবর॥
এক পদ্ম শুণ্ডে করি কৃষ্ণে সমর্পিলা।
দয়াল গোবিন্দ তারে আপনে রাখিলা॥
মরণের ভয়ে লইল কৃষ্ণের শরণ।
অতএব হেতুভক্ত এই সে কারণ॥

তথাহি।

নক্রযুদ্ধে হতা শক্তির্গজরাজস্য যত্নতঃ।
"রক্ষ মাং কৃপয়া নাথ" দধ্যৌ শ্রীমধুসূদনং॥২৭৭॥

উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয়।
সিংহাসনে চড়িবার করিল আশয়॥
দারুণ সতাই তারে ঠেলিয়া ফেলিল।
ভূমীতে পড়িয়া শিশু কান্দিতে লাগিল॥
সুনীতির কাছে গিয়া কৈল নিবেদন।
সতাই না দিল মোরে চড়িতে সিংহাসন॥
অবৈষ্ণব তোর মাতা শুন রে পাপিষ্ঠ।
সিংহাসনে উঠিবার কি কর আবিষ্ট॥
এত শুনি মাতা বলে শুন রে তনয়।
যে কিছু কহিল সতাই কিছু মিথ্যা নয়॥

যেহেতু কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া গজরাজের শক্তি লোপ হইয়াছিল, সেই জন্যই "হে নাথ, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা কর" এই বলিয়া বিপদে মধুসূদনের ধ্যান করিয়াছিলেন॥ ২৭৭॥

আমি নাহি ভজি কৃষ্ণ জনম দুঃখিনী।
সিংহাসন কোথা পাবে শুন বাছা তুমি॥
মধুবনে যাঞা কৃষ্ণ করহ ভজন।
অবশ্য পাইবে বাছা রাজসিংহাসন॥
মায়ের বচন শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
মধুবনে গেলা ধ্রুব ভাবিতে ভাবিতে॥
পথে যাইতে নারদের সঙ্গে হইল দেখা।
শ্রীমন্ত্র গ্রহণ কৈল কপালের লেখা॥
ধ্রুবের তপস্যা সেই অকথ্য কাহিনী।
বেদ বিধি অগোচর লোকে নাহি জানি॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই ধ্রুবের ভজন।
সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দিল দরশন॥
বর নেহ বাছা তুমি শুন রে কুমার।
ধ্রুব কহে মতি রহু চরণে তোমার॥
তবে তারে প্রসন্ন হইয়া বর দিল।
সপ্ত স্বর্গ উপরে তাহার স্থান হৈল॥
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে ধ্রুব পাইল সিংহাসন।
অতএব হেতুভক্ত এই সে কারণ॥
নির্হেতু ভক্তমধ্যে প্রহ্লাদ ঠাকুর।
কৃষ্ণ পদে রতি মতি আছয়ে প্রচুর॥
আপনার সুখচেষ্টা কোন কালে নয়।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা জানিহ নিশ্চয়॥
কত রূপে রাজা তাকে করিল তাড়ন।
তথাপি নহিল কৃষ্ণে বিচালিতমন॥

নানারূপে পিতা তারে তাড়ন করিল।
তথাপি তাঁহার মন কৃষ্ণে না ছাড়িল॥
প্রহ্লাদ পিতার বাক্য না করি গ্রহণ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পিল মন।
রাগী ভক্ত সহেতু নির্হেতু যদি হয়।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র হেতু কভু নয়॥
অতএব নির্হেতু ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণসুখ উপাদান এ সুখ কারণ॥
শ্রদ্ধা শব্দে নিষ্ঠা কহি বাড়ে ভক্তি লেহ।
সাধুসঙ্গ তারে যাতে হয় অনুগ্রহ॥
ভজন ক্রিয়া শব্দে কহি তত্ত্ব নিরূপণ।
সাধকের ক্রম এই জানিহ কারণ॥
মনের দৃঢ়তা করি কুটি নাহি যত।
অনর্থ নিবৃত্তি এই সাধুর সম্মত॥
নিষ্ঠা শব্দে ঐকান্তিক জানিহ নিশ্চয়।
যত্নেহ সংগ্রহ করে রুচি শব্দে কয়॥
সতত নিপুণ যাতে আসক্তি সে হয়।
বিষেশ আক্রান্ত যাতে তাকে প্রীতি কয়॥
শুদ্ধসত্ত্ব রতি হৈলে তারে ভাব কয়।
সে ভাব নিবিড় প্রেম জানিহ নিশ্চয়॥
সতত আহ্লাদযুক্ত দয়ার সহিত।
স্নেহ করি কহি তারে জানিহ নিশ্চিত॥
গাঢ়তৃষ্ণা হর্ষযুক্ত তারে কহি মান।
যাহাতে না পায় করে সতত অনুমান॥

আত্মেন্দ্রিয় সর্ব্বাঙ্গ করে সমর্পণ।
প্রণয় বলিয়া তারে বলে বুধগণ॥
স্বভাব হৈতে যদি তাঁরে কহি রাগ।
রাগাবিষ্ট হৈলে তার নাহি কোন দাগ॥
হর্ষ বিষাদযুক্ত দৈন্য পদে পদে।
আত্মনিন্দা বোধে উক্তি প্রতিবাক্যে বদে॥
নায়কে দর্শিয়া করে বিধাতা নিন্দন।
এই কহিলাম অনুরাগের গঠন॥
শুদ্ধসত্ত্ব সেবাতে সতত অনুরতা।
তবে ত কহিয়ে তাঁরে ভাব-আবিষ্টতা॥
সেই ভাবরূপা হয় যত সখীগণ।
মহাভাব-অনুগতা জানিহ কারণ॥
সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাভাব নাহি যার পর।
সর্ব্ব সাধু নাহি জানে গোপিকাগোচর॥
এই সব শিখাইয়া মন ফিরাইবে।
প্রণত হইলে পাছে তারে শিক্ষা দিবে॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সহেতু নির্হেতু কহি সংক্ষেপ আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সহেতু নির্হেতু নিরূপণং নাময়োদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ চতুর্দ্দশপ্রকরণং।

১। অথ শ্রীদৈত্যারি কুম্ভকারভক্ত-চরিত্রং।

নমাম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি-কৃতার্থীকৃতভূতলে।
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরুং শ্রীগুরুং পুরুষোত্তমং॥ ২৭৮॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ॥
এক দিন নীলাচলে চৈতন্য নিতাই।
জগন্নাথের গুণ কহে বসি দুই ভাই॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ কর অবধান।
জগন্নাথ সম কেহ নাহি দয়াবান্॥
"আছিল দৈত্যারি নামে এক কুম্ভকার।
একশত চল্লিশ বৎসর বয়স্ তাহার॥
জগন্নাথের আটিকা গঠে তাঁর গুণ গায়।
জগন্নাথ দেখিবারে কখন না যায়॥
এক দিন জগন্নাথ হৃদয় করিল।
দৈত্যারি মোরে কভু দেখিতে না আইল॥
মোর নাম গুণ গায় সদাই অস্থির।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু গদগদ শরীর॥
নিরন্তর থাকি আমি নিকটে তাহার।
স্বভক্ত ছাড়িতে ইচ্ছা না হয় আমার॥

---

১ যাহার কৃপাদৃষ্টিতে ভূতল কৃতার্থ, সেই ভূতলে প্রথমতঃ সর্ব্ব-বাঞ্ছাকল্পতরু ও পুরুষোত্তমরূপী শ্রীগুরুদেবকেই নমস্কার করি।॥২৭৮

আজি আমি তাহারে করিব আত্মসাৎ।
ভক্তাধীন হই আমি নাম জগন্নাথ॥
হেন কালে স্বর্ণপাত্রে যে দুগ্ধ আছিল।
সেই দুগ্ধ লৈয়া প্রভু আপনে চলিল॥
কৈশোর বয়স্ বেশ ব্রাহ্মণনন্দন।
রূপ দেখি মূর্চ্ছা যায় কোটি মদন॥
এই মতে গেলা প্রভু কুম্ভকারগৃহে।
রূপ দেখি চেতন নাহি কুম্ভকারদেহে॥
কি কহিব কি করিব বাক্য নাহি সরে।
কহিতে লাগিলা কিছু করি যোড় করে॥
কাহুঁ নাহি দেখি শুনি এরূপ মোহন।
কোথা হৈতে আইলা তুমি কিসের কারণ॥
বিপ্র কহে থাকি আমি পুরীর ভিতর।
নিজ পড়িছা আমি জগন্নাথের কিঙ্কর॥
এই গ্রামে থাক তুমি না দেখি তোমারে।
অতএব আইলাম আমি তোমা দেখিবারে॥
জগন্নাথের হও তুমি কৃপার ভাজন।
জগন্নাথের প্রসাদী দুগ্ধ করহ ভোজন॥
পাত্র ধুইয়া রাখিহ আসিব পুনর্ব্বার।
পাত্র লৈয়া যাব আমি কহিল নির্দ্ধার॥
এত বলি সেই বিপ্র হৈলা অন্তর্ধান।
কি দেখিনু কি শুনিনু করে অনুমান॥
এমন মনুষ্য নাকি রহে পৃথিবীতে।
কি করিব কোথা যাব নারি পাশরিতে॥

এত বলি সেই দুগ্ধ করিলা ভোজন।
পুনঃ পুনঃ প্রেমাবেশে হয় অচেতন ॥
হেন কালে জগন্নাথের ভোজনকাল হৈল।
দুগ্ধ খুরী নাহি ঘরে চমক পড়িল ॥
এথা ছিল কেবা নিল করে হাহাকার।
শুনিলে নৃপতি প্রাণ বধিবে সভার ॥
দুই একে কানাকানি সর্ব্বত্র জানিল ॥
নাহিক স্বর্ণের খুরী নৃপতি শুনিল ॥
সকল ব্রাহ্মণে জড় করিলা রাজন্।
তোমা সভা বিনে কেবা নিল অন্য জন ॥
পুরীর মাঝারে কেহ নারে প্রবেশিতে।
জগন্নাথের দ্রব্য কেবা আইলা লইতে ॥
স্বর্ণপাত্র আনি দেহ যদি ভাল চাহ।
আমার হস্তেতে আজি না বাঁচিবে কেহ ॥
সকল ব্রাহ্মণে রাজা করিছে তাড়ন।
সবাই লইল জগন্নাথের শরণ ॥
রাত্রি কালে জগন্নাথের আদেশ হইল।
আমার সামগ্রী কেহ চুরি না করিল ॥
দৈত্যারি নামে এক আছে কুম্ভকার।
পরম ধার্ম্মিক সেই সেবক আমার ॥
সেই স্বর্ণপাত্র আছে তাহার বাটীতে।
দুগ্ধ লৈয়া গেলাম আমি তাহাকে দেখিতে ॥
শীঘ্র যাইয়া আন পাত্র শুনহ রাজনে।
মিথ্যা দুঃখ দেহ কেন সকল ব্রাহ্মণে ॥

এত শুনি মহারাজ হৈলা চমৎকার।
স্বগণ সহিত যায় যথা কুম্ভকার॥
দৈত্যারি বসিয়া আছে আটিকা গঠিতে।
হেন কালে গেলা রাজা স্বগণ সহিতে॥
তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার।
দৈত্যারি কহে এতো কোন্ ব্যবহার॥
ঈশ্বরস্বরূপ হও সকল ব্রাহ্মণ।
আমি কোন জন হই পাপী শূদ্রাধম॥
রাজা হৈয়া তুমি মোরে কর নমস্কার।
তোমার সাক্ষাতে আমি হই কোন ছার॥
রাজা কহে তুমি হও মহাভাগ্যবান্।
অতএব আগে সবে করিনু প্রণাম॥
জগন্নাথ আসিয়াছিল তোমারে দেখিতে।
স্বর্ণপাত্র আছে দেখ তোমার বাটীতে॥
সাক্ষাতে পাইলে তুমি প্রভুর দর্শন।
তোমা সম ভাগ্যবান্ আছে কোন জন॥
এত কাল সেবা করি আমরা সকলে।
সাক্ষাতে না দেখিলাম ভকতবৎসলে॥
জগন্নাথ আসিয়াছিল তোমার বাটীতে।
বিপ্র বলি জান তুমি নারিলে চিনিতে॥
এত শুনি দৈত্যারি হইলা অচেতন।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি করয়ে রোদন॥
এক বার প্রণাম করে যায় এক পদ।
এই মতে চলি আইলা যত ছিল পথ॥

প্রভুর সাক্ষাতে আসি করে দরশন।
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু হয় ঘনে ঘন॥
দুই হস্তে জগন্নাথে করে প্রণিপাত।
শীঘ্র আসি প্রভু তারে কৈলা আত্মসাৎ॥*
দৈত্যারিচরিত্র এই সুধা মকরন্দ।
যার বক্তা শ্রীচৈতন্য শ্রোতা নিত্যানন্দ॥
এই রূপে দুই প্রভু আছে নীলাচলে।
জগন্নাথের গুণ গায় ভাসে প্রেমজলে॥
সেই খানে পড়িছা প্রসাদ আনি দিল।
সেই খানে মহাপ্রসাদ দুয়েতে খাইল॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের গুণ যেবা গায়।
জন্মে জন্মে বিকাইব আমি তার পায়॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু ভক্ততত্ত্বাখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শ্রীদৈত্যারিকুম্ভকার ভক্ত-চরিত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ পঞ্চদশপ্রকরণং।

১। অথ শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহবর্ণনং।

নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে কলিকল্মষনাশনং।
গৌরাদেশপ্রভাবেণ সংসারস্থখমাচরৎ ॥ ২৭৯ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ ॥
জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তোমা বিনে আমার সংসারে কেহ নাঞি ॥
তাঁর কৃপালেশ হৈতে বর্ণি যত ইতি।
জন্মে জন্মে তেহঁ মোর হয় প্রাণপতি ॥
অহে কবিরাজ গোসাঞি দয়া কর মোরে।
নিত্যানন্দলীলা কিছু কহি অল্পাক্ষরে ॥
চৈতন্যের মনোবৃত্তি অদ্ভুত কথন।
কখন কি করে কিছু না যায় বুঝন ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা হৈল নিত্যানন্দ প্রতি।
আচর সংসারস্থখ লোকে হউ খ্যাতি ॥
তুমি আমি যখন করিব অন্তর্দ্ধান।
এ সব জীবের তবে কৈছে হবে ত্রাণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে যিনি বিবাহাদি সংসারস্থখ আচরণ করিয়াছিলেন, সেই কলিকল্মষনাশন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ২৭৯ ॥

ক্রমে ক্রমে রহিবেক তোমার নিজ শক্তি।
সর্ব্ব জীবে উদ্ধারিবে দিয়া প্রেমভক্তি॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা হয়।
সেই দুয়ে শীঘ্র তুমি কর পরিণয়॥
এত শুনি নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিলা।
অচল প্রভুর আজ্ঞা ঠেলিতে নারিলা॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত।
বিরলে বসিয়া তারে কহিল সমস্ত॥
শুনিয়া আনন্দ হইল দত্ত উদ্ধারণ।
সে আনন্দ মোর চিত্তে না যায় বর্ণন॥
নিত্যানন্দ পাদপদ্মে কোটি প্রণমিল।
এত দিনে সব জীবের উদ্ধার হইল॥
যুগে যুগে সব জীবের হইবে সংস্কার।
নিত্যানন্দ শক্তি দ্বারে হইবে উদ্ধার॥
এত বলি নিত্যানন্দ হৃদয়ে ভাবিল।
নিত্যানন্দের গণ সব ডাকিয়া আনিল॥
গৌরীদাস পণ্ডিত এহো প্রভুর প্রাণরূপ।
প্রেম রসময় বপু প্রেমের স্বরূপ॥
জগদীশ পণ্ডিত আর দাস গদাধর।
বড়গাছির কৃষ্ণদাস ঠাকুর সুন্দর॥
বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ভকত প্রধান।
রামচন্দ্র কবিরাজ, কবিরাজ বলরাম॥
পুরুষোত্তম দাস আর পরমেশ্বর দাস।
জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস॥

শিশু কৃষ্ণদাস আর পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শুনিয়া এসব কথা আনন্দ হৃদয়॥
অনন্ত প্রভুর গণ কত লব নাম।
এই সব আদি করি কৈল একু ঠাম॥
সভাকারে নিবেদিল দত্ত উদ্ধারণ।
প্রভুকে করিল আজ্ঞা শ্রীশচীনন্দন॥
সুর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা হয়।
তাহার সহিতে তুমি কর পরিণয়॥
প্রভু কহে তোমার আজ্ঞা অবশ্য পালিব।
কর্ত্তব্য না হয় যদি তথাপি করিব॥
আমারে লইয়া প্রভু সকল কহিল।
শুনিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল॥
অতএব ডাকাইল সব ভক্তগণে।
বিচারিয়া দেখ যদি কিবা লয় মনে॥
সভে বলে জয় জয় সভার আনন্দ।
সংসার করিবে আমার প্রভু নিত্যানন্দ॥
কপট সন্ন্যাস দোঁহার কে বুঝিতে পারে।
কত রূপে উদ্ধারিল সকল সংসারে॥
ন্যাসিধর্ম্ম আচরিয়া পাষণ্ড দলিল।
জগতের মধ্যে কেহ পাপী না রহিল॥
ক্রমে ক্রমে যুগে যুগে করিল উদ্ধার।
লীলায় পাতিল ছলা করিতে সংসার॥
ঈশ্বরসন্তান শক্তি যদি না রহিত।
এসব জীবের কৈছে নিস্তার হইত॥

এত বলি সবে মিলি পরামর্শ করি।
লোক পাঠাইয়া দিল পণ্ডিতের পুরী॥
শুনি সূর্য্যদাস হৈলা আনন্দে বিভোল।
বাহু পসারিয়া সেই লোকে দিল কোল॥
আমার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে।
এই দুই কন্যা আমি দিব যে প্রভুরে॥
মোর বহু ভাগ্যে এই বসুধা জাহ্নবী।
সার্থক লভিল জন্ম আসিয়া পৃথিবী॥
শ্রীচৈতন্য ভ্রাতা যার তেহোঁ জগদ্‌গুরু।
সেই নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমকল্পতরু॥
এ দুই প্রেয়সী যার তেহোঁ প্রাণপতি।
ব্রহ্মা শিব আদি করি যারে করে স্তুতি॥
তারে কন্যা দিব আমি মহাভাগ্যবান্।
যাহা হৈতে হবে মোর ভবসিন্ধু-ত্রাণ॥
নিত্যানন্দে কন্যা দিব দৃঢ় যুক্তি কৈল।
সকল ব্রাহ্মণগণে একত্র করিল॥
যোড় হস্তে সূর্য্যদাস বলে বিপ্রগণে।
নিত্যানন্দে কন্যা দিব দঢ়াইল মনে॥
সবে বলে ইহা পরে আছে কোন কাজ।
পরম দয়ালু তেহোঁ অবধৌত রাজ॥
তারে কন্যা দিবে তুমি ইথে কি সংশয়।
তার মধ্যে এক বাক্য অতিগূঢ় হয়॥
নিত্যানন্দ করিয়াছে অবধৌত গ্রহণ।
কার অন্ন কার জল করিল ভক্ষণ॥

ইহা জানি তারে যদি কন্যা সমর্পিবে।
অবশেষে সবাকারে ছাড়িতে হইবে॥
শুনিয়া পণ্ডিত হইলা বিরস অন্তর।
উদ্ধারণে ডাকি নিল সভার ভিতর॥
শুন শুন উদ্ধারণ কহে বিপ্রগণে।
তোমার প্রভু করিয়াছে অবধৌত গ্রহণে
কার অন্ন কার জল করিল ভক্ষণ।
অবধৌতে কন্যা দিতে কারু নয় মন॥
দশ সহস্র মুদ্রা যদি কর অঙ্গীকার।
তবে কন্যা দিব আমি করিল নির্দ্ধার॥
এত শুনি উদ্ধারণ প্রভু পাশে আসি।
যতেক বৃত্তান্ত সব কহে হাসি হাসি॥
শুনিয়া হাসিলা প্রভু এ সব বচন।
কোথা হৈতে এত টাকা দিবে উদ্ধারণ॥
উদ্ধারণ লৈয়া প্রভু সভামধ্যে গেলা।
সভামধ্যে উদ্ধারণ বলিতে লাগিলা॥
যত টাকা লাগে আমি দিব সবাকারে।
বিবাহ উদ্যোগ কর বলিল সবারে॥
এত বলি সিদ্ধিঝুলী সভাতে ঝাড়িল।
দশটী হাজার মুদ্রা তখনি পড়িল॥
দত্ত কহে ধন লহ যতেক ব্রাহ্মণ।
দত্ত মানুষ নহে জানিল তখন॥
পণ্ডিতেরে বলে সবে হৈয়া মনোহিত।
করহ বিবাহকার্য্য যে হয় উচিত॥

শাস্ত্র দেখি শুভ দিন করিল সবাই।
প্রভুর বিবাহ হবে সর্ব্ব লোকে গাই॥
শুনিয়া আনন্দ হৈলা ছুই চাঁদ রাণী।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া নাচে তাহার জননী॥
মোর ভাগ্যে তোমা ছুই জন্মিলা জঠরে।
হইবে প্রভুর দাসী দিব দোঁহাকারে॥
আনন্দের সীমা নাই পণ্ডিতের ঘরে।
গৃহে গৃহে জয়ধ্বনি অম্বিকা নগরে॥
শুভদিন শুভক্ষণ বিচার করিল।
নানাবিধ বাদ্য সব বাজিতে লাগিল॥
কাঁসর দগড় কাড়া মৃদঙ্গ ঝাঁজরী।
শিঙ্গা সানি করতাল বরাঙ্গ বাঁশরী॥
বীণা বেণু শঙ্খ ঘণ্টা ফুকারে করনাল।
ঢোলক ছুন্দুভি বাজে শুনিতে রসাল॥
কহিতে অনেক আছে সঙ্ক্ষেপে কহিল।
দেবতা গর্জ্জিয়া যেন বাদর আইল॥
নানা আভরণ পরাইল ছুই জনে।
মদন মোহিত হইল করি নিরীক্ষণে॥
তৈল হরিদ্রা প্রভু করিয়া মর্দ্দনে॥
দেখি লোকে চমৎকার সাক্ষাৎ মদনে॥
বিবাহ করিতে প্রভু বসিলা আসনে।
বিধিমন্ত্র পড়ায় যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে॥
দোঁহে দোঁহা দেখিয়া হইলা চমৎকার।
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি জয় জয়কার॥

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
নাগলোক নরলোক আনন্দিত মন॥
যেমত বিবাহরীতি বেদ বিধি ছিল।
কহিতে অনেক আছে দিগ্ দেখাইল॥
প্রাতঃকালে কুশণ্ডিকা কৈল সর্ব্ব জনে।
জয় জয় উলাউলি দেয় নারীগণে॥
বর কন্যা লৈয়া পণ্ডিত ঘরে প্রবেশিল।
নানা উপহার দিয়া ভোজন করাইল॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল প্রভুর বাসরবঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যে করে শ্রবণ॥
কস্তূরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু বিবাহ আখ্যান॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্য বিবাহোৎসববর্ণনং নাম পঞ্চদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ ষোড়শপ্রকরণং।

১। অথ পরকীয়াতত্ত্বনিরূপণং।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং কৃপাময়ং।
শ্রীলাদ্বৈতাদিভক্তানাং চরণেভ্যো নমোনমঃ ॥২৮০॥

একদিন বৃন্দাবনে কিশোরা কিশোরী।
দুই জনে কথা কহে রসের চাতুরী ॥
কৃষ্ণ কহে প্রিয়া তুমি কর অবধান।
বিনা দোষে তুমি মোরে কেনে কর মান ॥
আপনার সখীগণে যখনে মিলাও।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পাও ॥
অন্য কান্তা সঙ্গে মোর হইলে মিলন।
শতমুখ হইয়া মোরে করহ ভর্ৎসন ॥
আমার সুখ হইলে তুমি মান নিজ সুখ।
তবে কেনে মান করি মোরে দেহ দুঃখ ॥
রাধিকা বলেন মোর স্বভাবের দোষ।
অন্য কান্তা দেখি মোর বাঢ়য় বিরোষ ॥
যে দিন তোমারে আমি করি অভিমান।
কত সুখ হয় মোর নাহি সমাধান ॥

শ্রীচৈতন্য প্রভু ও কৃপাময় নিতানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি; এবং শ্রীল অদ্বৈতাদি ভক্তগণের শ্রীচরণে বার বার নমস্কার করি ॥ ২৮০ ॥

মুরলীর ধ্বনি শুনি জ্বলয়ে শরীর।
দূতীকে দেখিলে হই দ্বিগুণ অস্থির॥
শীঘ্রগতি দূতীগণে দেই পাঠাইয়া।
রহিতে না পার তুমি আইসহ ধাইয়া॥
চরণে পড়িয়া তুমি কর দণ্ডবত।
দ্বিগুণ বাঢ়য়ে মান বলিব সে কত॥
সম্মতি না পাঞা তুমি যাহ নিজ ঘরে।
তখনি আমার প্রাণ কেমন বা করে॥
সেই কালে না দেখিলে না রহে জীবন।
কি মোর স্বভাবদোষ না বুঝি কারণ॥
কৃষ্ণ কহে যদি হয় মোর অপরাধ।
আর না করিহ মান মাগিহ প্রসাদ॥
তোমার দর্শন বিনে রহিতে না পারি।
আমারে জানিবে তুমি নিজ দাস করি॥
এত বলি রাধিকারে কোলেতে করিল।
বদনে চুম্বন করি আলিঙ্গন দিল॥
এই সখী মধ্যে তোমার প্রিয় কেবা হয়।
এ সকল বল মোরে করিয়া নিশ্চয়॥
রাধিকা বলেন নাথ কর অবধান।
ললিতা বিশাখা দুই সবার প্রধান॥
শ্রীবিশাখা সখী মোর হয় শিক্ষাগুরু।
সব তত্ত্ব জানাইল প্রেমকল্পতরু॥
ললিতা সহিতে মোর দেহ ভেদ মাত্র।
শুনিলে তাহার নাম উল্লসিত গাত্র॥

চম্পকলতিকা আদি যত সখীগণ।
প্রাণের অধিক মোর জানিহ কারণ॥
অনঙ্গমঞ্জরী আমার প্রাণের বহিনী।
তাহার গুণের কথা কি কহিব আমি॥
তোমার সহিতে মোর যখন মিলন।
তখন সন্তোষ হয় মোর তনু মন॥
তার মধ্যে আছে মোর ছয় মঞ্জরিকা।
শ্রীরূপমঞ্জরী নাম সবার অধিকা॥
তা সবার অনুগতা কস্তূরীমঞ্জরী।
কি কহিব আমি তার গুণের মাধুরী॥
সেই সব সখী মোর হয় প্রাণতুল্য।
অনন্ত কহিতে নারে যা সবার মুল্য॥
এই সব সখী যবে তোমারে ভজয়।
তাহা দেখি মোর হয় আনন্দ হৃদয়॥
অন্য কান্তা লইয়া যদি করহ বিহার।
নানারূপে পোড়ে মন হয়ে ছার খার॥
তথাপিহ মান যদি করিতে না চাই।
আপনে জন্ময়ে মান শুনহ মাধাই॥
যদ্যপি মানিনী হই তবু তুয়া দাসী।
মোর দোষ না লইবে তুমি গুণরাশি॥
এত শুনি কৃষ্ণ বলে উল্লসিত হিয়া।
আমি কি কহিব তোমায় তুমি প্রাণপ্রিয়া
তোমার নাম গুণে যেবা করয়ে বিশ্বাস।
নিশ্চয় জানিহ তুমি আমি তার দাস॥

মো বিষয়ে যেবা নাহি ভক্তি আর্ত্তি করে।
তোমার চরণে মন রাখে নিরন্তরে॥
নিশ্চয় জানিহ তুমি তার বশ হই।
তোমার বিক্রয় হৈয়া তার কাছে রই॥
এইরূপে রাধাকৃষ্ণ কথোপকথন।
যার সীমা দিতে নারে সহস্রবদন॥
হেন রাধানাম যেবা বলে বার বার।
শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইবে তাহার॥
ভজন পূজন যার কিছুই না থাকে।
রাধা রাধা বলি যেবা তিন বার ডাকে॥
অবশ্য তাহাকে কৃপা করে নন্দসুত।
যাহার মহিমা বেদ শাস্ত্রে অদভুত॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতধৃতং পাদ্মবচনং।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ২৮১॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধার গুণ না পারে জানিতে।
আমি কোন ছার হই কি পারি বর্ণিতে॥
রাধামন্ত্র জপি কৃষ্ণ যেই দিকে চায়।
সেই দিকে রাধারূপ দেখে অভিপ্রায়॥

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, শ্রীরাধাকুণ্ড ও সেইরূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে সেই একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রীতিনিকেতন॥ ২৮১॥

গৃহে রাধা বনে রাধা দেখে রাধাময় ।
ভজনে রাধা পূজনে রাধা রাধিকা হৃদয় ॥
শিরে রাধা নেত্রে রাধা রাধিকা ভোজনে ।
দিবা রাধা রাত্রি রাধা কার্য্য নাহি জানে ॥
সৌন্দর্য্যে সুন্দরী রাধা মহিমাতে গুরু ।
কৃষ্ণ কহে রাধা মোর প্রেমকল্পতরু ॥
জিহ্বাতে রাধিকানাম জপি অনুক্ষণ ।
কর্ণেতে রাধিকা নাম করিয়ে শ্রবণ ॥
রাধা রসসুধানিধি সৌভাগ্যমঞ্জরী ।
রাধা ব্রজাঙ্গনারূপ হয় সর্ব্বোপরি ॥
কোটি জন্মাবধি মোর মন্ত্র যদি জপে ।
রাধামন্ত্র বিনে সিদ্ধি নহে কোনরূপে ॥
আপনে রাধিকানাম জপিতে জপিতে ।
স্বমাধুরী ভাঙ্গিল আমি পড়িল ভূমিতে ॥
রাধিকা আসিয়া কোলে করিলা তখন ।
বদনে বদন দিয়া করিলা চুম্বন ॥
কি হৈল কি হৈল বলি ডাকে সখীগণে ।
ললিতাদি সখীগণ আইলা তখনে ॥
কৃষ্ণকে বিবশ দেখি সবে চমৎকার ।
এমন হইল কেনে নন্দের কুমার ॥
মোর নাম গুণ কীর্ত্তি কহিতে কহিতে ।
মূর্চ্ছিত হৈঞা প্রভু পড়িলা ভূমিতে ॥
কেহ কৃষ্ণ বলি তোলে কেহ ধুলা ঝাড়ে ।
আসিয়া বিশাখা সখী নানা মন্ত্র পড়ে ॥

কতক্ষণে চেতন পাইলা ব্রজরাজ।
লজ্জিত হইয়া বৈসে গোপীর সমাজ॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবে দেখি কি কারণে।
চিত্রা কহে ভাল বাক্য শুনিলাম শ্রবণে॥
তখনে ললিতা দেবী কি কাজ করিল।
তাম্বূল করিয়া সজ্জ কৃষ্ণমুখে দিল॥
কর্পূরাদি নানা দ্রব্য বিশাখা আনিয়া।
কৃষ্ণমুখে দিয়া চাহে হাসিয়া হাসিয়া॥
আসিয়া চম্পকলতা করয়ে বাতাস।
চিত্রাদেবী আসিয়া পরাইল পীতবাস॥
সুস্থির হইয়া দোঁহে বসিলা আসনে।
নৃত্য গীত লাগি আজ্ঞা দিলা সখীগণে॥
তুঙ্গবিদ্যা আসি তবে নানা বাদ্য করে।
শুনিয়া আনন্দ হইলা দোঁহার অন্তরে॥
নানা রাগে তুঙ্গবিদ্যা করয়ে গায়ন।
আসি ইন্দুরেখা তথা করয়ে নর্ত্তন॥
শশিরেখা আনিয়া দর্পণ দেখাইল।
অনঙ্গমঞ্জরী আসি বেশ বনাইল॥
করিল কুসুমশয্যা পালিকা সুন্দরী।
তাহাতে সুতিলা দোঁহে কিশোরা কিশোরী।
বিমলা করয়ে দোঁহার চরণ সেবন।
যার যে আছিল সেবা করিলা তখন॥
রাধা কৃষ্ণ পরকীয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
শুনিয়া গোসাঞির কথা বড় লাগে ভয়॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

"যার রূপ গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥
যার সদ্গুণ গুণের কৃষ্ণ না পায় পার।
তার গুণ গণিবেক কোন জীব ছার ॥"
অভিমন্যু সহিতে রাধিকা পরিণয়।
সেহ বাহ্যবৃত্তি হেতু জানিহ নিশ্চয় ॥
জন্মাইতে কৃষ্ণপ্রীতি আছে সদা মন।
কুল বিকৃতি নহে কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
মুরলীর ধ্বনি বিনে নাহি শুনে কানে।
অন্য কথা নাহি শুনে কৃষ্ণকথা বিনে ॥
যদ্যপি ঘোষের সনে আছয়ে মিলন।
যোগমায়ার বলে ইহা জানিহ কারণ ॥
অতএব পতিব্রতা রাধিকার ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে এই তার কর্ম্ম ॥
তবে পরকীয়া ধর্ম্ম রহিল কেমনে।
কেবল পরকীয়া মাত্র ব্রজে গোপীগণে।
"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনে ইহার অন্যত্র নহে বাস ॥"
গোপীগণ মধ্যে এই রাধা শিরোমণি।
যার পরকীয়া ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে গণি ॥
অতএব পরকীয়া হয় গোপীগণ।
যা সভার প্রেমে বশ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
পতি ছাড়ি পরপতি করয়ে ভজন।
এই ত কহিল পরকীয়ার লক্ষণ ॥

কবিরাজ গোসাঞিঃর পায়ে কোটি নমস্কার।
তেঁহ যে লিখিল তাহা নারি খণ্ডিবার॥

॥*॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে পরকীয়াতত্ত্বনিরূপণং নাম ষোড়শ প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥*॥

অথ সপ্তদশ প্রকরণং।

১। অথ আত্মসুখরাহিত্যকথনং।

তথাহি।

যাবন্নাস্তি সুখত্যাগঃ কৈতবস্য চ বাধনং।
তাবদ্ভবেৎ কথং তেষাং কৃষ্ণস্য ভজনাশ্রয়ঃ ॥২৮২॥

অকৈতব নহে করে ভকতি সাধন।
কোন কালে কৃষ্ণ তারে না করে স্পর্শন॥
কৈতবস্বভাবে ভুঞ্জে আপনার সুখ।
পরসুখে সুখী নহে কৃষ্ণবহির্মুখ॥
আমি কৃষ্ণদাস বলি জানয়ে অন্তরে।
থাকুক প্রাপ্তির কাজ যম দণ্ডে তারে॥

যতদিন আত্মসুখ ত্যাগ এবং কৈতবের বাধাজনক ব্যাপার না হয়, তত দিন সেই সকল লোকের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনাশ্রয় কিরূপে হইতে পারে? ॥ ২৮২ ॥

অকৈতব হইলে হয় অন্তে প্রভু জ্ঞান
তুমি প্রভু আমি ভৃত্য কর পরিত্রাণ॥
কৈতবের সম পাপ নাহিক নিশ্চয়।
সকল পাপের বীজ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথাহি।

কৈতবস্তু মহৎ পাপং পাপানাং বীজমুচ্যতে।
ব্যাধীনাং কারণং পিত্তং ক্রোধঃ কলহকারণং॥২৮৩

কৃষ্ণ আবির্ভূত যাতে তাতে নাহি রতি।
নিজসুখ হেতু করে নিজদেহে প্রীতি॥
কৃষ্ণের স্বরূপে তার নাহি আলম্বন।
কামের তাৎপর্য্য প্রাণকীটের ধারণ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥

"যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করে প্রীত, কেবল কামের রীত,
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ॥"
"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥" ইতি॥

যেমন ব্যাধির কারণ দূষিত পিত্ত এবং কলহের (বিবাদের) কারণ ক্রোধ, সেইরূপ কৈতব একটী মহৎ পাপ এবং সকল পাপের বীজ বলিয়া কথিত॥ ২৮৩॥

পুরুষ হইঞা যজে প্রকৃতির ধর্ম্ম।
তবে সে জানিয়ে তার ভজনের মর্ম্ম॥
যত দূর অধিকার আছয়ে তাহার।
তাহা দিঞা করিবেক পর উপকার॥
অতএব হয় তার সাধুর লক্ষণ।
আনুষঙ্গ রূপে করে সুখ আস্বাদন॥

তথাহি।

উপকারঃ পরো ধর্ম্মঃ পাপঞ্চ পরপীড়নং॥ ২৮৪

আপনাকে সেব্য জ্ঞান না পারে সেবিতে।
মোর সম সেবা কেবা আছে পৃথিবীতে॥
এই পাপে হয় তার সর্ব্ব ধর্ম্ম নাশ।
কোন কার্য্য সিদ্ধ নহে লোকে উপহাস॥
কহিতে সকল জানি আছে অধিকার।
কহিলে কি জানি হয় লোক ব্যবহার॥
আপন অন্তরকথা করিয়া বাহির।
ছুটিলে আপন নহে কোদণ্ডের তীর॥
ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ যায় খায় অন্ন জল।
খাইলে জন্ময়ে সুখ গায়ে হয় বল॥
ঐছে অন্যের দুঃখ দেখি যেবা জন।
অন্ন জল দিয়া তার করয়ে তোষণ॥
ভুঞ্জিতে সভার ইচ্ছা ভুঞ্জাইতে কঠিন।
বড় হৈতে সবে চাহে হৈতে নারে হীন॥

পরোপকারই পরম ধর্ম্ম, এবং পরপীড়নই পরম পাপ॥ ২৮৪॥

দীনহীন বিনে কৃষ্ণ কৃপা নাহি করে।
গোসাঞির লিখন আছে ভাবহ অন্তরে।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনির বড় অভিমান॥
সহজেই পরবশ পরের আশ্রয়।
তাহা বিনে যত দেখ সব মিথ্যা হয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা এই সে কারণ।
(য) নিজ শ্রী ধন দিয়া করিব তোষণ॥
ইহা যদি কায় মনে করিতে না পারে।
বৃথা সেই জন যায় শিক্ষা করিবারে॥
অন্তরে প্রকৃতিভাব বাহিরেতে পুংস।
পুরুষার্থ আচরিলে প্রকৃতি হয় ধ্বংস॥
দেহের স্বভাব যদি ছাড়িতে না পারে।
আনুষঙ্গ স্বপ্নবৎ জানিবে তাহারে॥
পূর্ব্বাপর পরবশ পরের আশ্রয়।
রতিভেদে প্রাপ্তিভেদ জানিহ নিশ্চয়॥
পরসুখ সমর্থাতে ব্রজলোক পায়।
পরস্পর সমঞ্জসা দ্বারকাতে যায়॥
সাধারণী আত্মসুখে করয়ে ভজন।
মথুরা তাহার প্রাপ্তি কুবুজার গণ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ ভক্ত জানিহ নিশ্চয়।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত আছয়॥
অতএব ভক্তসুখে কৃষ্ণসুখ হয়।
ইহাতেই পরসুখ জানিহ নিশ্চয়॥

(য) এখানে শ্রী শব্দে সম্পত্তি এবং ধন শব্দে অর্থ।

না রহে সিংহের দুগ্ধ মৃত্তিকাভাজনে।
শ্রী ধন আদি সব করিব সমর্পণে ॥
কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠা জানিবে ইহাতে।
তবে সে কৃষ্ণের কৃপা জানিবে তাহাতে ॥
কস্তূরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
আত্মসুখ রাহিত্যের কহিল বিধান ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে আত্মসুখ-রাহিত্যকথনং নাম সপ্তদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

অথ অষ্টাদশপ্রকরণং।

১। অথ শ্রীগুরুবন্দনমাত্মদৈন্যঞ্চ।

তথাহি।

বন্দেঽহং করুণাসিন্ধুং কৃষ্ণদাসং প্রভুং মম।
যৎপাদপদ্মযোর্দীপ্তা কার্য্যসিদ্ধির্ভবেদপি ॥ ২৮৫ ॥

শেষ প্রকরণ কহি শুন ভক্তগণ।
কৃষ্ণদাস-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ॥

যাঁহার পাদপদ্মের আশ্রয়ে আমার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ ও প্রদীপ্ত হইয়াছে, সেই মদীয় প্রভু, করুণাসিন্ধু, শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদকে বন্দনা করি ॥ ২৮৫ ॥

জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি।
তাহা বিনে ত্রিজগতে মোর কেহ নাঞি॥
এ সকল কহি আমি তাহার কৃপাতে।
তাহা বিনে আর কেহ নাহি নিস্তারিতে॥
সব শ্রোতাগণে মোকে কর আশীর্ব্বাদ।
গোসাঞির চরণে যেন নহে অপরাধ॥
নিত্যানন্দপাদপদ্ম পাব যাহা হৈতে।
অবিচিন্ত্য শক্তি গোসাঞির না পারি বর্ণিতে॥
যার কৃপালেশে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানি।
সাবধানে বন্দি তার চরণ দুখানি॥
জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি দয়াময়।
নিত্যানন্দ দেহ মোরে হইয়া সদয়॥
নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব তুমি সব জান।
চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার প্রমাণ॥
রাধাকৃষ্ণ পাব আমি নিত্যানন্দ হৈতে।
তোমার লিখন আছে কে পারে খণ্ডিতে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাহা হৈতে পাইনু মুঞি বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাহা হৈতে পানু মুঞি শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
দুয়ের চরণমাত্র ভরসা আমার।
বৃন্দাবনে রাধাপ্রাপ্তি ব্রজেন্দ্রকুমার॥
অহে ভক্তগণ ভজ কবিরাজ গোসাঞি।
তাহা বিনে নিত্যানন্দ দিতে কেহ নাঞি॥

নিত্যানন্দ বিনে প্রাপ্তি নহে বৃন্দাবন।
তাহা হইতে পাব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
যেই নিত্যানন্দ সেই চৈতন্যগোসাঞি।
দুই প্রভু এক বস্তু কিছু ভেদ নাঞি ॥
কবিরাজ হইতে পাব শ্রীরূপচরণ।
যাহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি জানিহ কারণ ॥
জয় রূপ রঘুনাথ করুণার সিন্ধু।
জয় ভট্টযুগ সনাতন প্রাণবন্ধু ॥
জয় জয় প্রভু মোর স্বরূপ দামোদর।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গূঢ় যাহার অন্তর ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় শচীসুত।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত মহিমা অদ্ভুত ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
আমার হৃদয়ে ধর সবার চরণ ॥
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে আর না লিখিল।
কহিতে অনেক হয় দিগ্ দেখাইল ॥
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে যাহা নাহিক প্রকাশ
অজ্ঞানাদি অন্ধকার সব কৈল নাশ।
কভু যদি কস্তূরীমঞ্জরী দয়া করে।
এ সব সিদ্ধান্তরস তাহাতে সঞ্চরে ॥
জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি কৃষ্ণদাস।
দীনহীনে কৃপা করি রাখ নিজ পাশ ॥
কস্তূরীমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এই কহিল আখ্যান ॥

শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ং পঠেদ্বা শৃণুয়াচ্চ যঃ।
পরমপ্রেমসম্পন্নো গোবিন্দে লভতে রতিং ॥২৮৬॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি চরণানুচর শ্রীমুকুন্দ-দাস গোস্বামি প্রণীত শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে শ্রীগুরুবন্দনাত্মদৈন্যকথনং নাম অষ্টাদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ * ॥

শ্লোক সংখ্যা।

প্রথম ৫ প্রকরণে ১৫ ও ৬ হইতে ১৮ প্রকরণে ২৮৬

মঃ ৩০১।

যে ব্যক্তি এই শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় গ্রন্থের পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি পরম প্রেমসম্পন্ন হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দের প্রতি অনুরাগ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীশ্রীভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দাসদাসানুদাস শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ বিলিখিত শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ের শ্লোকা-বলীর বঙ্গানুবাদাদি সম্পূর্ণ ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

গ্রন্থের উপসংহার।

ভগবানের কৃপায় সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইল। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের আদর্শ পুস্তক প্রথমে দুই খানী প্রাপ্ত হই। দুই খানীতেই কেবল ৬ষ্ঠ প্রকরণমাত্র লিখিত ছিল এবং তাহার শেষাংশ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে ইহাই গ্রন্থের শেষ। একারণে ঐ অংশকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ ভাবিয়া মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা যায়। অপিচ উক্ত ৬ষ্ঠ প্রকরণেই অধিকাংশ উপাসনাসিদ্ধান্ত নিরূপিত থাকায় অনেক বৈষ্ণব কেবল ঐ একটী মাত্র প্রকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। গ্রন্থ খানী যত ক্ষুদ্র মনে করিয়াছিলাম, বস্তুতঃ তাহা নহে।

আমি গত ২রা ভাদ্র আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ব্রাঞ্চ লাইনের বোখারা ষ্টেশনের অনতিদূরবর্ত্তী মোড়গ্রামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথসেবক শ্রীযুক্ত মনোহর দাস মহান্তের নিকট গ্রন্থানুসন্ধান বশতঃ উপস্থিত হই, কথাপ্রসঙ্গে এই গ্রন্থের উল্লেখ হইলে তৎসন্নিহিত ভক্তিভাজন শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় নিকটস্থ তাঁতিবিরল গ্রাম হইতে অতি পুরাতন ১৮ প্রকরণযুক্ত সম্পূর্ণাবয়ব সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় আনাইয়া দেন "এখানী না পাইলে অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণ ভাবিয়া প্রকাশ করিতে হইত, এক্ষণে সে অভাব মোচন হইল" ইহা ভাবিয়া আমি যার পর নাই আনন্দ লাভ করি। এই সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রথম পাঁচ প্রকরণকে পৃথক্ মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থের পূর্ব্বে দেওয়া হইল। একারণে উহার পৃষ্ঠাঙ্কের সহিত পরগ্রন্থের মিল থাকিল না, উহার

ক, খ, গ, এই হিসাবে পৃষ্ঠ অঙ্কিত হইল। যাহা হউক উক্ত মহান্ত মহাশয়, সরলহৃদয় ঠাকুর মহাশয় এবং গ্রন্থ সংগ্রহের কষ্টভোগী তত্রত্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র সিংহকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। ঐ তিন জনের আন্তরিক যত্নই গ্রন্থখানীর সম্পূর্ণাবয়বের মূল।

আদর্শত্রয়ের মধ্যে ঐ সম্পূর্ণ খানী অতি প্রাচীন। দুঃখের বিষয় তিন খানী পুস্তকই এরূপ বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ যে, পুস্তক-লেখকের বিন্দুমাত্রও ব্যাকরণানুযায়ী বর্ণজ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার উপর আবার সংস্কৃত শ্লোক গুলি এরূপ অসংলগ্ন ও অশুদ্ধভাবে লিখিত যে উদ্ধার করিতে আমাকে অপর্য্যাপ্ত বুদ্ধি-চালনা ও কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি নিতান্ত অসাধ্য পক্ষে কয়েকটী শ্লোক বাদ দিতেও হইয়াছে। ভক্তিরসপিপাসু পাঠকবর্গের আগ্রহ থাকিলে যদি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তবে ঐ প্রথম পাঁচ প্রকরণের পৃষ্ঠাঙ্কবৈষম্যের পরিহার করা যাইবে।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সুসিদ্ধান্ত নিরূপিত আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ, চরিতামৃতে কোনটীর আভাষ আছে কোনটী বা একেবারেই নাই, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সিদ্ধান্তই বিবৃত আছে। ভরসা করি ব্রজোপাসক সাধক বৈষ্ণবগণ ইহার পাঠে সমধিক প্রীতি লাভ করিবেন এবং এই বিলুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তরত্নের উদ্ধারের জন্য আমাদের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়কে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

কাশিমবাজার রাজধানী,
১৩১২। ২৪শে পৌষ।

বিনীত—
শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ
সম্পাদক।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
এই গ্রন্থে	এই ষষ্ঠ প্রকরণে	১	১০
কংসদ্দ্বিষঃ	কংসদ্বিষঃ	২৭	৬
নীলঃ শ্যামভরো	নীলী শ্যামাভবো	৩৭	৪
পরিপূর্ণ শ্যাম অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বর্ণ নীল, রাগ তাহারই ভাব বলিয়া	নীল বৃক্ষ ও শ্যাম-লতাজনিত এই দ্বিবিধ	৩৭	১৮।১৯
তথাহি	তথাহি লঘুভাগবতামৃতে	৬৩	৫
যদ্যাপি	অদ্যাপি	৬৩	৬
মছিমী	লছিমী	১৪২	১৮
৩৩৪	২৩৪	১৪৪	৯
করো	করে	১৪৮	১৭
	সুদেবী	১৬০	১৭
যদা সঙ্গঃ	যদা সঙ্গী	১৯২	১৬
জগদাকর্ষি	জগদাকর্ষী	১৯২	১৭
যখন মিলিত	যখন রাধাসঙ্গে মিলিত	১৯২	২২।২৩

বিজ্ঞাপন।

সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

ডাকমাশুল ৴৹ এক আনা।

পত্র লিখিলে ভি, পি, ডাকে পাঠান হয়। সেজন্য ৴৹ এক আনা খরচ পৃথক্ লাগিবে।

নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে গ্রন্থ পাইবেন।

(শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামি প্রণীত "নাটকচন্দ্রিকা" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। সত্বর প্রকাশ হইবে।) অগ্রিম গ্রাহকগণ ১৲ টাকা দিয়া গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইলে, যথাক্রমে অপর গ্রন্থ তাঁহাদের নামে পাঠান হইবে। ঐ ১৲ টাকা মূল্যমধ্যে বাদ দিয়া লইব এবং অগ্রিম গ্রাহকগণ যথাসম্ভব অল্প মূল্যে সমস্ত গ্রন্থ পাইবেন। সুস্পষ্ট নাম ধাম সহিত পত্র লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ—শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ
সম্পাদক।
কাশিমবাজার রাজধানী।
পোঃ—কাশিমবাজার।
জেলা—মুর্শিদাবাদ।